

# বাংলা সাহিত্য

## শরৎচন্দ্র

### লেখক পরিচিতি

৯৯ জন্ম : শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দের ১৫ সেপ্টেম্বর, হুগলি জেলার অন্তর্গত দেবানন্দপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

৯৯ বংশ পরিচয়: তাঁর পিতার নাম মতিলাল চট্টোপাধ্যায়। শরৎচন্দ্রের পরিবার ছিল অত্যন্ত দরিদ্র।

৯৯ শিক্ষা জীবন: দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করায় শরৎচন্দ্রকে ভাগলপুরে মাতুলালয়ে থেকে ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়েছিল। সেখানে তিনি ছাত্র-বৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। কিছুদিন পর পিতার সঙ্গে দেবানন্দপুরে ফিরে এসে হুগলি ব্যাংক স্কুলে পড়তে থাকেন। কিন্তু বিভিন্ন কারণে শিগ্গিরই তাঁকে আবার ভাগলপুরেই ফিরে যেতে হয়েছিল। তেজনারায়ণ জুবিলি কলেজিয়েট স্কুল থেকে ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ঐ কলেজেই এফ.এ. পড়তে থাকেন। কিন্তু অর্থাভাবে কলেজের লেখাপড়া তিনি শেষ করতে পারেননি।

৯৯ কর্মজীবন: শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কিছুকাল জমিদারি সেরেস্‌ড্রয় চাকরি করেছিলেন। ১৯০৩ সালে পিতার মৃত্যুর পর শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রেঙ্গুনে গিয়ে একাউন্ট জেনারেল অফিসে চাকরি গ্রহণ করেন। ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি এ চাকরিতে বহাল থাকেন এবং স্বাস্থ্যগত কারণে কলকাতায় ফিরে আসেন।

৯৯ সন্ন্যাসী জীবন: শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পিতার সাথে মতান্বেষ হওয়ায় কিছুদিনের জন্য সন্ন্যাসী হয়ে গৃহত্যাগ করে চলে যান। সন্ন্যাসী দলের সঙ্গে বহুস্থান ভ্রমণ করেন এবং সমাজ জীবন সম্পর্কে বিচিত্র অভিজ্ঞতা অর্জন করেন।

৯৯ সাহিত্য সাধনা: ‘যমুনা’ নামক মাসিক পত্রিকাকে কেন্দ্র করে শরৎচন্দ্রের সাহিত্যিক জীবন শুরু হয়। প্রথমে ‘অনিলা দেবী’ ছদ্মনামে তিনি সমালোচনা ও প্রবন্ধ লিখতেন। বেনামীতে ‘মন্দির’ গল্পটি লেখার জন্য ১৩০৯ সালে শরৎচন্দ্র ‘কুন্ডলীন’ পুরস্কার লাভ করেন। শরৎচন্দ্রের ‘বড়দিদি’ গল্পটি ‘ভারতী’ পত্রিকায় ১৩১৪ সালে প্রকাশিত হয়। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লেখক হিসেবে পরিচিতি ও সুনাম অর্জনের পর রেঙ্গুন থেকে কলকাতা ফিরে এসে লেখাকেই একমাত্র পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন। শরৎচন্দ্র মূলত ঔপন্যাসিক। তিনি বাংলা উপন্যাস সাহিত্যকে গতি দিয়েছেন, প্রাণ সঞ্চার করেছেন। শরৎচন্দ্রের লেখার ধরণ এবং রচনারীতির মাধুর্য রমণী হৃদয়ের গভীরতম অঙ্গস্থলে প্রবেশ করে তার গোপন কথাকে সকলের সামনে উপস্থাপন করেছে। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সহজ, সরল, শান্ড ভাষায় গভীর সহানুভূতির সাথে সবার হৃদয়ের কথা বলতে পেরেছেন। তাইতো তিনি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ জনপ্রিয় লেখক।

৯৯ প্রাপ্ত সম্মান: বাংলা সাহিত্যে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের যথার্থ স্বীকৃতি স্বরূপ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৯২৩ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ‘জগত্তারিণী সুবর্ণ পদক’ লাভ করেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ১৯৩৪ সালে তাঁকে বিশেষ সদস্যপদ এবং ১৯৩৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানসূচক ‘ডি. লিট’ ডিগ্রী প্রদান করে।

৯৯ মৃত্যু: বাংলা সাহিত্যের এই অপরাজেয় কথাশিল্পী ও জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৯৩৮ সালের ১৬ জানুয়ারি কলকাতার পার্ক নার্সিং হোমে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

### রচনাবলী

# বাংলা সাহিত্য

- ◆ উপন্যাসঃ বড়দিদি, মেজদিদি, বিরাজ বৌ, পলনী সমাজ, চন্দ্রনাথ, পরিণীতা, শ্রীকান্ড (১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ পর্ব), পন্ডিত মশাই, নিষ্কৃতি, অরক্ষণীয়া, বৈকুণ্ঠের উইল, চরিত্রহীন, দত্তা, দেবদাস, গৃহদাহ, বামুনের মেয়ে, পথের দাবী, শেষ প্রশ্ন, দেনাপাওনা, নববিধান, বিপ্রদাস, শুভদা, শেষের পরিচয় ইত্যাদি।
- ◆ ছোট গল্পঃ বিলাসী, মহেশ, বৈরাগী, মন্দির, ছবি ইত্যাদি।
- ◆ গল্পঃ বিন্দুর ছেলে, স্বামী, কাশীনাথ, অনুরাধা, সতী ও পরেশ, ছেলেবেলার গল্প ইত্যাদি।
- ◆ প্রবন্ধঃ নারীর মূল্য, সত্যশ্রয়ী, তরুণের বিদ্রোহ, স্বদেশ ও সাহিত্য, শরৎচন্দ্র ও ছাত্র সমাজ ইত্যাদি।
- ◆ নাটকঃ বিজয়া, ষোড়শী, রমা ইত্যাদি।
- ◆ বারোয়ারি উপন্যাসের অংশঃ বারোয়ারি উপন্যাস (২১ ও ২২ অধ্যায়), রসচক্র (সূচনা), ভালমন্দ (সূচনা) ইত্যাদি।
- ◆ চিঠিপত্রঃ শরৎচন্দ্রের পত্রাবলি।
- ◆ অন্যান্যঃ শরৎ সাহিত্য সংগ্রহ, শরৎচন্দ্রের অপ্রকাশিত রচনা ইত্যাদি।

## ছন্দে ছন্দে শরৎ রচনাবলী রচনাবলী

বিন্দুর ছেলে হতে চায় দেবদাস  
পন্ডিতমশাই বলেন, পড় বেটা বিপ্রদাস  
পলনীসমাজ চায় রামের সুমতি  
চরিত্রহীন এর কভু নাহি হবে গতি ॥  
শ্রীকান্ড পেতে চায় বৈকুণ্ঠের উইল  
দেনাপাওনা না মেটানোর আছে গুডউইল।  
বড়দিদি দত্তা মেজদিদি ছবি  
বিরাজ বউ পরিণীতা স্বামী তার কবি।  
গৃহদাহ -তে মন অতিশয় বিষন্ন  
জীবন পথের দাবী পূরণ  
হয় যেন শেষ প্রশ্ন।

## উপন্যাস : শরৎচন্দ্র

১. সূত্র :- বামুনের মেয়ে অরক্ষণীয়া পরিণীতা দক্ষ দত্তাকে বিরাজ বৌ করে ঘরে নিয়ে আসে দেবদাস। ঘরে নিয়ে আসলে শ্রীকান্ডের সাথে দত্তার দেনাপাওনা নিয়ে ঝগড়া হয়। তাই বড়দিদি পলনী সমাজের পন্ডিত মশাই এর কাছে বিচার দেয় সে চরিত্রহীন। বিচারে দুটি অস্বাভাবিক প্রশ্ন করা হয় (১) তাদের শেষের পরিচয় কোথায় হয় (২) শেষ প্রশ্ন কি ছিল কথা শেষ হবার পূর্বেই বিপ্রদাস পথের দাবী নিয়ে আসে। তখন পন্ডিত মশাই বলেন বৈকুণ্ঠের উইল সই করলে এই গৃহদাহ থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে।
২. উপন্যাসঃ বড়দিদি ও মেজদিদি অরক্ষণীয়াকে নিয়ে বিরাজ বৌয়ের কাছে গেল। সেখানে দেবদাস, বিপ্রদাস ও শ্রীকান্ড ছিল। তারা সবাই এই পরিণীতা বামুনের ময়ের চরিত্রহীন স্বামীকে পলনী সমাজের সামনে শেষ প্রশ্ন করতে চাইলো। কিন্তু বিন্দুর ছেলে এই রামের সুমতি হলো না, সে শেষের পরিচয়ে ও গৃহদাহ করলো।
৩. উপন্যাস :- বৈকুণ্ঠের উইলে চরিত্রহীন চন্দ্রনাথ, শ্রীকান্ড, দেবদাস, বিপ্রদাস ও শুভাদার সঙ্গে শেষের পরিচয়ে বিরাজ বৌ-এর দেনাপাওনার শেষ প্রশ্নে পলনীসমাজের নববিধানে পথের দাবীতে দত্তা নিষ্কৃতি পেল।

# বাংলা সাহিত্য

৪. চরিত্রহীন দেবদাস ও বিপ্রদাসের সাথে চন্দ্রনাথের বড়দিদি ও মেজদিদি অন্য রকম দেনাপাওনার সম্পর্ক থাকায় পল-সমাজ তাদের গৃহদাহ করলো। শ্রীকান্ড ও শুভদা তাদের শেষের পরিচয় পেয়ে পথের দাবী তুলে শেষ প্রশ্ন করলো। ফলে নব বিধানে নিষ্কৃতি মিললো এবং দত্তা বৈষ্ণবের উইল করিয়া বিরাজ বৌকে পরিণীতা হিসেবে গ্রহণ করল।

উপন্যাস - শরৎচন্দ্র : বামুনের মেয়ে, অরক্ষণীয়া, পরিণীতা, দত্তা, চরিত্রহীন, দেবদাস, দেনা-পাওনা, শ্রীকান্ড, বড় দিদি, পল-সমাজ পণ্ডিত মশাই, শেষের পরিচয়, শেষ প্রশ্ন, গৃহদাহ।

## গল্পগ্রন্থ : শরৎচন্দ্র

১. সূত্র : বিন্দুর ছেলের নাম ছবি এবং স্বামীর নাম কাশীনাথ। তারা মেজদিদির কাছে রামের সুমতির গল্প শোনে।

২. গল্প: বিলাসীর মেজদিদি বিন্দু দুই ছেলে মহেশ ও পরেশ আর এক মেয়ে সতী, মন্দিরের জমি নিয়ে মামলার ফলে তারা আজ কপর্দকশূন্য।

৩. ছোটগল্প :- রামের সুমতি ছবিতে একদশী বৈরাগী সতী বিলাসী মহেশকে নিয়ে স্বামী পরেশের সঙ্গে মামলার ফল পেয়ে বড়দিদি মেজদিদি ও পণ্ডিত মশায়ের অনুরোধে অভাগীর স্বর্গ কশীনাথ মন্দিরে গেলে।

৪. প্রবন্ধ: তরুণেরা বিদ্রোহ করলো স্বদেশ ও সাহিত্যের বিরুদ্ধে নারীর মূল্য বোঝাতে।

বিরাজবৌ বিন্দুর ছেলে শুভদাকে শেষের পরিচয়ে দত্তা নিল। বড় দিদি, মেজদিদি- শেষ প্রশ্নে দেবদাসকে চরিত্রহীন বলে পল-সমাজ থেকে বের করে দিল। পণ্ডিতমশাই, গৃহদাহ করে পথের দাবী দেনাপাওনা থেকে নিষ্কৃতি নিয়ে শ্রীকান্ডকে বৈষ্ণবের উইল নিল।

গল্প: ছবি, বিলাসী, পরেশ, সতী, মহেশ, মন্দির, মামলার ফল, বিন্দুর ছেলে, মেজদিদি  
গল্পগ্রন্থ-শরৎচন্দ্র : বিন্দুর ছেলে, ছবি, কাশীনাথ, মেজদিদি, রামের সুমতি।

## রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

### লেখক পরিচিতি

১. জন্ম : উনিশ শতকে কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবার ভারতীয় উপমহাদেশের সংস্কৃতির কেন্দ্রবিন্দু ছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই পরিবারেই বাংলা ১২৬৮ সালের ২৫ বৈশাখ (১৮৬১ খ্রিস্টাব্দের ৭ মে) জন্ম গ্রহণ করেন।

২. বংশ পরিচয়: জগদ্বিখ্যাত এ কবির পিতার নাম মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও পিতামহ প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর।

৩. শিক্ষাগত জীবন : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিদ্যালয়ের কোন আনুষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত নন ছোটবেলা থেকেই তিনি লেখাপড়ায় অমনোযোগী ছিলেন। অথচ জ্ঞানের বিচিত্রপথে তাঁর পদচারণা এক মহাবিস্ময়ের বিষয়। তিনি ছিলেন একাধারে যুগস্রষ্টা কবি, গীতিকবি, ঔপন্যাসিক, ছোটগল্পকার, প্রাবন্ধিক, দার্শনিক, নাট্যকার, চিত্র শিল্পী, গীতিকার, সুরকার এবং নৃত্য পরিকল্পনাকারী। তবে ১৮৬৮ সালে তাঁকে পারিবারিক নর্মাল স্কুলে ভর্তি করা হয়েছিল। কিন্তু তিনি অল্পকালেই বিদ্যালয় ত্যাগ করেন। তখন ঠাকুর পরিবারের নিয়ম অনুযায়ী স্বগৃহেই শিক্ষাজীবন শুরু করেন। ১৮৭৮ সালে তাঁর পিতা তাঁকে বিলাত পাঠান ব্যারিস্টারি পড়ার জন্য, কিন্তু অভিভাবকদের এ প্রচেষ্টাও শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়।

৪. সাহিত্য প্রতিভা: রবীন্দ্রনাথ যেন ভারত আত্মার মূর্ত প্রতীক। শিশুকাল থেকেই তার সাহিত্য প্রতিভার বিকাশ ঘটতে থাকে। রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ ‘বনফুল’। এটি তাঁর পনের বছর বয়সের রচনা। ১৮৮৩ সালে তাঁর লেখা ‘প্রভাত সংগীত’ রচিত হবার পর থেকেই অমিয় ধারায় ও বিচিত্র গতিপথে

# বাংলা সাহিত্য

তাঁর একের পর এক গল্প, কবিতা, গান, নাটক, উপন্যাস প্রকাশিত হতে থাকে। গীতাঞ্জলির ইংরেজি ভাবানুবাদ ১৯১৩ সালে তাঁর জন্য এনে দেয় ‘নোবেল পুরস্কার’। এই নোবেল পুরস্কার শুধু রবীন্দ্রনাথেরই কাব্য স্বীকৃতি নয়, বরং বিশ্ব সাহিত্য সভায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের আসনও সেই সঙ্গে পাকাপোক্তভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

❧ কর্মযোগী রবীন্দ্রনাথ: রবীন্দ্রনাথ শুধু বড় সাহিত্য সাধক ও শিল্প স্রষ্টাই নন। মানব কলাগে তাঁর অবদান কোন সমাজসেবীর চেয়ে কম নয়। বাস্‌ড় জীবনের দুঃখ-কষ্ট বিজড়িত নিয়ত সংগ্রামশীল মানব জাতির জন্য কবির গভীর ভালবাসা যেমন তাঁর লেখায় প্রকাশমান, তেমনি তিনি এদের কল্যাণের জন্যও কম প্রচেষ্টা করেননি। যেমন –

“ অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু  
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ উজ্জ্বল পরমায়ু। ”

দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটার জন্য তিনি নিরন্তর চেষ্টা চালিয়েছেন। ১৯২১ সালে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে তিনি এক অমর কীর্তি রেখে যান।

❧ মৃত্যু: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ২২ শ্রাবণ ১৩৪৮ সালে (৭ আগস্ট, ১৯৪১) কলকাতায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

## রচনাবলী

কাব্য: বনফুল, কবি কাহিনী, শৈশব সঙ্গীত, সন্ধ্যা সঙ্গীত, কড়ি ও কোমল, মানসী, সোনার তরী, চিত্রা, চৈতালী, কণিকা, কথা ও কাহিনী, কল্পনা, ক্ষণিকা, নৈবেদ্য, স্মরণ, শিশু, উৎসর্গ, খেয়া, গীতাঞ্জলি, দীপিকাব্য, গীতালী, বলাকা, পলাতকা, পূরবী, লেখক, মল্লয়া, বনবাণী, পরিশেষ, পুনশ্চ, শেষসপ্তক, পত্রপুট, শ্যালী, বীথিকা, ছড়ার ছবি, প্রান্দি ক, সেজুতি, নবজাতক, সানাই, রোগশয্যায়, জন্মদিনে, আরোগ্য, শেষ লেখা ইত্যাদি।

নাটক ও গীতিনাট্য: বাল্মীকি-প্রতিভা, কাল মৃগয়া, প্রকৃতির প্রতিশোধ, মায়ার খেলা, রাজা ও রাণী, তপতী, চিত্রাঙ্গদা, বিদায়-অভিশাপ, মালিনী, বিনি পয়সার ভোজ, নতুন অবতার ব্যঙ্গকৌতুক, গোড়ায় গলদ, বৈকুণ্ঠের খাতা, চিরকুমার সভা, শরদোৎসব, ফালগুণী, বসন্ত, শেষবর্ষণ, মুকুট, প্রায়শ্চিত্ত, গুরু, অনুপ রতন, অচলায়তন, কালের যাত্রা, ডাকঘর, মুক্তধারা, বাঁশরী, চশালিকা, তাসের দেশ শ্যামা ইত্যাদি।

প্রবন্ধ সাহিত্য: বিচিত্র প্রবন্ধ, পঞ্চভূত সাহিত্য, প্রাচীন সাহিত্য, ধর্ম, শাস্ত্রনিকেতন, কালান্ধ্র, সভ্যতার সংকট, লিপিকা, আত্মশক্তি, সঞ্চয়, সাহিত্যের পথে, সাহিত্যের স্বরূপ ইত্যাদি।

উপন্যাস ও বড়গল্প: বোঁঠাকুরাণীর হাট, চোখের বালি, নৌকাডুবি, রাজটিকা, ঘরে-বাইরে, চতুরঙ্গ, গোরা, শেষের কবিতা, যোগাযোগ, দুইবোন, মুকুট, ভিখারী চার অধ্যায়।

ছোট গল্প: গল্পগুচ্ছ (চার খণ্ড), গল্পসল্প, সে।

ভাষা ও ছন্দ : বাংলা ভাষা পরিচয়ঃ শব্দতত্ত্ব, ছন্দ।

বিজ্ঞান : বিশ্বপরিচয়।

# বাংলা সাহিত্য

ভ্রমণ-কাহিনী : পশ্চিম যাত্রীর ডায়েরী, ইউরোপ প্রবাসীর পত্র, জাপানযাত্রী, জাভাযাত্রীর পত্র।

পত্র সাহিত্য : ছিন্নপত্র, ছিন্নপত্রাবলী; চিঠিপত্র, জাপান যাত্রীর পত্র; ইউরোপ প্রবাসীর পত্র।

জীবনী : চরিত্রপূজা; মহাত্মা গান্ধী খ্রিষ্ট।

আত্মজীবনী : ছেলেবেলা, আত্মপরিচয়, জীবনস্মৃতি ইত্যাদি।

## ছন্দে ছন্দে রবীন্দ্র রচনাবলী

“ চিত্রার কল্পনায় সোনার তরী  
ঘরে বাইরে (সব) যোগাযোগ (ছাড়ি)  
শেষের কবিতা পুনশ্চ (পড়ি)  
গল্পগুচ্ছ (পড়া দিয়াছি ছাড়ি)।  
মানসীর (চোখে পড়িয়াছে কালি)।  
বিচিত্র প্রবন্ধ (আর) বলাকাও (যেন) চোখের বালি  
ক্ষণিকার বিসর্জন রক্তকরবীর (ডালি)  
গোরা (হলে ও বাবা তার) ডাকঘর (এর আরদালি)।

## উপন্যাস : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১. গোরা ও চতুরঙ্গ দুইবোন শেষের কবিতা উপন্যাস লিখে যোগাযোগের জন্য ঘরে বাইরে পাঠিয়ে দেয়। তাদের সাহায্যের জন্য রাজর্ষি ও মালঞ্চ বৌ-ঠাকুরানির হাটে যায়। পথে নৌকাডুবি হয় ও তাদের চোখে বালি ঢোকে।
২. গোরা আর মালঞ্চ যোগাযোগ করে লাইব্রেরি থেকে কর্ণা করে চোখেরবালি বইটি এনেছিল। কিন্তু ঘরে বাইরে বসে পড়েও চার অধ্যায় শেষ করতে পারে নি। কারণ এ দুই বোন শেষের কবিতার মতো না।
৩. ঘরে বাইরে বউ ঠাকুরানীর হাটে শেষের কবিতা শুনতে গিয়ে গোরা রাজর্ষির চোখের বালি কর্ণা ও চতুরঙ্গ দুইবোন যোগাযোগের জন্য নৌকাডুবিতে মারা গেল।

উপন্যাস-রবীন্দ্রনাথ : গোরা, চতুরঙ্গ, দুই বোন, শেষের কবিতা, যোগাযোগ, ঘরে বাইরে, রাজর্ষি, মালঞ্চ, বৌঠাকুরানীর হাট, চার অধ্যায়, নৌকাডুবি, চোখের বালি।

## কাব্য : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১. নবজাতকের নাম নৈবেদ্য। জন্মের পর থেকে অসুস্থ তাই সে রোগশয্যায়। এক সময় সে আরোগ্য লাভ করে। তার জন্মদিনে (কণিকা, ক্ষণিকা, চিত্রা, চৈতালী, মানসী, স্বেচ্ছা, সঞ্চয়িতা) হিন্দুমেলায় গিয়ে মিষ্টি বতরণ করে। উপহার

# বাংলা সাহিত্য

হিসাবে বনফুল উৎসর্গ করে। পরে বলাকা সিনেমাহলে ছবি ও গান দেখতে যায় যার জন্য প্রয়োজন কড়ি ও কমল। সেখানে সন্ধ্যা প্রদীপ সিনামা দেখে। নায়কের নাম আকাশ প্রদীপ ও নায়িকার নাম মছয়া শেষে শ্যামলী পরিবহনে সানাই বাজাতে বাজাতে খেয়া পার করে সোনার তরীতে।

২. স্মরণে যে কাহিনী শেষ লেখাটি ছিল পুররীর চৈতালি মছয়া দিন। সোনার তরীর খেয়াতে ছিল চিত্রা আর কল্পনা, প্রভাতসঙ্গীতে মানসী বলাকার উৎসর্গে গেয়েছিল গীতাঞ্জলীর গান। কিন্তু সঁজুতি আর পুররীর তা শোনে নি। তাই সে ক্ষণিকা, করি ও কোমলের মতো পুনশ্চ শুনতে লাগলো।
৩. গীতাঞ্জলি কাব্যের জন্য নোবেল বিজয়ী রবীন্দ্রনাথ প্রথম কাব্য গ্রন্থ বনফুল (১৮৭৬) লিখে জন্মদিন-এ, মানসী, মছয়া, শ্যামলী ও বলাকা কে নিয়ে সোনার তরীতে চিত্রা নদীর খেয়া পার হয়ে ক্ষণিকা যেয়ে আকাশ প্রদীপ জেলে সন্ধ্যা সঙ্গীত গাইতেন। ছড়ার ছবি আঁকতেন এবং পুনশ্চ, নৈবদ্য, পত্র পুট, কল্পনা করে ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলীতে শেষ লেখা লেখন করে পূরবী কে উৎসর্গ করার পর চৈতালী মাসে বিচিত্রা সানাই সুরে প্রভাত সংগীত গেয়ে গল্পসল্প করতেন।
৪. পূরবী মানসী মছয়ার বান্ধবী চিত্রা চিত্রাবলীর নবজাতকের পুনশ্চয় জন্মদিনে ভানুসিংহ ঠাকুরের প্রথম কাব্য বনফুল ও গীতাঞ্জলির শেষ লেখার লেখন প্রভাত সঙ্গীত সন্ধ্যার বিচিত্রিতা সানায়ে খেয়ার সোনার তরী বলাকায় ছড়ার ছবির মত ক্ষণিক গল্পে গল্পে শ্যামলীমায় উৎসর্গ হয়ে গেল।

কাব্য - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : নবজাতক, নৈবদ্য, রোগশয্যায়, আরোগ্য, কণিকা, ক্ষণিকা, চিত্রা, চৈতালী, মানসী, সঁজুতি, সঞ্চয়িতা, হিন্দু মেলার উপহার, বনফুল, বলাকা, ছবি ও গান, কড়ি ও কোমল, সন্ধ্যা প্রদীপ, আকাশ প্রদীপ, মছয়া, শ্যামলী, সানাই, খেয়া, সোনার তরী, প্রভাত সঙ্গীত, মানসী, পূরবী, মায়ার খেলা, কল্পনা, পলাতকা, ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী, শেষ লেখা, শেষ সপ্তক, গীতাঞ্জলী, গীতালী, সন্ধ্যা, পুনশ্চ।

## নাটক-১ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১. শ্যামা ও চন্ডালিকা দুই বান্ধবী তারা অপর বান্ধবী সতী ফাল্লুনীকে নটীর পূজা দেয়।

২. রক্তকরবীকে বিসর্জন দিয়ে মুক্তধারার রাজা অচলায়তনে চিরকুমার সভা ডাকলেন। প্রায়চিত্তের ডাকঘরে জমলো শারদোৎসবের বসন্তু কিন্তু তাসের দেশের চিত্রাঙ্গদা বৈকুণ্ঠের খাতার মতো চন্ডালিকা আর অবহেলিত।

৩. নাটক :- কালের যাত্রায় মুক্তধারার রাজা ও রানী ডাকঘরের সামনে চিরকুমার সভা ডেকে চিত্রাঙ্গদা চন্ডালিকা, শ্যামা তাপসী ও মালিনীকে বললেন তাসের দেশের মুকুট রাজ বৈকুণ্ঠের খাতায় অরুপরতন ও অচলায়তন বিসর্জন রক্তকরবী সংগ্রহ করতে।

৪. তাসের দেশের মুকুট রাজা ডাকঘরের পাশে রক্তকরবী গাছের নীচে বসন্তু এই চিরকুমার সভার মুক্তধারার আলোচনায় তাপসীর অরুপরতন চেহারা কালের যাত্রায় অচলায়তন হওয়ায় তাকে বিসর্জনে গিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে এটা কোন ধরণের মায়ার খেলা।

নাটক - ১: রবীন্দ্র : শ্যামা, চন্ডালিকা, সতী, ফাল্লুনী, নটীর, পূজা।

## নাটক-২ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নাটক-২: রবীন্দ্রনাথ : তাসের দেশের রাজা অচলায়তন। তারা দুইভাই চিত্রাঙ্গদা ও রক্তকরবী। তারা ডাকঘরে বসে সভা করে। সভার নাম চির কুমার সভা। এই সভার সভাপতি মালিনীকে বিয়ে করে রাণী করে। এটা দেখে অপর দুই ভাই সভা বিসর্জন দিয়ে বিদায় নেয়। তারা বলে অভিষাপ দেয় - শয়তান তোর শেষ রক্ষা হবে না। আর তুই যে কাহিনী করেছিস তার প্রায়শ্চিত্ত নাই। প্রকৃতি প্রতিশোধ নেবেই।

নাটক-২: রবীন্দ্রনাথ : তাসের দেশ, রাজা, অচলায়তন, চিত্রাঙ্গদা, রক্তকরবী, ডাকঘর, চিরকুমার সভা, মালিনী, রাণী, বিসর্জন, বিদায় অভিষাপ, শেষ রক্ষা, প্রায়শ্চিত্ত, প্রকৃতির প্রতিশোধ, বৈকুণ্ঠের খাতা, গোড়ায় গলদ, মুক্তধারা, বাল্মীকি, প্রতিভা, মায়ার খেলা, নরক বাস, কালের যাত্রা, শারদোৎসব।

# বাংলা সাহিত্য

প্রবন্ধ - রবীন্দ্রনাথ : সভ্যতার সংকট, কালান্দোল, আত্মশক্তি, মানুষের ধর্ম, বাংলা ভাষা পরিচয়, স্বদেশ।

ভ্রমণ কাহিনী : রাশিয়ার চিঠি, ইউরোপ প্রবাসীর পত্র, জাপান যাত্রী পারস্য।

আত্মজীবনী : ছেলেবেলা, চরিত্রপূজা।

গানের সংকলন : গীতবিতান।

## গল্প: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ছোট গল্প: পোস্টমাস্টার কাবুলিওয়ালা দেনা পাওনার কর্মফলে হৈমন্তিদির দিদির পত্র রক্ষা করতে পারল না।

ছোট গল্প :- পনরক্ষ, হৈমন্তিদি দিদি ছুটির দিনে মেঘ ও রৌদ্র মাথায় নিয়ে ক্ষুধিত পাষান ও জীবিত ও মৃত সার কঙ্কাল অবস্থায় কাবুলিওয়ালা পোস্টমাস্টারের ডাকে মনিহার ও গুণ্ডধনের সন্ধানে দেনাপাওনা ও কর্মফলের ব্যবধান চোকাতে নিশীথে রওয়ানা দিলেন। খোকা বাবুর প্রত্যাবর্তন -এ হালদার গোষ্ঠী তিন সঙ্গির শাস্তি নামঞ্জুর করলেন।

প্রেমের গল্প: দূর আশায় দৃষ্টিদান করে ল্যাবরেটরীর অধ্যাপক তার নষ্টনীড় জীবনের শেষের রাত্রির শেষ কথার সমাপ্তি টেনে জ্বীর কাছে পত্র লেখেন।

ছোট গল্প (প্রেমের) :- ল্যাবরেটরীর অধ্যাপক জ্বীর পত্র এর শেষ কথামত প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে এক রাত্রি নষ্টনীড় থেকে মধ্যবর্তিনী দুরাশা গল্প সমাপ্তিকে উদ্ধার করে পাত্র-পাত্রীর দৃষ্টিদানের পর শেষের মাল্যদান দিলেন।

প্রবন্ধ: কালান্দোলের পঞ্চভূতে এখন মানুষের ধর্ম। তাই সভ্যতার সংকট পড়েছে স্বদেশ সাহিত্যে। এ এক বিচিত্র প্রবন্ধ।

প্রবন্ধ :- কালান্দোল -এ ভারতবর্ষে রাজা প্রজা আত্মশক্তি পরিচয়ে জানল স্বদেশ এ সভ্যতার সংকট হয়েছে ফলে রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন সাহিত্য, লোক সাহিত্য ও আধুনিক সাহিত্য সাহিত্যের পথে সাহিত্যের স্বরূপ শব্দতত্ত্ব ছন্দ ও বাংলা ভাষার পরিচয় নামে প্রবন্ধ লিখেছেন।

## রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সোনার তরীতে খেয়া না পেয়ে পূর্বী মল্লয়াকে ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী উৎসর্গ করেছে। চিত্রা চৈতালীতে ক্ষণিকা বিথীকাও শ্যামলীর সাথে কড়ি ও কোমল নিয়ে খেলা করে, বিচিত্রতা কথ, কাহিনী, ছড়া বলে; মানসী বলাকা, পত্রপুটে গীতালি, গীতিমালা, গীতাঞ্জলি শোনায়।

রোগশয্যায় শেষ সপ্তকে পৌছেছি; নৈবেদ্য, সানাই, সঁজুতি, বিংবা আকাশ প্রদীপ সবই খাপছাড়া। পুনশ্চ, এটাই শেষ লেখা।

নাটক: কালের যাত্রায় ডাকঘর অচলায়তন, রক্তকরবীর মুক্তধারায় রাজা প্রায়শ্চিত্ত করে।

উপন্যাস: বৌঠাকুরানীর হাটে চোখের বালিতে নৌকাডুবে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। গোরা, মালঞ্চ দুই বোন ঘরে বাইরে চতুরঙ্গ রাজর্ষিকো শেষের কবিতার চার অধ্যায় পড়ে শোনায়।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম :-

উক কাছোনা :- উপন্যাস, কবিতা, কাব্য, ছোটগল্প, নাটক

কহিব ভিন্ন :- করুণা, হিন্দুমেলায় উপহার, বউ ঠাকুরানীর হাট, ভিখারিনী, রত্নচন্দ্র।

## মীর মশারফ হোসেন

# বাংলা সাহিত্য

## লেখক পরিচিতি

জন্ম: মীর মশাররফ হোসেন ১৮৪৭ খ্রিষ্টাব্দে ১৩ নভেম্বর কুষ্টিয়া জেলার লাহিনীপাড়া গ্রামে এক মীর পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: তিনি প্রথমে কুষ্টিয়া, পরে ফরিদপুরের পদমদী ও শেষে কৃষ্ণনগরের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করেন।

পেশা : জীবনের অধিকাংশ সময় ব্যয় করেন ফরিদপুর নবাব এস্টেটে চাকরী করে।

সাহিত্য সাধনা : ঊনবিংশ শতাব্দীর সপ্তম দশকের দিকে বাংলা-সাহিত্যের পরিণত যুগেই এ যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মুসলমান সাহিত্যিক মীর মশাররফ হোসেন সাহিত্যের আসরে প্রবেশ করেন।

বাংলার মুসলমান সমাজের দীর্ঘ অর্ধ শতকের জড়তা জয় করে আধুনিক ধারা ও রীতিতে সাহিত্য চর্চার গুরু হয় তাঁর সৃষ্টি কর্মের মাধ্যমে। মীর মশাররফ হোসেন তার বহুমুখী প্রতিভার মাধ্যমে উপন্যাস, নাটক, প্রহসন, কাব্য ও প্রবন্ধ রচনা করে আধুনিক যুগে মুসলিম রচিত বাংলা সাহিত্যে সমৃদ্ধ ধারার প্রবর্তন করেন। সাহিত্যরস সমৃদ্ধ গ্রন্থ রচনায় তিনি বিশেষ কৃতিত্ব দেখান। কারবালার বিষাদময় ঘটনা নিয়ে লেখা সুবৃহৎ উপন্যাস বিষাদ সিন্ধু তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা।

মৃত্যু : মীর মশাররফ হোসেন ১৯১২ সালে পরলোকগমন করেন।

## রচনাবলী

মীর মশাররফ হোসেন বাংলা সাহিত্যের নানা শাখাকে সমৃদ্ধ করে গেছেন। উপন্যাস, নাটক, কাব্য, প্রবন্ধ সব ক্ষেত্রেই ছিল তাঁর অবাদ বিচরণ। তাঁর রচনাসামগ্রীর একটা তালিকা নিম্নে দেয়া হলো :

❖ ঐতিহাসিক আখ্যানঃ বিষাদ সিন্ধু।

❖ উপন্যাসঃ রত্নাবতী, উদাসীন পথিকের মনের কথা, গাজী মিয়াব বসুন্ধরী, রাজিয়া খাতুন, তাহমিনা, বাঁধা খাতা, নিয়তি কি অবনতি।

❖ নাটকঃ বসুন্ধরুমারী, জমিদার দর্পণ, বেহুলা গীতাভিনয়।

❖ প্রহসনঃ এর উপায় কি? ভাই ভাই এই তো চাই, ফাঁস, কাগজ, একি ?

❖ কাব্যঃ গোরাই ব্রীজ, মুসলমানের বাল্যশিক্ষা-১ম ও ২য় ভাগ, বিধি খোদেজার বিবাহ, হযরত ওমরের ধর্মজীবন লাভ, মোসলেম বীরত্ব, বাজীমাৎ, খোতবা, ঈদুল ফিতর, পঞ্চনারী, প্রেম পারিজাত, মৌলুদ শরীফ।

❖ প্রবন্ধঃ গো-জীবন, হযরত বেলালের জীবনী, আমার জীবনী, বিধি কুলসুম বা আমার জীবনীর জীবনী, এসলামের জয়, হযরত ইউসুফ।

❖ গানঃ সংগীত লহরী, বেহুলা।

❖ মোট গ্রন্থঃ এ যাবৎ মীর মশাররফ হোসেনর আটত্রিশখানা গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গেছে।

## ছন্দে ছন্দে মীর মশাররফ রচনাবলী

### উপন্যাস

ইসলামের হবে জয় গাজী মিয়াব নাই ভয়  
উদাসীন রতনের মনের কথা বসুন্ধরপচাই (রয়)।

### কাব্য

হৃদয় পরিজাত প্রেম থেকে



# বাংলা সাহিত্য

গোরাই ব্রীজ এলাম দেখে  
মদীনার গৌরবে অংশীদার হতে।

নাটক ও প্রহসন

বসন্ডে (আক্রান্ড) জমিদার  
দর্পণে (চায় তাহার) কুমার  
এর উপায় কি (কিবা প্রতিকার)।

প্রবন্ধ

আমার জীবনী আমি নাহি জানি  
বিবি কুলসুম লিখিতে গিয়া  
লিখিল গো-জীবনী।  
আমার জীবনের জীবনী অতীব সঞ্জীবনী।

উপন্যাস : মীর মশারফ হোসেন

১. গাজী মিয়া'র বন্ডি'তে বাস করা মেয়ে রত্নাবতী উদাসীন পথিকের মনের কথা না জেনে তাকে ভালোবাসে। তার এ ভুল ভাঙে যখন পথিক রাজিয়া খাতুনকে বউ করে করে নিয়ে আসে। তাই সে প্রেমের বাঁধা খাতা পুড়িয়ে দিয়ে বিষাদ সিন্ধুতে ঝাঁপ দেয়।
২. উদাসীন পথিকের মনের কথা গাজী মিয়া'র বন্ডি'র মতো, যেন এক বিষাদ সিন্ধু।
৩. গাজী মিয়া'র বন্ডি'র, প্রথম উপন্যাস রত্নাবতী তে রাজিয়া খাতুনের বাঁধা খাতায় নিয়তির কি অবনতি উদাসীন পথিকের মনের কথা বিষাদ সিন্ধু পড়লে বুঝা যায়।
৪. “গাজী মিয়া'র বন্ডি'তে বাস করা মেয়ে রত্নাবতী উদাসীন পথিকের মনের কথা বা গেলে তাকে ভালবাসে। তার এই সপ্ন ভাঙে যখন পথিক রাজিয়া খাতুনকে বউ করে করে নিয়ে আসে। তাই সে প্রেমের বাঁধা খাতা পুড়িয়ে বিষাদসিন্ধুতে ঝাঁপ দেয়।
৫. রাজিয়া খাতুন রত্নাবতীর বিষাদ সিন্ধুর লিখিত বাধাখাতা গাজী মিয়া'র বন্ডি'তে উপস্থাপন করলেন, আসলে এটা কি উদাসীন পথিকের মনের কথা নাকি নিয়তি কি অবনতি।
৬. মশাররফ হোসেনের রত্নাবতী গাজী মিয়া'র বন্ডি'র নিয়ে বিষাদ সিন্ধুতে গেল এটা উদাসীন পথিকের মনের কথা।

উপন্যাস-মীর মশারফ হোসেন : গাজী মিয়া'র বন্ডি', রত্নাবতী, উদাসীন পথিকের মনের কথা, রাজিয়া খাতুন, বাঁধা খাতা, বিষাদ সিন্ধু।

অজীবনী: কুলসুম জীবনী ই হলো আমার জীবনী।

গল্প: অপূর্ব ক্ষমা।

প্রহসনঃ ১. ভাইয়ে ভাইয়ে ফাঁস কাগজে একি করল? এর উপায় কি?

প্রহসন : ২. ‘এর উপায় কি, ভাই ভাই এইতো চাই’ এ প্রহসন দুটি মীর মশাররফ হোসেন লিখেছেন।

নাটকঃ বেটা বসন্ড জমিদার

বে- বেহুলা গীতাভিনয়

টা- টালা অভিনয়

বসন্ড- বসন্ড কুমারী

জমিদার- জমিদার দর্পণ

নাটক :- বসন্ডকুমারী রাজা জমিদার দর্পনের নিকট বেহুলার সাথে গীতাভিনয় করলেন।

# বাংলা সাহিত্য

কাব্যগ্রন্থ :- গোরাই ব্রীজের মোসলেম বীরত্ব পঞ্চনারী সঙ্গীত লহরীর কাব্যের কথা মীর মশাররফ ভাল করেই জানতেন।

## নাটক : দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

সূত্র : বঙ্গনারী নূর জাহান আনন্দ বিদায়ের সাজাহানকে বিয়ে করায় তাদের একঘরে করে রাখা হয়। এ কথা শুনে সিংহলের রাজা প্রতাপ সিংহের মেয়ে দুর্গাদাস তাদের সেনাপতি চন্দ্রগুপ্তকে পাঠায় কঙ্কি অবতারের কাছে। তাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত পূর্ণর্জুনোও সম্ভব নয়।

নাটক - দ্বিজেন্দ্রলাল রায় : বঙ্গনারী, নূরজাহান, আনন্দ বিদায়, সাজাহান, একঘরে, সিংহলের রাজা, প্রতাপ সিংহ, দুর্গাদাস, চন্দ্রগুপ্ত, সেনাপতি, কঙ্কিবতার, প্রায়শ্চিত্ত, পূর্ণজন্ম।

নাটক: ক-সি সাবনুর প্রায় এক ঘরে জন্ম নিলে প্রতাপ চন্দ্র দাসের আনন্দের পতন ঘটে

ক- কঙ্কি অবতার

সি- সিংহল বিজয়

সাবনুর- বঙ্গনারী

সা- সাজাহান

নূর- নূরজাহান

প্রায়- প্রায়শ্চিত্ত

জন্ম- পূর্ণজন্ম

প্রতাপ- প্রতাপ সিংহ

চন্দ্র- চন্দ্রগুপ্ত

দাস- দুর্গাদাস

আনন্দ- আনন্দ বিদায়

## প্রমথ চৌধুরী

### লেখক পরিচিতি

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে একজন সংবেদনশীল, সচেতন লেখক হিসেবে প্রমথ চৌধুরীর অবদান অনস্বীকার্য। ফরাসি সাহিত্যের রসজ্ঞ হিসেবে তিনি ছিলেন স্বতন্ত্র রসিক ও মেজাজের অধিকারী। তাঁর সাহিত্যিক ছদ্মনাম ছিল ‘বীরবল’।

জন্ম : প্রমথ চৌধুরী ১৮৬৮ সালের ৭ আগস্ট যশোরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈত্রিক নিবাস ছিল পাবনা জেলার হরিপুর গ্রামে।

# বাংলা সাহিত্য

৯ শিক্ষা জীবন : প্রমথ চৌধুরীর সম্পূর্ণ শিক্ষা জীবন ছিল অসাধারণ কৃতিত্বপূর্ণ স্বাক্ষরে সমাকীর্ণ। তিনি ১৮৯০ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীতে এম.এ ডিগ্রী লাভ করেন। পরে তিনি ব্যারিস্টারি পড়ার জন্য বিলাত যান।

১০ কর্ম জীবন : প্রমথ চৌধুরীর বিলাত থেকে ফিরে এসে ব্যারিস্টারি পেশায় যোগদান না করে কিছুকাল ইংরেজি সাহিত্যে অধ্যাপনা শুরু করেন এবং সাহিত্য চর্চায় মনোনিবেশ করেন।

১১ সাহিত্য কর্ম : প্রমথ চৌধুরী তাঁর রচনাবলিতে কথ্য ভাষারীতির অভিনব প্রয়োগে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তাঁর গদ্যরীতিই ‘সবুজপত্র’ নামে বিখ্যাত সাহিত্যপত্র সম্পাদনার মাধ্যমে তাঁর অবদান সাহিত্যের ইতিহাসে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কৌতুক সৃষ্টিতে তাঁর বিশেষ ক্ষমতা ছিল, গল্পে সে নিদর্শন বিদ্যমান।

১২ মৃত্যু : প্রমথ চৌধুরী ১৯৪৬ সালের ২ সেপ্টেম্বর কলকাতায় পরলোক গমন করেন।

## রচনাবলী

সনেট পঞ্চাশৎ (১৯১৩), বীরবলের হালখাতা (১৯১৬), চার-ইয়ারী কথা (১৯১৬), পদ-চারণ (১৯১৯) ইত্যাদি প্রমথ চৌধুরীর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। এ ছাড়া তাঁর ‘গল্প সংগ্রহ’ প্রকাশিত হয় ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে। তাঁর মৃত্যুর পর বিশ্বভারতী থেকে দুই খণ্ডে তাঁর ‘প্রবন্ধ সংগ্রহ’ প্রকাশিত হয়েছে (১৯৫২-৫৩)।

### ছন্দে ছন্দে প্রমথ চৌধুরীর রচনাবলী

রায়তেরা বলে চার ইয়ারী কথা  
বীরবল প্রবন্ধ লেখে নামে হালখাতা  
তার পদচারণায় নীললোহিত হয় পথ  
সবুজ পত্রে আসে সনেট পঞ্চাশৎ।

### মনে রাখার সহজ উপায়

প্রবন্ধগ্রন্থ :- ১. আমাদের শিক্ষা সম্পর্কে বীরবলের হালখাতায় নানা কথা ও নানা চর্চা রয়েছে। এমনকি এতে তেল নুন লাকরী ও রায়তের কথাও রয়েছে।

২. বীরবলের হালখাতার নানা কথা শুনেও আমাদের শিক্ষা হলো না। ঘরে বাইরে থেকে তেল-নুন-লকড়ি নেয়ার পরেও বীরবলের টিপ্পনী, নানা চর্চা আর রায়তের কথায় প্রাচীন হিন্দুস্থানও লজ্জা পাবে।

গল্পগ্রন্থ :- ১. নীল লোহিত চার ইয়ারীর কথা শুনে আত্মহুতি নিষ্ক্ষেপ করলেন।

২. সে কালের গল্প আর কি বলব, নীল লোহিতের আদি প্রেম-ই ট্রাজেডির সূত্রপাত, দুই না এক-না চার ইয়ারীর কথাই সপ্তক আত্মতির অনুকথা। গোষালের ত্রিকথার এক গল্প সংগ্রহ।

# বাংলা সাহিত্য

## বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

### লেখক পরিচিতি

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য সাহিত্য সম্রাট হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। বাংলা সাহিত্যে অবদান রেখে তিনি অমর হয়েছেন।

✎ জন্মঃ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৮৩৮ খ্রিষ্টাব্দের ২৬ শে জুন পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগণা জেলার কাঁঠালপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

✎ বংশ পরিচয়ঃ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পিতার নাম যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বঙ্কিমচন্দ্র পিতার তৃতীয় পুত্র।

✎ শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ তিনি হুগলী মোহসীন কলেজ ও প্রেসিডেন্সী কলেজে শিক্ষা লাভ করেন এবং পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে স্নাতক ডিগ্রী লাভ করেন।

✎ পেশাঃ তিনি ১৮৫৭ সালে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর পদে যোগদান করেন। ১৮৭২ সালে বঙ্গদর্শন পত্রিকা প্রতিষ্ঠা ও সম্পাদনা করেন।

✎ সাহিত্য সাধনাঃ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পাঠ্যাবস্থায়ই সাহিত্যচর্চা শুরু করেন। তাঁর অসামান্য কৃতিত্ব প্রকাশ পেয়েছে পাশ্চাত্য ভাবাদর্শে বাংলা উপন্যাস রচনার পথিক্ত হিসেবে।

✎ পুরস্কার ও কৃতিত্বঃ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কর্তব্যনিষ্ঠা ও কর্মদক্ষতার পুরস্কার স্বরূপ ভারত সরকার কর্তৃক ‘রায় বাহাদুর’ এবং ‘সি.আই.ই উপাধিতে ভূষিত হন।

✎ মৃত্যুঃ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৮৯৪ সালের ৮ই এপ্রিল মৃত্যুবরণ করেন।

### রচনাবলী

উপন্যাসঃ দুর্গেশনন্দিনী (১৮৬৫), মৃণালিনী (১৮৬৯), কপালকুন্ডলা (১৮৬৬), বিষবৃক্ষ (১৮৭৩), ইন্দিরা (১৮৭৩), চন্দ্রশেখর (১৮৭৫), যুগলাঙ্গুরীয় (১৮৭৪), রাধারানী (১৮৭৫), সীতারাম (১৮৮৮)।

জীবনচরিতঃ রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরের জীবনী, মুচিরাম গুড়ের জীবন চরিত (১৮৮৪), কৃষ্ণ চরিত (১৮৭৯)।

গল্পঃ ললিতা, কমলাকান্দের দণ্ড (১৮৭৫)।

রহস্যমূলক গল্পঃ লোক রহস্য (১৮৭৪), বিজ্ঞান রহস্য (১৮৭৫)।

বিবিধ গ্রন্থঃ বিবিধ সমালোচনা, কবিতা পুস্তক, প্রবন্ধ পুস্তক, সাম্য (১৮৭৯), বিবিধ প্রবন্ধ (১ম খণ্ড) (১৮৭৯), ধর্মতত্ত্ব (১ম খণ্ড) (১৮৮৮), শ্রীমদ্ভগবদগীতা।

# বাংলা সাহিত্য

## ছন্দে ছন্দে বঙ্কিম রচনাবলী

ছন্দে ছন্দে বঙ্কিম রচনাবলি

উপন্যাস

চন্দ্রশেখরের (ছিল) রাজউইল কপালে  
সীতা দেবীর যুগ, বিষের মূন্ডালে  
রাধার আনন্দে ইন্দিরা রজনী ভোলে।

প্রবন্ধ

শোন শোন কৃষ্ণ লোক  
কমলার (জন্য করোনা শোক)

বঙ্কিমচন্দ্র :-

মনে রাখার সহজ উপায় -১

উপন্যাস :-১. আনন্দমঠের দেবী চৌধুরানী, রাধারানী, ইন্দিরা, সীতারামের রাজসিংহে যুগলাঙ্গুরীয় চন্দ্রশেখর রাজনীতে দুর্গেশনন্দিনীর বিষবৃক্ষটি কৃষ্ণকান্ডে উইলে কপালকুন্ডলা ও মৃণালিনীর মধ্যে ভাগাভাগি করলেন।

উপন্যাস:২. কৃষ্ণকান্ডে র উইলে লেখা ছিল আনন্দমঠ পাবে মৃণালিনী, দেবী চৌধুরাণী ও সীতারাম। কিন্তু কপালকুন্ডলা, রজনী, বিষবৃক্ষের মতো দুর্গেশনন্দিনী হয়ে রাজসিংহকে বললেন।

প্রবন্ধ :- ১.কমলাকান্ডে দণ্ডের মুচিরাম গুড়ের জীবন চরিত বঙ্গদেশের কৃষক, কৃষ্ণ চরিত্র বঙ্কিমের বিবিধ প্রবন্ধের বিজ্ঞান রহস্য ও লোক সহস্যের সাম্য খুঁজে পায় না।

প্রবন্ধ: ২.ধর্মতত্ত্বের অনুশীলন এখন কৃষ্ণচরিত্রের মতো লোকরহস্য। কমলাকান্ডে দণ্ডের বিবিধ সমালোচনা ও আর সাম্য মানে না।

মনে রাখার সহজ উপায় -২

রাজসিংহ, মৃণালিনী, দেবীচৌধুরানী ও সীতারামকে এক রজনীতে আনন্দমঠে বিষবৃক্ষের সামনে নিয়ে কৃষ্ণকান্ড ও সীতারামকে বললো তোরা দুর্গেশনন্দিনী ও কপালকুন্ডলাকে ভুলে যা।

উপন্যাস :- বঙ্কিম কমলাকান্ডে দণ্ডের সামনে সাম্য মানস সরোবরের লতায় বসে রাজমোহলের স্ত্রী দুর্গেশনন্দিনী কে দেখে আনন্দে গান গায় - কৃষ্ণ আইলা দেবীর কুঞ্জে চন্দ্র রাজা ইন্দিরা সীতার বিয়েতে শেখর রাজনিকা।

দেবী চৌধুরাণী ইন্দিরা সীতারামকে রজনীতে আনন্দমঠের বিষবৃক্ষের তলে যুগলাঙ্গুরীয় পরাইল। রাজসিংহ চন্দ্রশেখর রাধারাণী, দুর্গেশনন্দিনী ও কপাল কুন্ডলাকে কৃষ্ণকান্ডে উইল দেখাইল।

ডঃ মুহম্মদ শহীদুল-াহ

## লেখক পরিচিতি

জন্ম: ডঃ মুহম্মদ শহীদুল-াহ ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দের ১০ জুলাই পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগনা জেলার অন্ডার্ত বশিরহাট মহকুমাধীন হাড়ওয়ানা থানার পেয়ারা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

# বাংলা সাহিত্য

**১৯ বংশ পরিচয়:** কলকাতার পীর গোরা চাঁদের খাদেম রূপে বাদশাহী আমল থেকে বংশানুক্রমে ডঃ মুহম্মদ শহীদুল-াহর পূর্বপুরস্ফগণ বেশ কিছু ভূ-সম্পত্তি নিষ্কর ভোগ করে আসছিলেন। তাঁর পূর্বপুরস্ফগণের মধ্যে অনেকে আধ্যাত্মিক সাধনায় যথেষ্ট অগ্রসর হয়েছিলেন। ডঃ মুহম্মদ শহীদুল-াহ নিজেও ব্যক্তিগত জীবনে ফুরফুরার মরহুম মাওলানা আবু বকর সিদ্দিকী সাহেবের মুরীদ ছিলেন। তাঁর পিতার নাম মুনশী মফিজউদ্দীন আহমদ এবং মাতার নাম হুস্নেহা।

**১৯ শিক্ষাজীবন:** বাল্যকাল থেকেই উচ্চ শিক্ষার প্রতি ডঃ মুহম্মদ শহীদুল-াহর যথেষ্ট আগ্রহ ছিল। ১৯১০ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন সিটি কলেজ থেকে সংস্কৃতে সন্মানসহ বি.এ ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে ডঃ মুহম্মদ শহীদুল-াহ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এল ডিগ্রী লাভ করেন এবং প্যারিসের সোরবন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভাষাতত্ত্বে ডিপে-মা অর্জন করেন।

**১৯ কর্মজীবন:** বি.এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ডঃ মুহম্মদ শহীদুল-াহ কিছু দিন বশিরহাটে ওকালতি করেন। কিন্তু আইন ব্যবসা তাঁর ভালো না লাগায় ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দেই তিনি চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। তিনি ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ডঃ দীনেশ সেনের অধীনে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। অধ্যাপক ও অধ্যক্ষ হিসেবে তিনি দীর্ঘ ৩০ বছরেরও বেশি সময় ধরে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সেবা করে গেছেন। ১৯২৮ সালে তিনি প্যারিসের সোরবন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যথাক্রমে ডি.লিট এবং ডিপে-মা-ইন-ফনেটিক্স লাভ করেন। ১৯৫৪ সালের শেষভাগে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর বাংলা বিভাগীয় অধ্যক্ষ ও প্রফেসর পদ থেকে অবসর গ্রহণ করলেও ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত ফরাসি ভাষার খন্ডকালীন অধ্যাপক, ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত ইউনিভার্সিটি কোর্টের সদস্য এবং ১৯৬৩ সালে একাডেমিক কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন। তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগের অধ্যক্ষ হিসেবে কাজ করে এ বিভাগের যথেষ্ট উন্নতি করেন।

**১৯ কৃতিত্ব:** ডঃ মুহম্মদ শহীদুল-াহ ছিলেন প্রথম এশিয়াবাসী এবং প্রথম ভারতীয় মুসলমান, যিনি সোরবন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি.লিট উপাধি লাভ করেন। তদানীন্তন পাকিস্তান সরকার তাঁর অনন্যসাধারণ পাণ্ডিত্য ও অশেষ গুণের জন্য তাঁকে বিশেষ পুরস্কার আর সম্মানে ভূষিত করেছিলেন।

**১৯ অবদান:** বাংলা সাহিত্যে তাঁর অবদান অপরিমিত। তিনি ছিলেন একজন শক্তিমান চিন্তাশীল ও বিশ্লেষণধর্মী লেখক। ভাষা, ধ্বনিতত্ত্ব ও তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের ওপর লিখিত প্রবন্ধগুলো তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্যের পরিচয় বহন করে। ভাষার বিভিন্ন জটিল বিষয়ে তিনি ছিলেন অনুসন্ধান প্রিয় এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করে তিনি অনেক প্রতিষ্ঠিত ভাষা-বিজ্ঞানীর ধারণাকে ভ্রান্ত প্রমাণ করে গেছেন। ডঃ মুহম্মদ শহীদুল-াহ ছিলেন বহুভাষাবিদ। তিনি ১৮টি ভাষায় জ্ঞান অর্জন করেন। কিন্তু তাঁর লেখনীর ভাষা ছিল সহজ, সরল ও সাবলীল। নিরলস এই জ্ঞানতাপস ছিলেন একাধারে কবি, প্রাবন্ধিক, অনুবাদক, সমালোচক, সম্পাদক এবং সুরসিক ব্যক্তি। তিনি বাংলার প্রথম মুসলিম লেখক যিনি বাংলা ভাষায় প্রাথমিক ব্যাকরণ প্রকাশে সমর্থ হয়েছেন এবং নানা মৌলিক রচনায় তিনি তাঁর দক্ষতার পরিচয় রেখেছেন।

**১৯ মৃত্যু:** বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে এই জ্ঞানতাপস ১৯৬৯ সালের ১৩ জুলাই ৮৪ বছর বয়সে ঢাকায় পরলোক গমন করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হল প্রাঙ্গণে এই ভাষা পণ্ডিতকে সমাহিত করা হয়।

## রচনাবলী

**বাংলা ভাষা ও সাহিত্য:** ভাষা ও সাহিত্য, বাংলা সাহিত্যের কথা (১ম থেকে ৩য় খন্ড), বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত।

**সম্পাদিত গ্রন্থ:** পদ্মাবতী, বিদ্যাপতি শতক, বৌদ্ধ গান ও দোহা, স্কুল কলেজের অন্যান্য পাঠ্যগ্রন্থ।

**প্রবন্ধ সংকলন:** ইসলাম প্রসঙ্গ, কোরআন প্রসঙ্গ, শেষ নবীর সন্ধানে, নবী করিম হযরত মুহাম্মদ (সঃ) ইত্যাদি।

# বাংলা সাহিত্য

গল্প গ্রন্থ: রকমারি।

অনুবাদ: কোরআন শরীফ, দীওয়ান-হাফিজ, রু-বাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম, শিকওয়া, জওয়াব-ই শিকওয়া, বোখারী শরীফের অনুবাদ (আংশিক), মহানবী, সূরা ফাতেহার অনুবাদ ও তফসির এবং আলামতারা পর্যন্ত দশটি সূরার অনুবাদ, অমর কাব্য কাসিদাতুল (বুদঃ) এবং বাদ-সুবাদ আরবী কাব্য দুটির অনুবাদ ইত্যাদি।

জীবনী: ছোটদের রসুলুল-াহ, ইকবাল ইত্যাদি।

অভিধান সঙ্কলন: বাংলা ভাষার অভিধান, আঞ্চলিক ভাষার অভিধান ইত্যাদি।

ব্যাকরণ: বাংলা ব্যাকরণ।

সম্পাদিত পত্র-পত্রিকা: আগুর, শিশুদের জন্য বঙ্গভূমি, তকবীর, আল্ এসলাম ও চবধপব ইত্যাদি। এছাড়াও তাঁর গবেষণামূলক প্রবন্ধ, সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, শনিবারের চিঠি, আল-এসলাম, সওগাত, মাসিক মোহাম্মদী, মাহেনও প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় পরিব্যাপ্ত রয়েছে।

## ছন্দে ছন্দে শহীদুল-াহ রচনাবলী

বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত জানিতে পড়িলাম বাংলা সাহিত্যের কথা,  
বাংলা ভাষার ব্যাকরণ-এ পেলাম ভাষার গভীরতা।  
বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান -এ পেলাম আঞ্চলিক শব্দ,  
সে সব শব্দ জিজ্ঞাসিয়া করি সবে জরুর।  
পদ্মাবতী আগুর আর বিদ্যাপতি শতক,  
শহীদুল-াহকে জানিলাম পাঠে উক্ত গ্রন্থ কতক।

## মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী

### লেখক পরিচিতি

জন্ম: মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী খুলনা বিভাগের সাতক্ষীরা জেলার বাঁশদহ গ্রামে ১২ সেপ্টেম্বর ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে সম্ভ্রান্ত এক মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

শিক্ষা জীবন: মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী স্থানীয় বাবুলিয়া উচ্চ বিদ্যালয় হতে বৃত্তিসহ ম্যাট্রিক পাশ করে কলকাতা বঙ্গবাসী কলেজে ভর্তি হন। বি.এ ক্লাসের ছাত্র থাকাকালীন তিনি অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন এবং এখানেই লেখাপড়ার সমাপ্তি ঘটান।

কর্মজীবন ও সাহিত্য প্রতিভা: ছাত্র জীবনেই মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলীর সাহিত্যিক প্রতিভার বিকাশ ঘটে। ইংরেজি সাপ্তাহিক পত্রিকা ‘দি মুসলমান’-এর সম্পাদক মুজিবুর রহমান ও মাওলানা আকরাম খাঁ তাঁর সাহিত্যিক জীবনকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেন। তাদের উৎসাহ ও অনুপ্রেরণায়

# বাংলা সাহিত্য

অনুপ্রাণিত হয়েই তিনি মুসলিম কৃষ্টি ও ইসলামী ঐতিহ্যকে তাঁর সাহিত্যের উপজীব্য হিসেবে গ্রহণ করেন। মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী একজন প্রবন্ধকার ও সাংবাদিক হিসেবে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি ‘মাসিক মোহাম্মদী’, ‘দৈনিক মোহাম্মদী’, ‘দৈনিক সেবক’, ‘সাপ্তাহিক সওগাত’, ‘সাপ্তাহিক খাদেম’, ইংরেজি সাপ্তাহিক ‘দি মুসলমান’ ইত্যাদি পত্রিকায় কর্মরত ছিলেন। তিনি খুব পরিচ্ছন্ন চিন্তা ও যুক্তিবাদী মন নিয়ে সবকিছু বিচার বিশ্লেষণ করতেন। সহজ, সরল ও সারগর্ভ প্রকাশভঙ্গি তাঁর রচনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ওয়াজেদ আলীর ঋজু গদ্যশৈলী ও সাবলীল রচনায় মুসলিম ঐতিহ্য পরম যত্নে সাহিত্যে রূপায়িত হয়েছে।

মৃত্যু: বাংলা সাহিত্যের এই প্রথিতযশা সাহিত্যিক স্বাস্থ্যগত কারণে ১৯৩৫ সালে কলকাতা ছেড়ে নিজ গ্রাম বাঁশদহে চলে যান। অবশেষে ১৯৫৪ সালের ৮ নভেম্বর ৫৮ বছর বয়সে নিজ বাসভবনে মৃত্যুবরণ করেন।

## রচনাবলী

গল্পগ্রন্থ: গল্পের মজলিস, ভাঙ্গা বাঁশী, দরবেশের দোয়া, গুলদাস্তা, মাণিকের দরবার ইত্যাদি।

প্রবন্ধ গ্রন্থ: মরুভাস্কর (১৯৪১), মহামানুষ মুহসীন (১৯৪০), সৈয়দ আহমদ, স্মার্মানন্দিনী, ছোটদের হযরত মোহাম্মদ, ভবিষ্যতের বাঙালী, জীবনের শিল্প ইত্যাদি।

ইতিহাস গ্রন্থ: আকবরের রাষ্ট্র সাধনা, ইসলামের ইতিহাস।

ঐতিহাসিক উপন্যাস: গ্রানাডার শেষ বীর।

আলোচনা গ্রন্থ: আমাদের সাহিত্য, একবালের পয়গাম ইত্যাদি।

রম্য রচনা: খেয়ালের ফেরদৌস।

ভ্রমণ কাহিনী: মোটরযোগে রাঁচি সফর।

নাটক: সুলতান সালাদিন।

ইংরেজি প্রবন্ধ পুস্তক: Bengalees of Tomorrow.

তাঁর রচিত সহজ, সরল এবং গতিময় ভাষার এসব রচনাবলীকে সৌরিন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় টুর্গেনিভের Prose-Poems-এর সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। লেখক হিসেবে তিনি হিন্দু মুসলমান সকলের কাছে সমভাবে সমাদৃত হয়েছিলেন।

## ছন্দে ছন্দে ওয়াজেদ আলী রচনাবলী

কাজ করেছেন দৈনিক মোহাম্মদী, মাসিক মোহাম্মদী  
আর দৈনিক সেবক পত্রিকায়,



# বাংলা সাহিত্য

আরোও প্রকাশিত হত সাপ্তাহিক সওগাত, সাপ্তাহিক খাদেম,  
দি মুসলমান তারই সুযোগ্য সম্পাদনায়।  
বড়দের জন্য স্মার্মানন্দিনী, মহামানুষ মুহসীন, মরুভাস্কর আর সৈয়দ আহমদ,  
শিশুদের জন্যও লিখেছেন তিনি ছোটদের হযরত মোহাম্মদ।

ওয়াজেদ আলীর থানাডার শেষ বীর ভবিষ্যতের বাঙ্গালীদের জীবনের শিল্প নিয়ে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যে মানুষের দরবারে গেল।

## কাব্যগ্রন্থ - কাজী নজরুল

সূত্র : নতুন চাঁদে বাস করে সাম্যবাদী লোকেরা। তারা সবাই সর্বহারা। তাদের একজন দোলনচাঁপাকে ভালবেসে ঝিঙে ফুল দেয়।  
একদিন সন্ধ্যা বেলায় পূবের হাওয়ায় প্রলয় শিখা জ্বালিয়ে বিষের বাঁশি বাজিয়ে ভাঙার গান গেয়ে নির্বিঘ্নে সিঙ্কু হিন্দোল পর্যন্ত  
পালিয়ে যায়। তারপর বাংলাদেশের জিজির -এ এসে দোলন চাপার বোন ফণীমনসার কাছে ধরা পরে। তাদের দেখে ফণীমনসা  
চক্রবাক রূপ ধারণ করে। তাই তারা ভয়ে ছায়ানটে আশ্রয় নেয়।

কাব্যগ্রন্থ-১ :- এক সন্ধ্যায় মরুভাস্কর সাম্যবাদী ও সর্বহারা নজরুল সিঙ্কু হিন্দোল (মৃদুমন্দ) পূবের হাওয়ার সঞ্চয়ন এ দোলন-চাঁপা  
ও ঝিঙে ফুলের গন্ধে সাত ভাই চম্পাকে নিয়ে প্রলয় শিখা জ্বেলে ফণিমনসা পূজায় ছায়ানট ও চক্রবাক কাব্য গল্প থেকে অগ্নিবীণা ও  
বিষের বাঁশিরা তালে জিজির করে ভাঙার গান গাচ্ছিলেন।

কাব্যগ্রন্থ-২ :- সিঙ্কু হিলে-ল থেকে অগ্নিবীণার বিষের বাঁশির সন্ধ্যা ভাঙার গান পূবের হাওয়ায় প্রলায় শিখার মত চক্রবাকে ছায়ানট  
মরুভাস্করে সঞ্চয়ন দোলনচাঁপা ঝিঙেফুল সর্বহারা হয়ে গেল।

বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ: সন্ধ্যার বিষের বাঁশি শুনে সাম্যবাদী সর্বহারাটি জিজির ভেঙ্গে ভাঙার গান গেয়ে প্রলয়শিখা জ্বেলে দিলো, মনে হলো  
ফণিমনসা ফণা তুলে অগ্নিবীণা বাজালো।

কাব্যগ্রন্থ - নজরুল : নতুন চাঁদ, সর্বহারা, দোলনচাঁপা, ভাঙার গান, প্রলয়শিখা, বিষের বাঁশি, ঝিঙে ফুল, সিঙ্কুহিন্দোল, জিজির,  
ফণীমনসা, চক্রবাক, ছায়ানট, পূবের হাওয়া, চন্দ্রবিন্দু, অগ্নিবীণা।

## নাটক - কাজী নজরুল

সূত্র : আলেয়া ঝিলিমিলি রঙের শাড়ী পড়ে মধুমালার পুতুলের বিয়েতে যায়।

নাটক-১ :- নজরুলের পুতুলের বিয়েতে আলেয়া ঝিলিমিলি করে নাচছিল।

নাটক-২ :- আলেয়া মধুমালার পুতুলের বিয়েতে ঝিলিমিলি রঙের শাড়ী পড়েছে।

নাটক: আলেয়া আর ঝিলিমিলি পুতুলের বিয়ে দিচ্ছে।

## উপন্যাস:- কাজী নজরুল

উপন্যাস-১ :- মৃত্যু ক্ষুধায় কুহেলিকা বাঁধনহারা হয়ে গেল।

উপন্যাস-২ :- কুহেলিকা, মৃত্যুক্ষুধায়, বাঁধনহারা হয়ে গেল।

# বাংলা সাহিত্য

## পত্র-পত্রিকা : কাজী নজরুল

সূত্র : নজরুল দৈনিক নবযুগ ও গণবাণীতে লাঙল দিয়ে ধুমকেতুর চাষ করতেন।

গল্পগ্রন্থ - নজরুল : শিউলীমালা, পদ্মগোখরা, ব্যাথার দান, রক্তের বেদনা, জিনের বাদশা।

গল্পগ্রন্থ: শিউলীমালার ব্যাথার দান রক্তের বেদনে ঝরে গেল।

গল্প :- ব্যাথার দান এ নজরুল শিউলীমালা কুড়াতে গিয়ে জিনের বাদশার ভয়ে ও পদ্ম গোখরার কামড়ে রক্তের বেদন করলেন।

প্রবন্ধ - নজরুল : দুর্দিনের যাত্রী, রাজবন্দীর যবানবন্দী।

প্রবন্ধ :- দুর্দিনের যাত্রী রক্তমঙ্গল রাজবন্দীদের জবান বন্দীতে ধুমকেতুর মতো যুগবাণী দিয়েছে।

গানের সংকলন :- মরুভাস্কর জুলফিকার বুলবুল চন্দ্রবিন্দু ও সুরসাকীর সঙ্গে গুল বাগিচায় বনগীতি গীতি শতদল ও গানের মালা গাইতেন।

ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত বই :- অগ্নিবীণা, বিশের বাঁশি, ভাস্কর গান, প্রলয়শিখা, যুগবাণী ও চন্দ্রবিন্দু।

জেল হয় :- আনন্দময়ীর আগমনে লেখার কারণে।

কাজী নজরুল ইসলাম

সাম্যবাদী সর্বহারারা বিষের বাঁশিতে ভাস্কর গান গেয়ে জিজির ভেঙ্গে ছায়ানট সন্ধ্যায় প্রলয়শিখা জ্বালালো।

মরুভাস্কর, ফণীমনসায়, চক্রবাক দেখে সাত ভাই চম্পা, দোলনচাপা, বিস্ফেফুল খোপায় গুঁজে অগ্নিবীণা বাজাতে বাজাতে সিন্ধুহিন্দোল পেরিয়ে গেল।

নাটক: আলেয়ার পুতুলের বিয়েতে মধুমালা ঝিলিমিলি শাড়ি পরেছে।

সঙ্গীতগ্রন্থ: জুলফিকার গুলবাগিচায় সুরসাকীর সাথে রাঙাজবা দেখছে আর চোখের চাতক বুলবুল চন্দ্রবিন্দু আঁকছে।

## নজরুলের প্রথম :

উক কাছোনা : উপন্যাস, কবিতা, কাব্য, ছোটগল্প, নাটক।

বামু অহে ঝি : বাঁধন হারা, মুক্তি, অগ্নিবীণা, হেনা, ঝিলিমিলি।

## কাব্যগ্রন্থ : জীবনানন্দ দাশ

সূত্র : বনলতা সেন বেলা অবেলা কাল বেলায় মহাপৃথিবীতে এসে দেখতে চেয়েছেন রূপসী বাংলার রূপ। কিন্তু দেখতে পেয়েছেন - (১) খরা পালক (২) ধসূর পাভুলিপি (৩) সাতটি তারার তিমির।

কাব্যগ্রন্থ - জীবনানন্দ দাশ : বনলতা সেন, বেলা অবেলা কাল বেলা, মহাপৃথিবী, রূপসী বাংলা, ঝরা পালক, ধসূর পাভুলিপি, সাতটি তারার তিমির।

প্রবন্ধ : কবিতার কথা

উপন্যাস : মাল্যদান, সতীর্থ, জলপাইহাটি, কল্যাণী।

## কাব্যগ্রন্থ : জসীমউদ্দীন

# বাংলা সাহিত্য

সূত্র : গামের মেয়ে সখিনা সূচয়নী ও হলুদ বরণী তাই তাকে রঙ্গপবতী বলে। বর্ষাকালে রঙিলা নায়ের মাঝির সাথে প্রেম করে দেখা করতে যায় সোজন বাদিয়ার ঘাটের বালুচরে। পরে তার সাথে সম্পর্ক হয় ধানক্ষেতের রাখালীর সাথে। তার সাথে নকশী কাঁথার মাঠে দেখা করে। তাই মা যে জননী কান্দে হাঁসে না কখনও।

কাব্যগ্রন্থ: এই রূপসী বাংলায় সাতটি তারার তিমির বেলা অবেলা কালবেলায় ঝরা পালকের মতো ধূসর পাণ্ডুলিপি হয়ে যায়। ঠিক যেন এই মহাপৃথিবীতে অবিরত খুঁজে খুঁজে না পাওয়া আমার বনলতা সেন।

উপন্যাস ও প্রবন্ধ: সতীর্থ তার জলপাইহাটী নিবাসী কবিতার কথায় তার ছোট বোন কল্যাণীকে মাল্যদান করল

কাব্যগ্রন্থ-১ :- রূপসী বাংলার কবি ১ম ঝরা পালক কাব্যগ্রন্থ লিখে মহাপৃথিবীর বনলতা সেনকে নিয়ে বেলা-অবেলা-কালবেলা ধূসর পাণ্ডুলিপিতে সাতটি তারার তিমির দেখতেন।

কাব্যগ্রন্থ-২ :- রূপসী বাংলার বনলতা সেন মহাপৃথিবীর এ সাত তারার তিমির রাত্রিতে বেলা-অবেলা কালবেলায় ধূসর পাণ্ডুলিপির মত ঝরে পড়ল।

প্রবন্ধ :- কবিতার কথা, কেন লিখি।

কাব্যগ্রন্থ - জসীমউদ্দীন : সখিনা, সূচয়নী, হলুদবরণী, রঙ্গপবতী রঙিলা নায়ের মাঝি, বালুচর, রাখালী, ধানক্ষেত, মা যে জননী কান্দে, হাসু, সোজন বাদিয়ার ঘাট, মায়ার কান্না, জলে লেখন, কাফনের মিছিল, ভয়াবহ সেই দিনগুলিতে, মাগো জ্বালায়ে রাখিস আলো, এক পয়সার বাঁশি।

উপন্যাস : বোবা কাহিনী, মাল্যদান, সতীর্থ।

নাটক : পদ্মা পাড়, বেদের মেয়ে, মধুমালা, পলী বধু, গ্রামের মেয়ে।

গানের সংকলন + কবিতার সংকলন = রঙিলা রায়ের মাঝি।

মনে রাখার সহজ উপায় -১

নাটক :- বেদের মেয়ে, পলী বধু মধুমালাকে নিয়ে পদ্মাপার হল।

কাব্যগ্রন্থ :- রঙিলা নায়ের মাঝি, রাখালী। এক পয়সার বাঁশি হাতে ডালিম কুমার ও হাসুর সঙ্গে (তিনটি শিশুতোষ গ্রন্থ)। সোজন বাদিয়ার ঘাট থেকে বালুচর, হলুদ বরণী ধানক্ষেত ও সূচয়নী নকশী কাঁথার মাঠ পেরিয়ে মাটির কান্না শুনে মনে পড়ল মা যে জননী কান্দে তখন মনের অজান্তেই বলল সখিনা মাগো জ্বালিয়ে রাখিস আলো।

কাব্যগ্রন্থ-২ :- নকশীকাঁথার মাঠের ধানক্ষেতের পাশে দিয়ে রাখালী হলুদ বরণ সূচয়নীকে নিয়ে এক পয়সার বাঁশি বাজাতে বাজাতে সোজন বাদিয়ার ঘাটের নিকট আসে বালুচর হাসুর মা জননী মাটির কান্নায় ভেঙ্গে গেল।

আত্মজীবনী :- চলে মুসাফির, যে দেশে মানুষ বড় ভ্রমণ কাহিনী লিখে জসীমউদ্দীন ঠাকুর বাড়ির আঙ্গিনায় জীবন কথা আত্মজীবনী রচনা করলেন।

মনে রাখার সহজ উপায় -২

# বাংলা সাহিত্য

জসীমউদ্দীনের রাখাল মা যে জননী মাটির কান্নার জন্য বালুচর, ধানক্ষেত ও নকশী কাথার মাঠ পেরিয়ে সোজান বাদিয়ার ঘাট হয়ে রূপবতী সূচয়িনীর কাজে গেল।

জসীমউদ্দীনের বেদের মেয়ে গ্রামের মায়া ছেড়ে পদ্মাপার হয়ে পল-বধু মধুমালার নাটক দেখতে গেল।

**নাটক:** মধুমালার পদ্মাপাড়ের বেদের মেয়ে। এই পল-বধু গ্রামের মায়া ছাড়তে পারে না।

**কাব্য সংকলন:** রূপবতী ও সূচয়নী দেখলো যে, রাখালী টি বালুচরের পাশে ধানক্ষেতে রয়েছে।

**গাঁথাকাব্য:** নক্সীকাঁথার মাঠ আর সোজান বাদিয়ার ঘাট হলো মা যে জননী কান্দে।

**কাব্যঃ** হলুদ বরনীর দেশে হাসু, ডালিম কুমার, সখিণা ও সঙচয়নী ভয়াবহ সেই দিনগুলোতে এক পয়সার বাঁশি বাজিয়ে ধানক্ষেতের বালুচরে মাটির তৈরী কবর জলে লেখা নকশী কাথার কাফন মুড়িয়ে সোজান বাদিয়ার ঘাটে এসে রাখালীর মা পল- জননী রঙ্গিলা নায়ের মাঝির জন্য কাঁদতে লাগল

নক্সীকাঁথার মাঠ, সোজান বাদিয়ার ঘাট, ধানক্ষেত, বালুচর পার হয়ে চলে মুসাফির যে দেশে মানুষ বড়। বেদের মেয়ে সখিণা রঙ্গিলা নায়ের মাঝি রাখালী হাঁসুকে নিয়ে পদ্মাপারে পল-বধু সঁজছে। মধুমালার বোবা কাহিনী শুনে হলদে পরীর দেশ থেকে একপয়সার বাঁশি নিয়ে সূচয়নী ডালিমকুমার ঠাকুর বাড়ির আঙিনায় এসে পৌছেছে।

## উপন্যাস - মানিক বন্দোপাধ্যায়

সূত্র : মানিক বন্দোপাধ্যায় এর তিন কথা

(১) ইতিকথার পরের কথা (২) শহরবাসীর ইতিকথা (৩) পুতুল নাচের ইতিকথা।

উপন্যাস-১ :- জননী, দিবারাত্রির কাব্য, পুতুল নাচের ইতিকথা, শহরবাসীর ইতিকথা, ইতিকথার পরের কথা, অহিংসা পদ্মানদীর মাঝি, শহরতলী, সোনার চেয়ে দামী, স্বাধীনতার স্বাদ, আরোগ্য।

উপন্যাস-২ :- পদ্মা নদীর মাঝি মানিক তার সোনার চেয়ে দামী জননী, শহর তলিতে ইতি কথার পরের কথা শুনলেন।

উপন্যাস-৩ :- পদ্মানদীর মাঝি মানিক বন্দোপাধ্যায় প্রথম উপন্যাস জননীতে সোনার চেয়ে দামী চতুষ্কোণ চিহ্ন দিয়ে জীবস্ফুর্ষ শহরতলীতে পুতুল নাচের ইতিকথা ও ইতিকথার পরের কথা স্বাধীনতার স্বাদ নিতে দিবারাত্রির কাব্য আরোগ্য হরফ উপন্যাস রচনা করেন।

গল্প :- ছোটবড়, আজকাল পরশুর গল্প, ফেরীওয়ালার প্রাণ-ঐতিহাসিক যুগের হলুদ পোড়া সরিস্পদের মাটির মাসুল ও সমুদ্রের স্বাদ নেওয়ার কাহিনী বর্ণিত আছে।

প্রবন্ধ :- লেখকের কথা।

গল্পগ্রন্থ :- অতসী মামী ও অন্যান্য গল্প, প্রাগৈতিহাসিক, মিহি ও মোটা কাহিনী, সরীসৃপ, বো, সমুদ্রের স্বাদ।

## উপন্যাস : মানিক বন্দোপাধ্যায়-২

# বাংলা সাহিত্য

সূত্র : কেটে গেলে ক্ষত হয় আরোগ্য লাভে তার চতুষ্কোণ চিহ্ন রয়ে যায়।

উপন্যাস - মানিক বন্দোপাধ্যায় : ইতিকথার পরের কথা, শহরবাসীর ইতিকথা, পুতুল নাচের ইতিকথা, আরোগ্য, চতুষ্কোণ, চিহ্ন, জননী, দিবা রাত্রির কাব্য, অহিংসা, হরফ, হলুদ নদী সবুজ বন, স্বাধীনতার স্বাদ, পদ্মানদীর মাঝি, জয়লিড।

উপন্যাস: সহরতলীতে সহরবাসের ইতিকথা বলতে গিয়ে পদ্মানদীর মাঝির জননীর দিবরাত্রির কাব্য পুতুলনাচের ইতিকথার মতোই আরোগ্যহীন হয়ে উঠলো অহিংসা স্বাধীনতার স্বাদ তার কাছে সোনার চেয়ে দামী।

ছোটগল্প - মানিক বন্দোপাধ্যায় : অতশী মামা, প্রাগৈতিহাসিক, আজ কাল পরশু।

গল্পগ্রন্থ: প্রাগৈতিহাসিক মিহি ও মোটা কাহিনীর সরীসৃপটি সমুদ্রের স্বাদ নিয়ে অতসী মামী ও অন্যান্য গল্প গুরু করলো।

## কাব্য : ফররুখ আহমদ

সূত্র : সাত সাগরের মাঝি হলো তিন জন সিরাজুম মনিরা, নৌফেল ও হাতেম। তারা পাখির বাসা দেখে মুহূর্তের কবিতা লেখে।

কাব্য - ফররুখ আহমদ : সাত সাগরের মাঝি, সিরাজুম মনিরা, নৌফেল ও হাতেম, পাখির বাসা, মুহূর্তের কবিতা।

কাব্যগ্রন্থ: হাতেম তায়ী এক সীরাজুম মুনিরা যিনি সাত সাগরের মাঝি হয়ে মুহূর্তের কবিতা রচনা করেন।

কাব্যনাট্য: নৌফেল ও হাতেম।

কাব্যগ্রন্থ-১ :- সাত সাগরের মাঝি নৌফেল ও হাতেম ফররুখ আহমেদের শ্রেষ্ঠ কবিতা মুহূর্তের কবিতা বলতে পারায় সিরাজুম মুনিরা তাদের কে পাখির বাসা উপহার দিল।

কাব্যগ্রন্থ-২ :- সাত সাগরের মাঝি লিখে ফররুখ আহমেদ কাব্য নাট্য নৌফেল ও হাতেম ও কাহিনী কাব্য হাতেমতায়ী মুহূর্তের কবিতা হে বন্য স্বপ্নেরা লিখে সিরাজাম মুনিরা কে নিয়ে কাফেলার সঙ্গে পাখির বাসা দেখতে গেল।

## লুৎফর রহমান

সূত্র : পথহারা রায়হান বিয়ের পর স্ত্রীকে প্রীতি উপহার দেয় বাসর রাতে। মানব জীবনে এই সত্য মানলে জীবন হবে উন্নত, মহৎ, সৎ ও উচ্চ।

উপন্যাস : রায়হান, পথহারা, প্রীতি উপহার, বাসর উপহার।

প্রবন্ধ : উচ্চ জীবন, উন্নত জীবন, সৎ জীবন, মহৎ জীবন, মানব জীবন, সত্য জীবন।

## গল্পগ্রন্থ - সৈয়দ মুজতবা আলী

# বাংলা সাহিত্য

গল্পগ্রন্থ-সৈয়দ মুজতবা আলী :- বড় বাবুর স্ত্রী টুনি মেম পঞ্চতন্ত্রের মেয়ে ধুপছাঁয়ার শহরে বসবাসরত চাচার কাছে তার মেয়ে ময়ূরকণ্ঠী শবনমের কাহিনী শুনে প্রেমে পড়ে। এ সংবাদ টুনির কাছে পৌছালে সে বলে এটা অবিশ্বাস্য কারণ আমি তুলনাহীনা।

গল্পগ্রন্থ :- বড় বাবু, টুনি মেম, পঞ্চতন্ত্রের, ধুপছাঁয়ার, ময়ূরকণ্ঠী, শবনম, অবিশ্বাস্য, তুলনাহীনা, চাচকাহিনী।

কাব্যগ্রন্থ - বন্দে আলী মিয়া :- পদ্মনদীতে ময়নামতির চরে বসবাসরত কুচবরণ কন্যার নাম অনুরাগ।

কাব্যগ্রন্থ :- পদ্মনদীর চর, ময়নামতির চর, কুচবরণ কন্যা, অনুরাগ।

উপন্যাস - বিমল মিত্র :- কড়ি দিয়ে কিনলাম একক দশক সাহেব বিবি গোলাম। স্ত্রী ধমকায়ে বলে এর নাম সংসার।

মুজতবা আলীর শবনম অবিশ্বাস্য ভাবে দেশে বিদেশে ঘুরে পঞ্চতন্ত্র নিয়ে চাচা কাহিনী, ময়ূরকণ্ঠী ও টুনি মেমকে নিয়ে পাদটীকে লিখেছেন।

## নাটক - নূরুল মোমেন

উপন্যাস :- কড়ি দিয়ে কিনলাম, একক দশক শতক, সাহেব বিবি গোলাম, স্ত্রী, এর নাম সংসার।

নাটক :- আইনের ছাত্র নয়াখান্দান কোন কোর্সে শতকরা আশি নম্বর পেলো। সেই খুশিতে রুপা নামক বান্ধবীর সাথে আলো ছায়া যুক্ত স্থানে গান গাইলো যদি এমন হতো -----। সে কথা শুনে বাবা বলেন শয়তান তুই এত নিচে নেমেসিস।

নাটক :- আইনের অলঙ্কারে, নয়াখান্দান, আলোছায়া, রুপা অলঙ্কার, যদি এমন হতো, নেমেসিস।

## আহসান হাবীব

সূত্র :- আহসান হাবীব দুই হাতে দুই আদিম পাখড় নিয়ে ছায়া হরিণ শিকারের আশায় বসতি গেরে চৈত্রের মেঘ বলে চৈত্র যাক। সারা দুপুর অপেক্ষা করে কিন্তু রাত্রি শেষ হয়ে এলেও কোন হরিণ ধরা পড়ে না।

সারা দুপুর থেকে শুরু করে রাত্রির শেষ পর্যন্ত প্রেমের কবিতা শুন্যর জন্য হৃদয়ে আশার বসতি বেধেছে। কিন্তু হাবীব আসল না আসল আহসান, এসে বলল বিদীর্ণ দর্পনে মুখ দেখতে গিয়ে হঠাৎ দেখি একটি ছায়াহরিণ যে কিনা মেঘ দেখে বলে আমি এখনই চিত্রা যাবো।

কাব্য - আহসান হাবীব :- রাত্রি শেষ, দুই হাতে আদম পাখড়, মেঘ বলে চৈত্রে যাক, ছায়া হরিণ, আশায় বসতি গেরে।

## গল্প গ্রন্থ - মোহাম্মদ আব্দুল হাই

সূত্র :- ধ্রুনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্রুনিতত্ত্ব ও বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত বিশ্ব দরবারে পরিচিত করার জন্য মোঃ আব্দুল হাই বিলেতে সাড়ে সাতশ দিন থাকেন। সেখানে তিনি ভাষা ও সাহিত্যে তোষামদ ও রাজনীতির ভাষা দেখে সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলে।

# বাংলা সাহিত্য

প্রবন্ধ গ্রন্থ - মোহাম্মদ আব্দুল হাই : ধ্বনি বিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, বিলেতে সাড়ে সাতশ দিন, ভাষা ও সাহিত্য, সাহিত্য ও সংস্কৃতি, তোষামদ ও রাজনীতির ভাষা।

## নাটক - মুনীর চৌধুরী

সূত্র : পলাশ ভদ্র ছেলে। তাকে মুখরা রমনী বশীকরণ করে চিঠি দেয়। ফলে সে নষ্ট ছেলে হয়। এ কারণে দন্ডধর তাকে দন্ডকারণ্য প্রদান করে রূপার কৌটায় ভরে রক্তাক্ত প্রান্ডুরে কবর দেয়। সেখানে অনেক মানুষ থাকলেও কেউ কিছু বলতে পারে না।

নাটক - মুনীর চৌধুরী : পলাশীর ব্যারাক ও অন্যান্য, মুখরা রমনী বশীকরণ, নষ্ট ছেলে, দন্ডধর, দন্ডকারণ্য, রূপার কৌটা, রক্তাক্ত প্রান্ডুর, মানুষ, কেউ কিছু বলতে পারে না।

মুখরা রমনীর শয়নকক্ষে রূপার কৌটায় রাখা দন্ডকারণ্যের রক্তাক্ত প্রান্ডুরে কবরে শায়িত এক যোদ্ধার চিঠির বিষয়ে ঘরের কেউ কিছু বলতে পারেনা।

অনুবাদ নাটক: মুখরা রমনী বশীকরণ, রূপার কৌটা, কেউ কিছু বলতে পারে না

নাটক :- মুখরা রমনী বসী করন নাটকে দন্ড কারন্য দেয় উদ্দেশ্যে রূপার কৌটায় ভিত করা কেউ কিছু বলতে পারে না শিরোনাম একটি চিঠি নিয়ে আসে যাতে লেখা আছে রক্তাক্ত প্রান্ডুর এবং পলাশী ব্যারাক ও অন্যান্য স্ভানের শহীদদের কবর দিবার কথা।

নাটকঃ চিঠি, দন্ডকারণ্য, কবর

## ঈশ্বরচন্দ্র

১. ভ্রান্টিবিলাসের মেয়ে শকুন্ডলা অতি অল্প বয়সে বর্ণ পরিচয়হীন কৌমদকে বিয়ে করে। তাই তার মা সীতা তাকে বনবাসে পাঠায়। সেখানে শকুন্ডলা বেতাল পঞ্চবিংশতি নামে পুত্র সন্তানের জন্ম দেয়। সে বড় হয়ে ২টি প্রশ্ন করে

- (১) বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না?
- (২) বহুবিবাহ বন্ধ করা উচিত কি না?

২. অনুবাদ গ্রন্থ :- বেতাল পঞ্চবিংশতির বাঙালার ইতিহাসে শকুন্ডলায় সীতার বনবাস হলে জীবন চরিত্রের ভ্রান্টিবিলাস কথামালায় বোধাদয় হল বাসুদেব যার চরিত্র আর পাওয়া গেল না।

৩. মৌলিক গ্রন্থ :- বিদ্যাসাগর রচিত চরিত্র প্রভাবতী সম্ভাষণ, ব্রজবিলাস, রত্নপরীক্ষা ও বর্ণপরিচয় এ সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রসঙ্গ, বিধবা বিবাহ চলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রসঙ্গ এবং বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার বইয়ে যা উল্লেখ ছিল তা অতি অল্প হইল এবং আবার অতি অল্প হইল।

## মধুসূদন

মনে রাখার সহজ উপায় -১

কাব্য :- মাইকেলের তলোভুমাঙ্গুর, মেঘনাদবধ, বীরঙ্গনা কাব্য অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত ও চতুর্দশপদী কবিতাবলী সনেটের অস্ভূর্ত্ত এবং ব্রজাঙ্গনা কাব্য এগুলোর ভিন্ন।

# বাংলা সাহিত্য

নাটক :- মায়াকাননের কৃষ্ণকুমারী শর্মিষ্ঠা পদ্মাবতী পার হলেন ।

প্রহসন :- বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রৌ ও একেই কি বলে সভ্যতা প্রহসন লিখে এবং বাংলা প্রথম গীতিকবিতা 'আত্মবিলাপ' রচনা করেন ।

মনে রাখার সহজ উপায় -২

বীরঙ্গনা ও ব্রজাঙ্গনা তিলোত্তমা সম্ভারের সাথে Captive Lady কে নিয়ে চতুর্দশপদী কবিতাবলীর Vision of the past তৈরী করল । মাইকেলের পদ্মাবতী মায়াকাননে শর্মিষ্ঠা ও কৃষ্ণকুমারী জেলে ।

নাটক: শর্মিষ্ঠা ও পদ্মাবতী কৃষ্ণকুমারীর মতো মায়াকাননে বসেছিলেন ।

কাব্য: চতুর্দশপদী কবিতাবলীর মাঝে তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে বীরঙ্গনা ও ব্রজাঙ্গনা মারা যায় ।

মহাকাব্য: সনেট পঞ্চাশৎ তার পদচারণায় মুখর ।

মনে রাখার সহজ উপায়

দীনবন্ধু

লীলাবতী, নীল দর্পণে নবীন তপস্বিনীকে নিয়ে কমলে কামিনীকে দেখল ।

নাটক ও প্রহসন: নবীন জামাই কমল সধবার একাদশীতে লীলাবতীকে নিয়ে নীলদর্পণ নাটক দেখলে এক বুড়ো তাকে বিয়ে করার জন্য পাগল হয়ে যায় ।

প্রহসন: বিয়ে পাগলা বুড়ো, সধবার একাদশী

নাটক: জামাই বারিক, লীলাবতী, নবীন তপস্বিনী, কমলে কাহিনী, নীল দর্পণ

নীল দর্পণ— ঢাকা থেকে প্রকাশিত ১ম গ্রন্থ । মাইকেল মধুসূদন দত্ত নীলদর্পণ নাকটটিকে ইংরেজীতে অনুবাদ করেন ১৮৬১ সালে । নাটকটি দেখতে এসে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মঞ্চ জুড়া ছুড়ে মেরেছিলেন

সেলীম আল-দীন

সেলীম আল-দীন-এর কীভূন খোলা চাকা হাত হদাই নাটকের মূলসমস্যা যৈবতি কন্যার মন বিষয়ক সমস্যা । তিনটি মঞ্চ নাটক সয়ফুল মূলক বদিউজ্জামাল শকুল্লুলা এবং ধাবমান প্রাচ্য ধারায় রচিত । কিন্তু আততায়ী চরিত্রটির কারণে এগুলো এখন কেউ পছন্দ করে না । আজকাল সবাই পছন্দ করে না । আজকাল সবাই পছন্দ করে সর্প বিষয়ক গল্প ও অন্যান্য নাটক । এই বন পাংশুল গল্প ও নাটকের মধ্যে আছে - জন্ম ও বিধি বেলুন, বাসন, মুনতাসীর ফ্যান্টাসী, নিমজ্জন ও কেরাতমণ্ডল ।

মামুনুর রশিদ

কদম আছে বলেই ইবলিশ খোলা দুয়ারের অববাহিকায় নোঙর লাগিয়ে গিনিপিগের কাছে আসল ।



# বাংলা সাহিত্য

## হুমায়ূন আহমেদ

মনে রাখার সহজ উপায়

উপন্যাস :- মহাপুরুষ তা প্রিয়তমেশ্বকে সজ্জনীল কারাগার ও নন্দিত নরকের এই সব দিন রাত্রির নিশিকাব্যের জোছনা ও জননীর গল্প শুনতে লাগলেন। এমন সময় নীল অপরাঙ্গীতা আগুনের পরশমনির মত বলল কে কথা কয়? আমরা দুই দুয়ারীর জয় জয়ন্তীর গল্প শুনব।

গল্প :- এলেবেলে (রম্য রচনা)

## জহির রায়হান

মনে রাখার সহজ উপায়

- (১) জহির রায়হানের বরফ গলা নদীর তীরে হাজার বছর ধরে আরেক ফাল্গুনের জন্য শেষ বিকেলের মেয়ে আর কতদিন তৃষ্ণা কয়েকটি মৃত্যু দেখবে।
- (২) জহির রায়হানের আনোয়ারার জীবন থেকে নেয়া বেহুলা কাঁচের দেয়াল ভেঙ্গে কখনও আসেনি তাই Let there be light ফলে Stop genocide.
- (৩) উপন্যাস :- হাজার বছর ধরে শেষ বিকেলের মেয়ে, আর কতদিন তৃষ্ণা মেটানোর জন্য বরফ গলা নদীর পাশে আরেক ফাল্গুন পর্যন্ত অপেক্ষা করবে।
- (৪) উপন্যাস: বরফ গলা নদীর পাশে শেষ বিকেলের মেয়ের তৃষ্ণায় হাজার বছর ধরে অপেক্ষা করছি, আর কতদিন লাগবে আরেক ফাল্গুন আসতে, নাকি কয়েকটি মৃত্যু চায়।
- (৫) চলচ্চিত্র: জীবন থেকে নেয়া স্টপ জেনোসাইড বাহানা করে করে কাঁচের দেয়ালের মতোই ভেঙ্গে যায়।
- (৬) হাজার বছর ধরে বরফগলা নদীর পাশে শেষ বিকেলের মেয়ের তৃষ্ণায় আছি। দেখি আর কত দিন; হয়তো আরেক ফাল্গুন। সবই জীবন থেকে নেওয়া।

## সৈয়দ ওয়ালী উল-হ

মনে রাখার সহজ উপায়

নাটক উপন্যাস গল্প :- বহিপীর, তরঙ্গ-ভঙ্গ, সুড়ঙ্গ, চাঁদের অমাবস্যা রাতে দুই তীর নয়ন তারার ও বলতে বলতে কাঁদো নদী কাদোর মত লালসালু ভিজিয়ে ফেলল।

উপন্যাস: লালসালু ফোঁটা জলে চাঁদের অমাবস্যায় কাঁদো নদী কাঁদো।

গল্পগ্রন্থ: নয়নচারার দুই তীর ও অন্যান্য গল্প।

নাটক: সুড়ঙ্গের মাঝে বহিপীরের তরঙ্গ ভঙ্গ হলো।

# বাংলা সাহিত্য

## শামসুর রহমান

### মনে রাখার সহজ উপায়-১

বিধবৎস নীলিমা এক রৌদ্র কারোটিতে বন্দী শিবির থেকে এক ধরনের অহংকার করে বললো বুক তার বাংলাদেশের হৃদয়ে, হরিনের, অন্ধকার থেকে আলোর দিকে। তারপর সে দুঃখ করে বললো উদ্ভট উটের পিঠে চলেছে স্বদেশ চারদিকে আদিগল্ড নগ্ন পদধ্বনি। তারপর বললো এখনো বাংলাদেশ স্বপ্ন দেখে না বাস্‌ড্র না দুঃস্থ সুতারারং তোমরা ফিরিয়ে নাও ঘাতক কাটা।

### মনে রাখার সহজ উপায়-২

বিধবৎস নীলিমা প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে রৌদ্র কারোটিতে নিরালোকে দিব্যরথে বন্দী শিবির থেকে প্রতিদিন ঘরহীন ঘরে বাংলাদেশ স্বপ্ন দেখে উদ্ভট উটের পিঠে চলেছে স্বদেশ।

## বেগম রোকেয়া

### মনে রাখার সহজ উপায়

পদ্মরাগ ও মতিচূর অবরোধবাসিনী সুলতানার স্বপ্নকে ডিলিসিয়া দ্বারা হত্যা করতে চাইল।

উপন্যাস :- অবরোধ বাসিনী রোকেয়া পদ্মরাগ উপন্যাস লেখেন।

প্রবন্ধ :- মতিচূর, ডিলিসিয়া হত্যা

ইংরেজী রচনা :- Sultana's Dream

উপন্যাস: পদ্মরাগ।

সাহিত্যকর্ম: মতিচূরের সুলতানার স্বপ্ন আজ অবরোধবাসিনী।

## কায়কোবাদ

### মনে রাখার সহজ উপায়

- (১) অশ্রুমালা মহরম শরীফে কুসুম কাননে গিয়ে অমিয় ধারায় বিরহ বিলাপ করিতেছে, কারণ কিছুক্ষণ পরে তাকে শিব মন্দিরের পাশে মহাশ্মশানে গিয়ে শ্মশান ভস্ম করা হবে।
- (২) মহাকাব্য :- মহাশ্মশান (পানি পথের তৃতীয় যুদ্ধ)।
- (৩) কাব্যগ্রন্থ :- প্রেম পারিজাত শিব মন্দির হতে বিরহ বিলাসী কায়কোবাদ কুসুম কাননের প্রেমের ফুল তুলে অমিয় ধারার অশ্রুমালা নিয়ে মহরম শরীফে রওনা দিলেন।
- (৪) কাব্য: অমিয়ার সাথে কুসুমের আর দহরম মহরম নেই বিরহ চলছে। তাই সে মহাশ্মশানের শিব মন্দিরে অশ্রুমালা বিসর্জন দিল

# বাংলা সাহিত্য

(৫) আমিয়ধারা, কুসুমকানন, মহরম শরীফ, বিরহ বিলাপ, শিব মন্দির, অশ্রুমালা

(৬) মহাশাশানঃ বাংলা সাহিত্যের মুসলমান কর্তৃক রচিত ১ম মহাকাব্য। মহাশাশান ১৯০৩ সালে রচিত হয়। এটি পানি পথের তৃতীয় যুদ্ধ নিয়ে রচিত

সৈয়দ ইসমাইল হোসেন  
সিরাজী

মনে রাখার সহজ উপায়

ইসমাইল হোসেন সিরাজী স্পেন বিজয় করে রায়নন্দিনী ও তারাবাঈকে নিয়ে অনল তুরস্ক ভ্রমণ করলেন।

উপন্যাসঃ রানুর ফিতা

উপন্যাসঃ

রা – রায় নন্দিনী

নুর – নুর উদ্দিন

ফি – ফিরোজা বেগম

তা – তারাবাঈ

কাব্য ও মহাকাব্যঃ নব – উদ্দীপনা উচ্ছ্বাসে অনল প্রবাহে তুরস্কে ভ্রমণ করে স্পেন বিজয় করল

কাব্যঃ

উদ্দীপনা

উচ্ছ্বাস

অনল প্রবাহ

ভ্রমণ কাহিনীঃ তুরস্ক ভ্রমণ

মহাকাব্যঃ স্পেন বিজয়

প্রিন্সিপাল ইব্রাহীম খাঁ

ইব্রাহীম খাঁর আনোয়ার পাশা ইস্তম্বুলের যাত্রীর পত্র পেয়ে সোনার শিকল ছেড়ে কাফেলায় গেল।

গোলাম মোস্তাফা

মনে রাখার সহজ উপায়

গোলাম মোস্তাফার বনি আদম বিশ্বনবী রক্তরাগে বুলবুলিস্ত্রন হয়ে সাহারার হাস্সাহেনা নীচে বসলেন।

শওকত ওসমান

মনে রাখার সহজ উপায়

# বাংলা সাহিত্য

উপন্যাস :- নেকড়ে অরণ্যে ক্রীত দাসের হাসির সাবেক কাহিনী আমলার মামলায় প্রস্ফুট ফলক কাকের মনি হয়ে বলল : হে জননী, জন্ম যদি তব বঙ্গে জাহান্নাম হতে বিদায়।

জননী ক্রীতদাসের হাসি দেখতে পুরাতন খঞ্জর হাতে জলাংগী পার হয়ে নেকড়ে অরণ্যে প্রবেশ করলো। রাজসাম্রাজ্য দুই সৈনিক রাজা উপাখ্যানে চৌরসন্ধি করে পতঙ্গপিঞ্জর ভেঙ্গে জাহান্নাম হইতে বিদায় নিল।

গল্প: আমলার মামলায় ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী উভয়শৃঙ্গ তস্কর ও লস্কর পিঁজরাপোলে ওটেন সাহেবের বাংলায় জুনা আপা ও অন্যান্য গল্প গুনে প্রস্তুতফলকে লিখে দিল ‘জন্ম যদি তব বঙ্গে’।

## সৈয়দ আলী আহসান

কাব্যগ্রন্থ :- আমার পতিদিনের স্বপ্ন অনেক আকাশের নীচে এককসন্ধ্যায় বসন্তের মৌসুমে সহসা সচকিত হয়ে বললো আমরা মহা সমুদ্রেই যাবো।

অঙ্গীকৃত: আমার সাক্ষ্য।

কাব্যগ্রন্থ: আমার পতিদিনের শব্দ স্বপ্ন অনেক আকাশ সাথে নিয়ে বলে সমুদ্রে যাবে, কিন্তু একক সন্ধ্যায় বসন্তের সহসা সচকিত এ উচ্চারণ থেমে গেল।

## সুকান্দ ভট্টাচার্য

মনে রাখার সহজ উপায়

কাব্য গ্রন্থ :- গীতিগুচ্ছ এর ছাড়পত্র এবং হরতাল এর পূর্বাভাস পেয়ে অভিযান করীর চোখে ঘুম নেই।

কাব্যগ্রন্থ: হরতালের অভিযানে আজ ঘুম নেই, এ আকাল যেন ছাড়পত্রের পূর্বাভাস।

## শামসুদ্দিন আবুল কালাম

মনে রাখার সহজ উপায়

শামসুদ্দিন আবুল কালামের কাশবনের কন্যা কাঞ্চনমালা কাঞ্চন গ্রামে আলমগরের উপকথা রচনা করল।

## আল মাহমুদ

- (১) আলমাহমুদের বখতিয়ারের ঘোড়া কালের কলস নিয়ে সোনালী কাবিনের জন্য লোক লোকান্তরে হয়ে পাখির কাছে ফুলের কাছে ঘুরে বেড়ায়।
- (২) আল মাহমুদের কাবিনের বোন ডাঙ্কী আগুনের মেয়েকে নিয়ে উপমহাদেশ ঘুরে বেড়ায়।

কাব্য: কালের কলসে হারিয়ে যাওয়া লোক-লোকান্তরে প্রচলিত কাহিনী-বখতিয়ারের ঘোড়ায় সোনালী কাবিন চাপিয়ে আল-মাহমুদ এক চক্ষু হরিণ শিকার করেছিলেন  
লোক লোকান্তরে

# বাংলা সাহিত্য

কালের কলস  
সোনালী কাবিন  
বখতিয়ার ঘোড়া  
একচক্ষু হরিণ

উপন্যাস: আগুনের মেয়ে সুন্দর পুরুষকে দেখে তার ডাহকী রূপ ধারণ করেছিল  
ডাহকী  
আগুনের মেয়ে  
পুরুষ মেয়ে  
গল্পঃ পানকৌড়ির রক্ত

## বিহারীলাল চক্রবর্তী

বিহারীলাল চক্রবর্তী – ভোরের পাখি  
বিহারীলাল চক্রবর্তী – গীতিকবিতার জনক  
বিহারীলাল চক্রবর্তী– রবিঠাকুরের কাব্য গুরু

পত্রিকা: অবোধ বন্ধু বিহারীলাল সাহিত্য সংক্রান্টিতে পূর্ণিমার হাত ধরে বসে আছে

কাব্যঃ বংগ সুন্দরী সারদার সংগীতের প্রতি নিসর্গ প্রেম তার স্বপ্ন ও মনে সাধের আসন গেড়ে বসেছে

বংগ সুন্দরী, সারদা মঙ্গল, সংগীত শতক, নিসর্গ সন্দর্শন, প্রেম প্রবাহিনী, স্বপ্ন দর্শন, সাধের আসন

## নবীন চন্দ্র সেন

পলাশীর যুদ্ধ এবং কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধের দুই সৈনিক রৈবতক আর প্রভাস যুদ্ধ না করে অবকাশ রঞ্জিনী পালন করছিল

পলাশীর যুদ্ধ– গাঁথাকাব্য  
কুরুক্ষেত্র, রৈবতক, প্রভাস– ত্রয়ী মহাকাব্য  
অবকাশ রঞ্জিনী– কাব্য

## অমিয় চক্রবর্তী

কাব্যগ্রন্থঃ হারানো অর্কিডের পুঞ্জিত ইমেজে অমরাবতীর আর পালা বদল হয় না, দূরবর্তী একমুঠো মাটির দেয়ালে পারাপারের দিন এখন অনিশ্চেষ্ট।

## শা ম সুর রাহমান

# বাংলা সাহিত্য

কাব্যগ্রন্থ: বাংলাদেশ স্বপ্ন দেখে উঠলো দুঃসময়ের মুখোমুখি বন্দী শিবির থেকে, বললো, আমি অনাহারী, বিধ্বস্ত নীলিমা, ফিরিয়ে নাও ঘাতক কাঁটা। রৌদ্র করোটিতে তখন প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে, এক ফোঁটা কেমন অনল বরলো বুক তার বাংলাদেশের হৃদয়।

শিশু সাহিত্য: এলার্টি বেলাটিং একটা স্মৃতির শহর, সেখানে গোলাপ ফোঁটে খুকির হাতে, আজও ধান ভানলে কুঁড়ো দেব।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ

## ঐতিহাসিক ও পৌরণিক নাটক

ছত্রপতি শিবাজীর মী-সি-লে রাবন পাণ্ডবকে বধ করে অ-জানা বনবাসে সীতাকে হরণ করলেন ছত্রপতি শিবাজী

মী – মীরজাফর

সি– সিরাজদৌলা

— লক্ষণবধ

— রাবনবধ

—পান্ডব গৌরব

— অভিমন্যু বধ ও সীতা হরণ— পৌরণিক

— জনা

সুফিয়া কামাল

## উপন্যাস: অলুয়া

কাব্যগ্রন্থ: এই উদাত্ত পৃথিবীতে মন ও জীবন সাঁঝের মায়ায় মায়া কাজল পড়েছে। এ অভিযাত্রিকের শেষ মোর যাদুদের সমাধি পরে।

গল্পগ্রন্থ: কেয়ার কাঁটা।

সেলিনা হোসেন

হাঙর নদী গ্রেনেডে জলোচ্ছ্বাস দেখে কালকেতু ফুল-রা পোকামাকড়ের ঘর বসতির যাপিত জীবন ছেড়ে নিরলস ঘন্টাধনি শুনে মগ্ন চৈতন্যে শিস দিতে দিতে নীলময়ুরের যৌবনে ফিরে গেল।

আলাউদ্দীন আল আজাদ

# বাংলা সাহিত্য

কর্ণফুলির মানচিত্রে তেইশ নম্বর তৈলচিত্রে ধানকন্য়ার মৃগনাভি দেখে শীতের শেষ রাত বসন্তের প্রথম দিনে ক্ষুধা ও আশা নিয়ে জেগে আছি।

## হাসান আজিজুল হক

শীতের অরণ্যে জীবন ঘষে আগুন; আমরা অপেক্ষা করছি রোদে যাব। নামহীন গোত্রহীন আগুন পাখি আত্মজা ও একটি করবী গাছ দেখে পাতালে হাসপাতলে গেল।

### গ্রন্থকার, জীবনকাল, জন্মস্থান, গ্রন্থের প্রকৃতি ও গ্রন্থ

গ্রন্থকার	জীবনকাল	জন্মস্থান	গ্রন্থ	গ্রন্থের প্রকৃতি
*ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত	১৮১২-১৮৫৯	চব্বিশ পরগনা, ভারত	কালী কীর্তন, পাষাণ পীড়ন, প্রবোধ প্রভাকর (১৮৫৮), হিত প্রভাকর, কবিতা সংগ্রহ, বোধেন্দ্র বিকাশ	কাব্য
*প্যারীচাঁদ মিত্র	১৮১৪-১৮৮৩	কলকাতা, ভারত	আলালের ঘরের দুলাল (১৮৫৮), রামারঞ্জিকা (১৮৬০)	উপন্যাস
মদনমোহন তর্কালঙ্কার	১৮১৭-১৮৫৮	নদীয়া, ভারত	মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায় (১৮৫৯) আধ্যাত্মিক (১৮৬০), অভেদী (১৮৭১)	গদ্য
*ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর	১৮২০-১৮৯১ জন্ম-২৬ সেপ্টেম্বর-১৮২০ মৃত্যু- ২৯ জুলাই-১৯৯১	মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত	রসতরঙ্গিনী (১৮৩৪), বাসবদত্তা (১৮৩৬)	গদ্যগ্রন্থ
			দ্রাশি• বিলাস (১৮৬৯), শকুন্তলা (১৮৫৪), সীতার বনবাস (১৮৬০), বেতাল পঞ্চবিংশতি (১৮৪৭)	অনুবাদ গ্রন্থ
			জীবনচরিত (১৮৪৯), বোধোদয় (১৮৫১), বাংলার ইতিহাস (১৮৪৮), ব্রজবিলাস (১৮৮৪), রত্নপরীক্ষা (১৮৮৬), বিদ্যাসাগর চরিত (১৮৯১), অতি অল্প হইল (১৮৭৩), আবার অতি অল্প হইল (১৮৭৩)	সাহিত্যকর্ম
			বর্ণপরিচয়, কথামালা (১৮৫৬), আখ্যান মঞ্জুরী	শু্কল পাঠ্যবই
অক্ষয়কুমার দত্ত	১৮২০-১৮৮৬	বর্ধমান, ভারত	ভ• গোল (১৮৪১), চারপাঠ (তিন খণ্ড, ১৮৫৩-১৮৫৯), পদার্থ বিদ্যা (১৮৫৬), ধর্মনীতি (১৮৫৫) ও বাহ্যবস্তু সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার (১ম খণ্ড ১৮৫১, ২য় খণ্ড ১৮৫৩)	পাঠ্যপুস্তক
রামনারায়ণ তর্করত্ন	১৮২২-১৮৮৬	কলকাতা, ভারত	কুলীনকুলসর্বস্ব (১৮৫৪), বেণী সংহার (১৮৫৬), রত্নাবলী (১৮৫৮), রক্ষণীহরণ (১৮৭১), স্বপ্নধন (১৮৭৩), ধর্মবিজয় (১৮৭৫), কংসবধ (১৮৭৫), নবনাটক (১৮৮৬), মালতী মাধব	নাটক
			যেমন কর্ম তেমন ফল, উভয় সংকট	প্রহসন
*মাইকেল মধুসূদন দত্ত	১৮২৪-১৮৭৩ জন্ম ২৫ জুন, ১৮২৪ মৃত্যু ২৯ জুন, ১৮৭৩	সাগরদাঁড়ি, যশোর	শর্মিষ্ঠা (১৮৫৮), পদ্মাবতী (১৮৬০), কৃষ্ণকুমারী (১৮৬১) মায়াকানন (১৮৭৩)	নাটক
			একেই কি বলে সভ্যতা (১৮৫৮), বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ (১৮৫৯)	প্রহসন

# বাংলা সাহিত্য

গ্রন্থকার	জীবনকাল	জন্মস্থান	গ্রন্থ	গ্রন্থের প্রকৃতি
			মেঘনাদবধ কাব্য (১৮৬১)	মহাকাব্য
			এঃযব ঈধড়ুরাব খধফরব (১৮৪৮) বীরাজনা (১৮৬২), ব্রজাঙ্গনা (১৮৬১), চতুর্দশপদী কবিতাবলী (১৮৮৬), তিলোত্তমা সম্ভব কাব্য (১৮৬০)	কাব্যগ্রন্থ
রাজনারায়ণ বসু	১৮২৬-১৮৯৯ জন্ম ৭ সেপ্টেম্বর, ১৮২৬ মৃত্যু ২৯ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৯	চব্বিশ পরগনা, ভারত	ব্রাহ্মসাধন (১৮৬৫), হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব (১৮৭৩), সেকাল আর একাল (১৮৭৪), সারধর্ম (১৮৮৬), বৃদ্ধ হিন্দুর আশা (১৮৮৭), বঙ্গদেশে ভ্রমণ	সাহিত্যকর্ম
ড॰ দেব মুখোপাধ্যায়	১৮২৪-১৮৯৮	কলকাতা, ভারত	শিক্ষাবিষয়ক গ্রন্থ• ১ব (১৮৫৬), প্রাকৃতিক বিজ্ঞান (১ম খণ্ড ১৮৫৮, ২য় খণ্ড ১৮৬৯), পুরাবৃত্তসার (১৮৫৮), ক্ষেত্রতত্ত্ব (১৮৬২)	গদ্য রচনা
			ইংল্যান্ডের ইতিহাস (১৮৬২), বাঙালার ইতিহাস (১৯০৪), রোমের ইতিহাস (১৮৬৩), ভারতবর্ষের ইতিহাস	ইতিহাস গ্রন্থ
			পারিবারিক গ্রন্থ (১৮৮২), সামাজিক প্রবন্ধ (১৮৯২), আচার প্রবন্ধ (১৮৯৮)	প্রবন্ধ
রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়	১৮২৭-১৮৮৭	কলকাতা, ভারত	পদ্মিনী উপাখ্যান (১৮৫৮), কাঞ্চী কাবেরী (১৮৭৯), কর্মদেবী (১৮৭২), শ• র সুন্দরী (১৮৬৮)	কাহিনীকাব্য
			কুসুমাজ্জলি (১৮৭২), ভেক মুখিকের যুদ্ধ (১৮৫৮), প্রবন্ধ (১৮৯৮)	অনুবাদ
*দীনবন্ধু মিত্র	১৮৩০-১৮৭৩	নদীয়া, ভারত	নীলদর্পণ (১৮৬০), নবীন তপস্বিনী, লীলাবতী	নাটক
			সধবার একাদশী (১৮৬৬), বিয়ে পাগলা বুড়ো (১৮৬৬)	প্রহসন
*ভাই গিরিশচন্দ্র সেন	১৮৩৫-১৯১০	নরসিংদী	নীতিমালা, তত্ত্বমালা, তাপসমালা (১৮৮০-১৮৯৬), মহাপুরুষ মুসা, মহাপুরুষ হযরত মুহম্মদের জীবন চরিত	অনুবাদ প্রবন্ধ গ্রন্থ
সঞ্জীব চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১৮৩৫-১৮৯৯	কলকাতা, ভারত	মাধবীলতা (১৮৮৪), দামিনী, কণ্ঠমালা (১৮৭৭), রামেশ্বরের অদৃষ্ট (১৮৭৭), জাল প্রতাপ চাঁদ (১৮৮৩)	উপন্যাস
			যাত্রা (১৮৭৫), সৎকার, বাল্য বিবাহ	প্রবন্ধ
			পালামো (১৮৮৭-১৮৭৯)	ভ্রমণ কাহিনী
বিহারীলাল চক্রবর্তী	১৮৩৫-১৮৯৪	পশ্চিমবঙ্গ, ভারত	সঙ্গীত শতক (১৮৬২), বন্ধু বিয়োগ (১৮৭০), প্রেম প্রবাহিণী (১৮৭০), সাধের আসন (১২৯৫-৯৬ বঙ্গাব্দ), সারদা মঞ্জল (১৮৭৯), বাউল বিংশতি (১৯২৪)	গীতিকাব্য
			স্বপ্নদর্শন (১৮৬৩)	রূপক কাব্য
			প• পিমা (১৮৫৯), সাহিত্য সংক্রাম• (১৮৬৩), অবোধ বন্ধু (১২৭৫ বঙ্গাব্দ)	পত্রিকা
হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	১৮৩৮-১৯০৩	হুগলি, ভারত	বীরবাহু (১৮৬৪), চিল• ১তরঙ্গিনী (১৮৬১), ভারত সঙ্গীত, আশা কানন (১৮৭৬), দশ মহাবিদ্যা (১৮৮২)	কাব্য
			ছায়াময়ী (১৮৮০), বঙ্গাব্দ, বিবিধ কবিতা	রূপক কাব্য
			বৃহৎসংহার (১৮৭৭)	মহাকাব্য
			নলিনীবস• (১৮৭০), রোমিও জুলিয়েট (১৮৯৫)	অনুবাদ



# বাংলা সাহিত্য

গ্রন্থকার	জীবনকাল	জন্মস্থান	গ্রন্থ	গ্রন্থের প্রকৃতি
সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার	১৮৩৮–১৮৭৮	যশোর	ষড়ঋতু বর্ণন (১৮৫৬), সবিতা সুদর্শন (১৮৭০), মাদক মঙ্গল (১২৭৪ বঙ্গাব্দ), মহিলা (১৮৮০), ফুল-রা (১২৭৫ বঙ্গাব্দ)	কাব্যগ্রন্থ
			বর্ষবর্তন (১৮৭২)	অট্চিল্লি• ১ ও নীতিম• লক কাব্য
*বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১৮৩৮–১৮৯৪ জন্ম-২৭-এ জুন, ১৮৩৮ মৃত্যু-৮-এ এপ্রিল, ১৮৯৪	চব্বিশ পরগনা, ভারত	কপালকুণ্ডলা (১৯৬৬), দুর্গেশ নন্দিনী (১৮৬৫), বিষবৃক্ষ (১৮৭৩), কৃষ্ণকাল্ম• র উইল, চন্দ্রশেখর (১৮৭৫), দেবী চৌধুরাণী (১৮৮৪), রাজ সিংহ (১৮৮২), ইন্দিরা (১৮৭৩), মুণালিনী (১৮৬৯), আনন্দ মঠ (১৮৮৪), সীতারাম (১৮৮৭), রজনী (১৮৭৭)	উপন্যাস
			লোক রহস্য (১৮৭৪), সাম্য, কমলাকাল্ম• র দণ্ডর (১৮৭৫), বিবিধ প্রবন্ধ (১৮৮৭), বিজ্ঞান রহস্য (১৮৭৫), কৃষ্ণ চরিত (১৮৭৬), বঙ্গদেশের কৃষক	প্রবন্ধগ্রন্থ
কালীপ্রসন্ন সিংহ	১৮৪০–১৮৭০	জোড়াসাঁকে ১ কলকাতা, ভারত	নববারু বিলাস, বিক্রমউর্বশী (১৮৫৭), সাবিত্রী সত্যবান (১৮৫৮), লোক চরিত্র, বাবু, মালতী-মাধব (১৮৫৯)	নাটক
			হুতোম প্যাঁচার নকশা (১ম ১৮৬২ ও ২য় ১৮৬৫)	ব্যঙ্গ রচনা
			বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা, বিবিধার্থ সংগ্রহ, পরিদর্শক (১৮৬১)	সম্পাদনা
নবীনচন্দ্র সেন	১৮৪৭–১৯০৯	চট্টগ্রাম	অবকাশ রঞ্জিনী (১৮৭১), পলাশীর যুদ্ধ (১৮৭৫), রঙ্গমতী (১৮৮০), ক্লিওপেট্রা (১৮৭৭), ভারত উচ্ছ্বাস	কাব্যগ্রন্থ
			রৈবতক (১৮৮৭), কুরঙ্গক্ষেত্র (১৮৯৩), প্রভাস (১৮৯৬)	ত্রয়ী মহাকাব্য
			ভানুমতী (১৯০০)	কাব্য উপন্যাস
			প্রবাসের পত্র (১৮৯২)	প্রবন্ধ
			খৃস্ট, অমিতাভ (১৮৯৫)	জীবনীম• লক কাব্য
*মীর মশাররফ হোসেন	১৮৪৭–১৯১১ জন্ম : ১৩ই নভেম্বর, ১৮৪৭ মৃত্যু : ১৯-এ নভেম্বর, ১৯১১	কুষ্টিয়া	বিষাদসিঙ্কু (১৮৯১), গাজী মিয়া'র বস• ১নী (১৮৯৯), রত্নাবতী (১৮৬৯), উদাসীন পথিকের মনের কথা (১৮৯০), রাজিয়া খাতুন, বাঁধাখাতা, নিয়তি কি অবনতি (১৮৮৯)	উপন্যাস
			গোড়াই ব্রিজ (১৮৭৩), বাজীমাং, সঙ্গীত লহরী (১৮৮৭), পঞ্চনারী (১৯০৭), মোসলেম বীরত্ব (১৯০৭)	কাব্য
			বস• কুমারী (১৮৭৩), জমিদার দর্পণ (১৮৭৩), বেহুলা গীতাভিনয় (১৮৮৯)	নাটক
			এর উপায় কি (১৮৭৫), ভাই ভাই এইতো চাই, ফাঁস ও কাগজ, একি (১৮৮৯)	প্রহসন
			আমার জীবন (১৯০৮), গো-জীবন, বিবি কুলসুম (১৯১০)	জীবনীগ্রন্থ
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী	১৮৫৩–১৯৩১	নৈহাটি, ভারত	বৌদ্ধ গান ও দোঁহা (১৯১৬)	সম্পাদিত গ্রন্থ
গোবিন্দচন্দ্র দাস	১৮৫৫–১৯১৮	জয়দেবপুর, গাজীপুর	প্রস• ন, প্রেম ও ফুল, কস্তুরী, বৈজয়ন্তী, কুম্ভুম, শোক ও সান্ধ• না, ফুলেরণু, শোকোচ্ছ্বাস, চন্দন (১৯০৩)	কাব্য

# বাংলা সাহিত্য

গ্রন্থকার	জীবনকাল	জন্মস্থান	গ্রন্থ	গ্রন্থের প্রকৃতি
স্বর্ণকুমারী দেবী	১৮৫৫-১৯৩২	কলকাতা	মেবার রাজ (১৮৭৭), মালতী (১৮৮০), হুগলীর ইমাম বাড়ি (১৮৮৮), বিদ্রোহ (১৮৯০) বসন্ত• উৎসব (১৮৭৯), ছিন্নমুকুল (১৮৭৯), দীপ নির্মাণ, ফুলের মালা	উপন্যাস নাটক
*কায়কোবাদ	১৮৫৭-১৯৫১ জন্ম: ১৮৫৭ মৃত্যু : ২১-এ জুলাই ১৯৩১	নবাবগঞ্জ, ঢাকা	মহাশ্মশান (১৯০৪) অমিয়ধারা (১৯২৩), মহরম শরীফ (১৩৩২), প্রেমের ফুল, প্রেম পারিজাত, শিবমন্দির (১৯২১), বিরহ বিলাস (১৮৭০), কুসুম কানন (১৮৭৩) অশ্রু মালা (১৮৯৫)	মহাকাব্য কাব্য গীতিকাব্য
দেবেন্দ্রনাথ সেন	১৮৫৮-১৯২০	উত্তর প্রদেশ, ভারত	ফুলবালা (১৯৮০), উর্মিমালা (১৮৮১), নির্ঝরিনী (১৮৮১), অশোক-গুচ্ছ (১৯০০), হরিমঙ্গল (১৯০৫), কার্তিক মঙ্গল (১৯১২), গোলাপগুচ্ছ (১৯১২)	কাব্যগ্রন্থ
শেখ আবদুর রহিম	১৮৫৯-১৯৩১	চব্বিশ পরগনা, ভারত	ইসলাম ইতিবৃত্ত (১৯১০), হজ্জবিধি (১৯০৩), হযরত মুহম্মদের জীবন চরিত ও ধর্মনীতি (১৮৮৮), খোৎবা (১৯৩২)	প্রবন্ধগ্রন্থ
অক্ষয়কুমার বড়াল	১৮৬০-১৯১৯	পশ্চিমবঙ্গ, ভারত	কনকাঞ্জলি (১৮৮৫), এষা (১৯১১), প্রদীপ (১৮৮৪), ভুল (১৮৮৭)	কাব্য
অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়	১৮৬১-১৯৩০	কুষ্টিয়া	সিরাজদ্দৌলা (১৮৯৮), সীতারাম রায় (১৮৯৮), মীরকাসিম (১৯০৬), ফিরিঙ্গী বণিক (১৯২২)	ইতিহাস ভিত্তিক রচনা
*রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৮৬১-১৯৪১	জোড়াসাঁকো , কলকাতা, ভারত	বনফুল (১২৮৬), প্রভাত সঙ্গীত, সন্ধ্যা সঙ্গীত (১২৮৯), কড়ি ও কোমল (১২৯৩), ভানু সিংহ ঠাকুরের পদাবলী (১২৯১), মানসী (১২৯৭), সোনার তরী (১৮৯৪), কল্পনা (১৩০৭), ক্ষণিকা (১৩০৭) গীতাঞ্জলি (১৯১০), গীতিমাল্য (১৩১৮), গীতালী (১৩২১), সেজুতি (১৩৪৫), বনবানী (১৩৩৮), বলাকা (১৯১৫), প• রবী (১৩৩২), মহুয়া (১৩৩৬), পুনশ্চ (১৩৩৯), সানাই, পত্রপুট, জন্মদিনে (১৩৪৮), শেষ লেখা, চৈতালি (১৩০৩), নবজাতক (১৩৪৭) ডাকঘর (১৯১২), অচলায়তন (১৯১১), মুক্তধারা, রাজা (১৩১৭), চিরকুমার সভা, তাসের দেশ (১৯৩৩), রক্তকরবী (১৯২৪), বিসর্জন (১২৯৭), কালের যাত্রা, গৃহ প্রবেশ, অরুণপরতন, মুকুট (১৩১৫), মালিনী (১৩০৭), বাঁশরী (১৩৪০), কাল মৃগয়া (১২৮৯), তপতী (১৩৩৬), রথযাত্রা (১৩০০), বিনি পয়সার ভোজ (১৩১৪) নৌকাডুবি (১৩১৩), রাজর্ষি (১২১৩), যোগাযোগ (১৩৩৬), গোরা (১৩১৬), ঘরে বাইরে (১৯১৬ ইং), শেষের কবিতা (১৩৩৬), চতুরঙ্গ (১৩২৩) ছিন্নপত্র, চিঠিপত্র, রাশিয়ার চিঠি কালান্দ• র (১৯৩৯), সভ্যতার সংকট (১৯৪১), স্বদেশ সাহিত্যের স্বরূপ, লোক সাহিত্য, পঞ্চভ• ত, প্রাচীন সাহিত্য, সাহিত্যের পথে, বিচিত্র প্রবন্ধ, সমাজ, শিক্ষা, ধর্ম	কাব্য নাটক উপন্যাস পত্রসাহিত্য প্রবন্ধ সাহিত্য

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৮৬১-১৯৪১

# বাংলা সাহিত্য

গ্রন্থকার	জীবনকাল	জন্মস্থান	গ্রন্থ	গ্রন্থের প্রকৃতি
			চিত্রাঙ্গদা (১২৯৯), চণ্ডালিকা (১৯৩৩), শ্যামা (১৩৩৯)	চিত্রনাট্য
			জাপান যাত্রী (১৯৩১), যুরোপ প্রবাসীর পত্র, জাভা যাত্রীর পত্র	ভ্রমণ কাহিনী
			আমার ছেলেবেলা, জীবন স্মৃতি (১৯১৯), বিদ্যাসাগর চরিত, বুদ্ধদেব	জীবনকথা
*দ্বিজেন্দ্রলাল রায়	১৮৬৩-১৯১৩	কলকাতা, ভারত	আষাঢ়ে (১৮৯৯), আলোচ্য (১৯০৭), ত্রিবেণী (১৯১২), মল্ল (১৯০২)	কাব্য
			প্রায়শ্চিত্ত, তারাবাদি, সীতা, মেবার পতন (১৩১৫ বঙ্গাব্দ), সাজাহান (১৯০৯), নও রজাহান (১৯০৮), রানা প্রতাপসিংহ (১৯০৫), চন্দ্রগুপ্ত (১৯১১), সিংহল বিজয় (১৯১৫), দুর্গাদাস (১৯০৫)	নাটক
			পুনর্জন্ম, সুখী পরিবার	প্রহসন
রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	১৮৬৪-১৯১৯	মুর্শিদাবাদ, ভারত	জিজ্ঞাসা (১৯১০), কর্মকথা, নানা কথা, বিচিত্র জগৎ, প্রকৃতি (১৩০৩ বঙ্গাব্দ)	গদ্য গ্রন্থ ও প্রবন্ধ
কামিনী রায়	১৮৬৪-১৯৩৩	বরিশাল	আলো ও ছায়া (১৮৮৯), নির্মাল্য (১৮৯১), দীপ ও ধূপ (১৯২৯), জীবনপথে (১৯৩০), অশোক সঙ্গীত (১৯১৪)	কাব্য
রজনীকান্ত সেন	১৮৬৫-১৯১০	সিরাজগঞ্জ	কল্যাণী (১৯০৫), অমৃত (১৯১০), আনন্দময়ী (১৯১০), বিশ্রাম (১৯১০), অভয়া (১৯১০), সত্তাবকুসুম (১৯১৩), শেষ দান (১৯২৭)	কাব্য গ্রন্থ
*দীনেশচন্দ্র সেন	১৮৬৬-১৯৩৯	বগজুড়ী গ্রাম, ঢাকা	তিনবন্ধু, রামায়ণী কথা (১৯০৪), বেহুলা (১৯০৭), সতী (১৯০৭), ফুল-রা (১৯০৭)	উপন্যাস
			বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (১৮৯৬) মৈমনসিংহ গীতিকা (১৯২৩), পঞ্চ বর্ষ গীতিকা (১৯২৬)	গবেষণাগ্রন্থ সম্বন্ধনা
*প্রমথ চৌধুরী	১৮৬৮-১৯৪৬	যশোর	সনেট পঞ্চাশৎ (১৯১৩), পদচারণ (১৯১৯)	কাব্য
			বীরবলের হালখাতা (১৯১৬), রায়তের কথা (১৯২৬), নানা কথা (১৯১৯), আমাদের শিক্ষা (১৯২০), প্রবন্ধ সংগ্রহ (১৯৫২-১৯৫৩)	প্রবন্ধ
			চার-ইয়ারী কথা (১৯১৬), আছতি (১৯১৯), নীললোহিত ও গল্প সংগ্রহ (১৯৪১)	গল্প
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৮৭১-১৯৫১	কলকাতা, ভারত	শকুন্তলা (১৮৯৫), ক্ষীরের পুতুল (১৮৯৬), বাংলার ব্রত (১৯১৯), বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী (১৯৪১), জোড়াসাঁকোর ধারে (১৯৪৪), আলোর ফুলকি (১৯৪৭)	সাহিত্যকর্ম
মোহাম্মদ আকরাম খাঁ	১৮৬৮-১৯৬৮	চব্বিশ পরগনা, ভারত	মোহাম্মদ ফা চরিত (১৯২৩), সমাজ ও সমাধান, মোসলেম বাংলার সামাজিক ইতিহাস (১৯৬৫)	প্রবন্ধ
			কোরআন শরীফ (১ম ও ২য় খণ্ড ১৩৩৮ হিজরী) ও আমপারার বাংলা অনুবাদ	অনুবাদ
			দৈনিক আজাদ, দৈনিক খাদেম, সাপ্তাহিক মোহাম্মদী	পত্রিকা
আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদ	১৮৭১-১৯৫৩	চট্টগ্রাম	আরাকান রাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্য (মুহাম্মদ এনামুল হক সহযোগে রচিত ১৯০৫), বাঙালা প্রাচীন পুঁথির বিবরণ (১৩২১ বঙ্গাব্দ), পুঁথি পরিচিতি	প্রবন্ধ
			গোরক্ষ বিজয়, জ্ঞানসাগর, মৃগলুক, গঙ্গামঙ্গল, শ্রীগৌরঙ্গ সন্ন্যাস, রাধিকার মান ভঙ্গ	সম্বন্ধিত গ্রন্থ

# বাংলা সাহিত্য

গ্রন্থকার	জীবনকাল	জন্মস্থান	গ্রন্থ	গ্রন্থের প্রকৃতি
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়	১৮৭৩-১৯৩২	হুগলী, ভারত	রমাসুন্দরী (১৯০৮), জীবনের ম• ল্য (১৯১৭), নবীন সন্ন্যাসী (১৯১২), সিঁদুর কৌটা (১৯১৯), রত্নদ্বীপ (১৯১৫)	উপন্যাস
			নবকথা, ঘোড়শী, নতুন বউ, গল্পবীথি (১৯১৬), বলবান জামাতা, ফুলের ম• ল্য, গল্পাঞ্জলি (১৯১৩)	গল্প
			মানসী, মর্মবাণী	পত্রিকা
*শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১৮৭৬-১৯৩৮ জন্ম-১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭৬; মৃত্যু : ১৬ই জুন, ১৯৩৮	হুগলী, ভারত	পল্লী সমাজ (১৯১৬), গৃহদাহ (১৯২০), চরিত্রহীন (১৯১৭), দেবদাস (১৯১৭), শ্রীকান্ত (১৯১৭), পথের দাবী (১৯২৬), শেষ প্রশ্ন (১৯৩১), বড় দিদি, পশ্চিম মশাই (১৯১৪), চন্দ্রনাথ, দেনা-পাওনা (১৯২৩), শেষের পরিচয়, বিপ্রদাস (১৯৩৫), শুভদা, নববিধান, বিরাজ বৌ (১৯১৪), বৈকুণ্ঠের উইল (১৯১৬), বামুনের মেয়ে (১৯২০), পরিত্যক্তা (১৯১৪), দত্তা (১৯১৮)	উপন্যাস
			স্বামী, নিষ্কৃতি, বিন্দুর ছেলে (১৯২৪), কাশীনাথ, ছবি (১৯২০), মেজদিদি (১৯১৫), রামের সুমতি (১৯১৪), মহেশ, বিলাসী, সতী, মামলার ফল, অনুরাধা	গল্প
			তরঙ্গের বিদ্রোহ (১৯২৯), স্বদেশ ও সাহিত্য (১৯৩২), নারীর মণ্ডল্য, সত্যশ্রয়ী	প্রবন্ধ
			ঘোড়শী, বিজয়া, রমা	নাটক
*ইসমাইল হোসেন সিরাজী	১৮৮০-১৯৩১  ১৮৮০-১৯৩১	সিরাজগঞ্জ	রায়নন্দিনী (১৯১৮), তারাবাঈ (১৯০৮), নবরত্ন (১৯২৩), ফিরোজা বেগম (১৯২৩), জাহানারা	উপন্যাস
			অনল প্রবাহ (১৯০০), উচ্ছ্বাস (১৯০৭), মহাশিক্ষা, উদ্বোধন (১৯০৭), স্বেচ্ছা বিজয়, নব উদ্দীপনা (১৯০৭)	কাব্য
			প্রেমাঞ্জলি (১৯১৬), সঙ্গীত সঞ্জীবনী (১৯১৬)	সঙ্গীত গ্রন্থ
			স্বজাতি প্রেম (১৯০৯), আদব কায়দা শিক্ষা (১৯১৪), সুচিন্তা (১৯১৩), স্বেচ্ছা মুসলমান সভ্যতা (১৯১৬)	প্রবন্ধ
			তুরঙ্গ ভ্রমণ (১৯১০)	ভ্রমণ কাহিনী
			স্বেচ্ছা বিজয়	মহাকাব্য
*বেগম রোকেয়া	১৮৮০-১৯৩২	রংপুর	মতিচূর (১ম খণ্ড ১৯০৪, ২য় খণ্ড ১৯২২), সুলতানার স্বপ্ন, ডিলিসিয়া হত্যা	প্রবন্ধ
			অবরোধবাসিনী (১৯৩১), পদ্মরাগ (১৯২৪)	উপন্যাস
*কাজী ইমদাদুল হক	১৮৮২-১৯২৬	খুলনা	আবদুল-হা (১৯৩৩), লতিকা, আঁখিজল	উপন্যাস
সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত	১৮৮২-১৯২২	চব্বিশ পরগনা, ভারত	বেণু ও বীণা (১৯০৬), কুহ ও কেকা (১৯১২), মনি মঞ্জুষা (১৯১৫), বেলা শেষের গান, বিদায় আরতি (১৯২৪), সন্ধিক্ষণ (১৯০৫), হোমশিখা (১৯০৭), ফুলের ফসল (১৯১১), তুলির লিখন (১৯১৪), অত্র আবীর (১৯১৬)	কাব্য
			তীর্থ সলিল (১৯১৮), তীর্থ রেণু (১৯১০)	অনুবাদ কাব্য
			জনম দুঃখী	উপন্যাস

# বাংলা সাহিত্য

গ্রন্থকার	জীবনকাল	জন্মস্থান	গ্রন্থ	গ্রন্থের প্রকৃতি
*ড. মুহম্মদ শহীদুল-হা	১৮৮৫-১৯৬৯	চব্বিশ পরগনা, ভারত	রবীন্দ্র-ই-ওমর খৈয়াম (১১৪২), শিকওয়াহ ও জওয়ান-ই শিকওয়াহ (১৯৪২), দিওয়ান-ই-হাফিজ	অনুবাদ
			বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত (১৯৬৫), ভাষা ও সাহিত্য (১৯৩১), বাংলা সাহিত্যের কথা (দুই খণ্ড)	ভাষা সংক্রান্ত
যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত	১৮৮৭-১৯৫৪	বর্ধমান, ভারত	মরীচিকা (১৩৩০ বঙ্গাব্দ), মরশীখা (১৩৩৪), মরমায়া (১৩৩৭), ত্রিযামা (১৩৫৫), সায়ম (১৩৪৮)	কাব্য
মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরী	১৮৮৮-১৯৪০	ফরিদপুর	ধর্মের কাহিনী (১৯১৪), শালিঙধারা (১৯১৯), মানব মুকুট (১৯২২)	প্রবন্ধগ্রন্থ
			নঙরনবী (১৯১৮)	শিশুসাহিত্য
*মোহিতলাল মজুমদার	১৮৮৮-১৯৫২	পশ্চিমবঙ্গ, ভারত	স্বপন পসারী (১৩২৮ বঙ্গাব্দ), বিস্মরণী (১৩৩৩), স্বরগরল (১৩৪৩), হেমন্ত গোখলী (১৩৪৮), সাহিত্য বিতান (১৩৪৯), বাংলা কবিতার ছন্দ (১৩৫২)	প্রবন্ধ গ্রন্থ
			বঙ্কিমবরণ (১৩৫৬ বঙ্গাব্দ)	প্রবন্ধ কাব্য
ডা. মোহাম্মদ লুৎফর রহমান	১৮৮৯-১৯৩৬	মাগুরা	উন্নত জীবন (১৯২৭), মহৎ জীবন (১৯২৬), মানব জীবন (১৯২৭), প্রীতি উপহার, উচ্চ জীবন (১৯১৯), সত্য জীবন (১৯৪০)	প্রবন্ধ
			প্রকাশ	কাব্য
			রায়হান (১৯১৯), পথহারা	উপন্যাস
			রাণী হেলেন (১৯৩৪), ছেলেদের মহৎ কথা, কারবালা	শিশুতোষ
*এস. ওয়াজেদ আলী	১৮৯০-১৯৫১	হুগলী, ভারত	নারীশক্তি, সেবা প্রতিষ্ঠান, নারীতীর্থ	সম্প্রদান
			মুসলিম সংস্কৃতির আদর্শ, জীবনের শিল্প (১৯৪১) প্রাচ্য ও প্রতীচ্য (১৯৪৩), ভবিষ্যতের বাঙ্গালী (১৯৪৩)	প্রবন্ধ
			গুলদাস্তা (১৯২৭), মাসুকের দরবার (১৯৩০), দরবেশের দোয়া (১৯৩১), বাদশাহী গল্প (১৯৪৪), গল্পের মজলিস (১৯৪৪)	গল্প
			মোটর যোগে রাঁচি সফর (১৯৪৯), পশ্চিম ভারত (১৯৩৫)	ভ্রমণ কাহিনী
*কাজী নজরুল ইসলাম	১৮৯৯-১৯৭৬	চুরুলিয়া, বর্ধমান, ভারত	গ্রানাডার শেষ বীর (১৯৪০)	উপন্যাস
			শিউলীমালা (১৯৩১), রক্তের বেদন (১৯২৫), ব্যথার দান	গল্প
			মৃত্যুক্ষুধা (১৯৩০), বাঁধনহারা (১৯২৭), কুহেলিকা (১৯৩১)	উপন্যাস
			আলোয়া (১৯৩১), ঝিলিমিলি (১৯৩০), পুতুলের বিয়ে, মধুমালা (১৯৫৯)	নাটক
			রবীন্দ্র-ই-হাফিজ	অনুবাদ

# বাংলা সাহিত্য

গ্রন্থকার	জীবনকাল	জন্মস্থান	গ্রন্থ	গ্রন্থের প্রকৃতি
			অগ্নিবীণা (১৯২২), বিষের বাঁশি (১৯৪০), দোলনচাঁপা (১৯২৩), সিন্ধু হিন্দোল (১৯২৭), ভাঙ্গার গান (১৯২৪), ছায়ানট (১৯২৪), প্রলয় শিখা (১৯৩০), সর্বহারা (১৯২৬), ঝাঙে ফুল (১৯২৬), মরুভাস্কর (১৯৫৭), চক্রবাক (১৯২৯), জিজির (১৯২৮), পণ্ডিতের হাওয়া (১৯২৫), সঞ্চয়ন, সন্ধ্যা (১৯২৯), ফণীমনসা, চিত্তনামা, নতুন চাঁদ, শেষ সওগাত, ঝড়	কাব্য গ্রন্থ
			বুলবুল (১ম খণ্ড ১৯২৮, ২য় খণ্ড ১৯৫২), চোখের চাতক (১৯২৯), চন্দ্রবিন্দু (১৯৪৬), বনগীতি (১৯৩২), গুলবাগিচা (১৯৩৩), গীতি শতদল (১৯৩৪), সুরলিপি (১৯৩৪), গানের মালা (১৯৩৪), সুর মুকুর (১৯৩৪)	গান
			দুর্দিনের যাত্রী (১৯২২), রাজবন্দীর জবানবন্দী, সুরবালা, যুগবাণী (১৯২৬), রাজবন্দীর মুক্তি (১৯২৩)	প্রবন্ধ
শাহাদাৎ হোসেন শাহাদাৎ হোসেন	১৮৯৩-১৯৫৩ ১৮৯৩-১৯৫৩	চব্বিশ পরগনা, ভারত	মৃদঙ্গ (১২৩৫ বঙ্গাব্দ), রূপছন্দা (১৯৫০), মধুচ্ছন্দা, কল্পরেখা (১৯২৯), মঙ্গল	কাব্য
			সরফরাজ খাঁ (১৩২৬ বঙ্গাব্দ), আনারকলি (১৯৪৫), মসনদের মোহ (১৯৪৬)	নাটক
			মরুর কুসুম (১৩২৬ বঙ্গাব্দ), ঘরের লক্ষ্মী, হীরণ লেখা (১৯২০), পারের পথে (১৯২০), স্বামীর ভুল (১৯২১), সোনার কাঁকন (১৯২৩), খেয়াতরী, যুগের আলো (১৯২৪), রিজা (১৯২৭), কাঁটাফুল (১৯৩০), পথের দেখা (১৯২৯)	উপন্যাস
			রূপায়ণ (১৩৪০ বঙ্গাব্দ)	গল্প
*বিভক্তভিত্তিক বন্দ্যোপাধ্যায়	১৮৯৪-১৯৫০	চব্বিশ পরগনা, ভারত	ছেলেদের গল্প (১৯১৪), মোহনভোগ (১৩১১)	শিশুসাহিত্য
			পথের পাঁচালী (১৯২৯), অপরাজিত (১৯৩১), ইছামতী (১৯৪৯), আরণ্যক (১৯৩৮), দেবযান (১৯৪৪), দৃষ্টি প্রদীপ (১৯৩৫), বিচিত্র জগৎ, অভিযাত্রিক (১৯৪০), অশনি সংকেত	উপন্যাস
			মোরিফুল (১৯৩২), সুলোচনা, বনেদীয়া, ফুলবাড়ী, মেঘমল-র (১৯৩১), যাত্রার দল (১৯৩৪), কিন্নর দল (১৯৩৮)	গল্প
			তৃণাকুর (১৯৪৩)	অজীবনীমণ্ড লক
ইব্রাহিম খাঁ	১৮৯৪-১৯৭৮	টাঙ্গাইল	কাফেলা (১৩৫৭ বঙ্গাব্দ), কামাল পাশা (১৩৩৪ বঙ্গাব্দ), আনোয়ার পাশা (১৩৩৭ বঙ্গাব্দ), ওমর ফারুক, ভিস্তি বাদশা (১৩৫৭ বঙ্গাব্দ)	নাটক
			আলু বোখরা (১৯৬০), উল্লাদ (১৯৬৭), দাদুর আসর (১৯৭১), লক্ষ্মীপেঁচা, সোনার শিকল	গল্প
			ব্যঘ্রমামা (১৯৫১), শিয়াল পন্ডিত (১৯৫২), নিজাম ডাকাত (১৯৫০), বেদুঈনদের দেশে (১৯৫৬), ছোটদের মহানবী (১৯৬১), ইতিহাসের আগের মানুষ (১৯৬১), গল্পে ফজলুল হক, ছোটদের নজরুল	শিশুসাহিত্য
			বাতায়ণ (১৩৪৭ বঙ্গাব্দ), লিপি সংলাপ	স্মৃতিকথা

# বাংলা সাহিত্য

গ্রন্থকার	জীবনকাল	জন্মস্থান	গ্রন্থ	গ্রন্থের প্রকৃতি
			ইসলামুল যাত্রীর পত্র (১৯৫৪), নয়া জগতের পথে	ভ্রমণ কাহিনী
			বৌ বেগম (১৯৫৮)	উপন্যাস
কাজী আবদুল ওদুদ	১৮৯৪-১৯৭০	ফরিদপুর	শাস্ত্রত বঙ্গ (১৯৫১), কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, সমাজ ও সাহিত্য (১৯৩৪), আজকার কথা, বাংলার জাগরণ, স্বাধীনতা দানের উপহার, হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ (১৯৩৬), হযরত মুহাম্মদ ও ইসলাম (১৩৭৩ বঙ্গাব্দ), কবিগুরু গ্যেটে (১৩৫৩ বঙ্গাব্দ)	প্রবন্ধ
			দরবেশের দোয়া, গ্রানাদার শেষ বীর, বাদশাহী গল্প, ইরান তুরানের গল্প, গল্পের মজলিস, সুলতান সালাদিন, মীর পরিবার (১৯১৮)	গল্পগ্রন্থ
			নদীবক্ষে (১৯১৮)	উপন্যাস
			ব্যবহারিক শব্দকোষ (বাংলা অভিধান)	সম্প্রদান
ধর্মজিৎ প্রসাদ মুখোপাধ্যায়	১৮৯৪-১৯৬১	হুগলী, ভারত	আবর্ত (১৯৩৭), মোহনা (১৯৪৩)	উপন্যাস
			আমরা ও তাহারা (১৯৩১), কথা ও সুর (১৯৩৮), বক্তব্য (১৯৫৭), চিল্ড্রেনসী (১৯৩৩)	প্রবন্ধ
			রিয়ালিস্ট (১৯৩০), অল্ডশীলা (১৯৩৫)	গল্প
মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী	১৮৯৬-১৯৫৪	সাতক্ষীরা	মহামানুষ মুহসীন (১৯৪০), মরুভাস্কর (১৯৪১), ছোটদের হযরত মোহাম্মদ (১৯৪৮), মণি চয়নিকা (১৯৫১), কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ (১৯৪৯)	জীবনীগ্রন্থ
			স্বর্ণা-নন্দিনী (১৯৪৮)	অনুবাদ
*কাজী মোতাহার হোসেন	১৮৯৭-১৯৮১	কুষ্টিয়া	সঞ্চয়ন (১৯৩৭), নজরুল কাব্য পরিচিতি (১৯৫৫), আলোক বিজ্ঞান (১৯৭৪), গণিত শাস্ত্রের ইতিহাস (১৯৭০), সেইপথ লক্ষ্য করে (১৯৫৮), সিম্বেজিয়াম (১৯৬৫)	গবেষণা গ্রন্থ
*আবুল মনসুর আহমদ	১৮৯৭-১৯৭৯	ময়মনসিংহ	আয়না (১ম খণ্ড ১৯৩৫), ফুড কনফারেন্স (১৯৪৪), আসমানী পর্দা (১৯৬৫)	ছোটগল্প ও রম্য রচনা
			সত্যমিথ্যা (১৯৫৩), আবে হায়াৎ (১৯৬৮), জীবন ক্ষুধা (১৯৫৫)	উপন্যাস
			আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর (১৯৬৯), পাক বাংলার কালচার, শেরে বাংলা থেকে বঙ্গবন্ধু (১৯৭২)	রাজনীতি-বিষয়ক
			আত্মকথা (১৯৭৮)	স্মৃতিকথা
			ছোটদের কাসাসুল আশিয়া (১৯৪৯), গালিভারের সফরনামা (১৯৫৯)	শিশুসাহিত্য
*গোলাম মোস্তফা	১৮৯৭-১৯৬৪	ঝিনাইদহ	রক্তরাগ (১৯২৪), হাসানাহেনা (১৯৩৮), সাহারা (১৯৩৬), খোশরোজ (১৯২৯), বনি আদম (১৯৫৮), কাব্য কাহিনী (১৯৩২), গীতিসঞ্চয়ন (১৯৬৮), তারানা-ই-পাকিস্তান (১৯৫৬)	কাব্য
			বুলবুলিস্তান (১৯৫৯)	কাহিনীকাব্য
			রূপের নেশা, ভাঙ্গা বুক	উপন্যাস
			বিশ্বনবী (১৯৪২), মরু দুলাল, আমার চিন্তাধারা	জীবনীগ্রন্থ
*তারাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়	১৮৯৮-১৯৭১	বীরভূম, ভারত	গগদেবতা, পঞ্চগ্রাম, হাসুলী বাঁকের উপকথা, কবি, নাগিনী কন্যার কাহিনী, এক পশলা বৃষ্টি, নিশিপদ্ম, বিপাশা, চৈতালি ঘণ্টা (১৯৩১),	উপন্যাস

# বাংলা সাহিত্য

গ্রন্থকার	জীবনকাল	জন্মস্থান	গ্রন্থ	গ্রন্থের প্রকৃতি
			ধাত্রী দেবতা (১৯৩৯), জলসাঘর (১৯৪২), গণদেবতা (১৯৪২), কালিন্দী (১৯৪০), আরোগ্য নিকেতন (১৯৫৩), পঞ্চপুঞ্জী (১৯৫৬), রাধা (১৯৫৭), কালরাত্রি	
মোহাম্মদ বরকতুল-াহ	১৮৯৮-১৯৭৪	সিরাজগঞ্জ	পারস্য প্রতিভা (১৯২৪), মানুষের ধর্ম (১৯৩৪), হযরত ওসমান (১৯৬৯), নয়া জাতি স্রষ্টা হযরত মুহম্মদ (সঃ) (১৯৬৩)	গদ্যগ্রন্থ
*জীবনানন্দ দাশ	১৮৯৯-১৯৫৪	বরিশাল	বনলতা সেন (১৯৪২), ধড়সর পাঁচুলিপি (১৯৩৬), সাতটি তারার তিমির (১৯৪৮), রূপসী বাংলা (১৯৫৭), বেলা-অবেলা কালবেলা (১৯৬১), ঝরা পালক (১৯২৮), মহা পৃথিবী (১৯৪৪)	কাব্য
			মাল্যদান (১৯৭৩), সতীর্থ (১৯৭৪)	উপন্যাস
			কবিতার কথা (১৯৫৬), কেন লিখি	প্রবন্ধ গ্রন্থ
বলাই চাঁদ মুখোপাধ্যায়	১৮৯৯-১৯৭৯		তৃণখণ্ড (১৩৫২ বঙ্গাব্দ), জঙ্গম (১৩৫০ বঙ্গাব্দ), দৈরথ (১৩৪৪ বঙ্গাব্দ), নবদিগন্ত (১৩৫৬ বঙ্গাব্দ), আইনের বাইরে, সপ্তর্ষি, শিক্ষার ভিত্তি, কিছুক্ষণ (১৩৪৪ বঙ্গাব্দ), বৈতরণী তীরে (১৯৪৩), মৃগয়া (১৩৪৭ বঙ্গাব্দ), নির্মুখ (১৩৪৭ বঙ্গাব্দ), সে ও আমি (১৩৫০ বঙ্গাব্দ), অগ্নি (১৩৫৩ বঙ্গাব্দ), মানদ (১৩৫৫ বঙ্গাব্দ), কষ্টিপাথর (১৩৫৮ বঙ্গাব্দ), স্থাবর (১৩৫৮ বঙ্গাব্দ), পঞ্চপর্ব (১৩৬১ বঙ্গাব্দ), লক্ষ্মীর আগমন (১৩৬১ বঙ্গাব্দ)	উপন্যাস
বলাই চাঁদ মুখোপাধ্যায়	১৮৯৯-১৯৭৯	পশ্চিমবঙ্গ, ভারত	বনফুলের কবিতা (১৯২৯), ব্যঙ্গকবিতা (১৯২৯), অঙ্গারপণী (১৩৪০ বঙ্গাব্দ), চতুর্দশী (১৯৪৭), করকমলেশু (১৯৪৯)	কাব্যগ্রন্থ
			শ্রীমধুসূদন (১৯৩৯)	জীবনীগ্রন্থ
			বনফুলের গল্প (১৯৩৬), বনফুলের আরো গল্প (১৯৩৮), তন্ত্রী (১৯৫২), উর্মিমালা (১৯৫৫), অদৃশ্য লোক (১৯৪৭), বাহুল্য (১৯৪৩), বিন্দু বিসর্গ (১৯৪৪), অনুগামিনী (১৯৪৭), বনফুলের শ্রেষ্ঠ গল্প (১৩৫৫ বঙ্গাব্দ), নবমঞ্জুরী (১৯৫৪), সপ্তমী (১৯৬০), দণ্ডবীন (১৯৬১)	গল্প
ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৭৮৭-১৮৪৮	কলকাতা	কলিকাতা কমলালয়, নব বাবু বিলাস, নব বিবি বিলাস	গদ্যগ্রন্থ
হানা ক্যাথারিনা ম্যালেস	১৮২৬-৬১		ফুলমনি ও কর্ণার বিবরণ (১৮৫২)	উপন্যাস
খান মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন	১৯০১-১৯৮১	মানিকগঞ্জ	পালের নাও (১৯৫৬), আত্ননাদ (১৯৫৮), হে মানুষ (১৯৫৮)	কাব্য
			ঝুমকোলতা (১৯৫৬)	গল্পগ্রন্থ
			নয়া সড়ক (১৯৬৭), অনাথিনী (১৯২৬), মানুষ	উপন্যাস
			মুসলিম বীরাজনা (১৯৩৬), আমাদের নবী (১৯৪১), খোলাফায়ে রাশেদীন (১৯৫১), সোনার পাকিস্তান (১৯৫৩), বাবা আদম (১৯৫৭), আরব্য রজনী (১৯৫৭), স্বপন দেখি (১৯৫৯), শাপলা শালুক (১৯৬২)	শিশুতোষ গ্রন্থ
			যুগস্রষ্টা নজরুল (১৯৫৭)	জীবনী



# বাংলা সাহিত্য

গ্রন্থকার	জীবনকাল	জন্মস্থান	গ্রন্থ	গ্রন্থের প্রকৃতি
সুধীন্দ্রনাথ দত্ত	১৯০১-১৯৬০	কলকাতা, ভারত	তথী (১৩৩৭ বঙ্গাব্দ), অর্কেস্ট্রা (১৯৩৭), সংকেত, ক্রন্দসী (১৩৪৪ বঙ্গাব্দ), উত্তর ফাঙ্কনী (১৩৪৭ বঙ্গাব্দ), সংবর্ত (১৩৬০ বঙ্গাব্দ), প্রতিদিন (১৩৬১ বঙ্গাব্দ), দশমী (১৩৬৩ বঙ্গাব্দ)	কাব্য
			স্বগত (১৩৪৫ বঙ্গাব্দ), কুলায় ও কালপুরুষ (১৩৬৪ বঙ্গাব্দ)	গদ্যগ্রন্থ
*অমিয় চক্রবর্তী	১৯০১-১৯৮৭	কলকাতা, ভারত	খসড়া (১৩৪৫ বঙ্গাব্দ), এক মুঠো (১৩৪৬), মাটির দেয়াল (১৩৪৯), অভিজ্ঞান বসন্ত (১৩৫০), দত্তরবানী (১৩৫০), পারাপার (১৩৬০), পালাবদল (১৩৬২), ঘরে ফেরার দিন (১৩৬৮), হারানো অর্কিড (১৩৭৩), পুঞ্জিত ইমেজ (১৩৭৪)	কাব্য
			চলো যাই (১৩৬৯), সাম্প্রতিক (১৩৭০), পুরবাসী, পথ অন্বেষী	গদ্য রচনা
গোপাল হালদার	১৯০২-১৯৯৩	বিক্রমপুর	একদা (১৯৩৯), অন্যদিন (১৩৫০), আর এক দিন (১৯৫০)	উপন্যাস
			সংস্কৃতির রূপাল্ডর (১৯৪২), বাঙালি সংস্কৃতির রূপ (১৯৪৭), বাঙালি সংস্কৃতি প্রসঙ্গ (১৯৫৬), বাংলা সাহিত্য ও মানব স্বীকৃতি (১৯৫৬), বাঙালির আশা ও বাঙালির ভাষা (১৯৭২), বাঙলা সাহিত্যের রূপরেখা (১৯৬৮)	সাহিত্যকর্ম
*জসীমউদ্দীন	১৯০৩-১৯৭৬	ফরিদপুর	রাখালী, নকশী কাঁথার মাঠ (১৯২৯), সোজন বাদিয়ার ঘাট (১৯৩৪), ধানক্ষেত (১৯৩৩), বালুচর (১৯৩০), মা যে জননী কান্দে, সুচয়নী (১৯৬১), জলের লেখা, হলুদ বরণী, মাটির কান্না (১৯৫৮), রূপবতী (১৯৪৬), কাফনের মিছিল (১৯৮৮), ভয়াবহ সেই দিনগুলোতে (১৯৭২), মাগো জ্বালায়ে রাখিস আলো (১৯৭৬)	কাব্য
			গাঙ্গের পাড় (১৯৬৪), রঙ্গিলা নায়ের মাঝি (১৯৩৫), জারি গান (১৯৬৮)	গান
			বোবা কাহিনী (১৯৬৪)	উপন্যাস
			পদ্মা পাড় (১৯৫০), বেদের মেয়ে (১৯৫১), গ্রামের মায়া, মধুমাল (১৯৫১), পল-বধ (১৯৫৬)	নাটক
			বাঙালীর হাসির গল্প (১ম খণ্ড ১৯৬০, ২য় খণ্ড ১৯৬৪)	গল্পগ্রন্থ
			জীবন কথা (১৯৬৪), স্মৃতির পট, ঠাকুর বাড়ির আঙ্গিনায় (১৩৬৮ বঙ্গাব্দ), যাদের দেখেছি (১৯৫২)	স্মৃতিকথা
			হাসু (১৯৩৮), এক পয়সার বাঁশী (১৩৫৬), ডালিম কুমার (১৯৫১)	শিশুসাহিত্য
			চলে মুসাফির (১৯৫২), হলদে পরীর দেশ (১৯৬৭), যে দেশে মানুষ বড় (১৯৬৮)	ভ্রমণ কাহিনী
সরোজ কুমার রায় চৌধুরী	১৯০৩-১৯৭২	মুর্শিদাবাদ, ভারত	বন্ধনী (১৯৩১), শৃঙ্খলা (১৯৩২) পঞ্চনিবাস (১৯৩৫), ঘরের ঠিকানা (১৯৩৬), অভিলাষ (১৯৩৮)	উপন্যাস
			মনের গহনে (১৯৩৬), ক্ষুধা	গল্পগ্রন্থ

# বাংলা সাহিত্য

গ্রন্থকার	জীবনকাল	জন্মস্থান	গ্রন্থ	গ্রন্থের প্রকৃতি
আবুল ফজল	১৯০৩-১৯৮৩	চট্টগ্রাম	চৌচির (১৯৩৪), প্রদীপ ও পতঙ্গ (১৩৪৭ বঙ্গাব্দ), রাঙা প্রভাত (১৩৬৪ বঙ্গাব্দ), সাহসিকা, জীবন পথের যাত্রী	উপন্যাস
			শ্রেষ্ঠ গল্প (১৩৭১ বঙ্গাব্দ), নির্বাচিত গল্প (১৯৭৮), মৃতের আত্মহত্যা (১৯৭৮)	গল্প
			কায়েদে আজম (১৯৪৬), প্রগতি (১৯৪৮), স্বয়ম্বর (১৯৬৬)	নাটক
			বিচিত্র কথা (১৩৪৭ বঙ্গাব্দ), সমকালীন চিন্তা (১৯৭০), সাহিত্য সংস্কৃতি ও জীবন (১৯৬৫), সাহিত্য ও সংস্কৃতি সাধনা (১৯৬১), সমাজ সাহিত্য ও রাষ্ট্র (১৯৬৮), মানবতন্ত্র (১৩৭৯), সাহিত্য ও অন্যান্য প্রসঙ্গ (১৯৭৪), একুশ মানে মাথা নত না করা (১৯৭৮), রবীন্দ্র প্রসঙ্গ (১৯৭৯), সফরনামা (১৯৭২)	প্রবন্ধ
			রেখাচিত্র (১৯৬৬), লেখকের রোজনামা (১৯৬৯), দুর্দিনের দিনলিপি (১৯৭২)	আত্ম কাহিনী
মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন	১৯০৪-১৯৮৭	পাবনা	সাহিত্যিক নজিবুর রহমান (১৯৬৭)	দিনলিপি জীবনী ও স্মৃতিকথা
			হারামণি (১ম খণ্ড ১৯৩০, ২য় খণ্ড ১৯৪২, ৩য় খণ্ড ১৯৪৭, ৪র্থ খণ্ড ১৯৫৮, ৫ম খণ্ড ১৯৬১, ৬ষ্ঠ খণ্ড ১৯৬২, ৭ম খণ্ড ১৯৬৫, ৮ম খণ্ড ১৯৭৬, নবম খণ্ড ১৯৮৮, ১০ম খণ্ড ১৯৮৯)	সংকলন
			বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা (১ম খণ্ড ১৯৬০, ২য় খণ্ড ১৯৬৪, ৩য় খণ্ড, ১৯৬৬) ইরানের কবি	প্রবন্ধ
*সৈয়দ মুজতবা আলী	১৯০৪-১৯৭৪	মৌলভীবাজার	পয়লা জুলাই, ধানের মঞ্জুরী (১৯৩৩), শিরনী (১৯৩১), আগর বাতি (১৯৩৮)	গল্প
			পঞ্চতন্ত্র (১৩৫৯ বঙ্গাব্দ), চাচা কাহিনী (১৯৫৯), ময়ূর কণ্ঠী (১৩৫৯ বঙ্গাব্দ), শবনম (১৩৬৭ বঙ্গাব্দ), জলে ডাঙ্গায় (১৩৬৭), পরশ পাথর, চতুরঙ্গ (১৩৬৭ বঙ্গাব্দ), দুহারা, অবিশ্বাস্য, ধূপছায়া, টুনিমেম (১৩৭০ বঙ্গাব্দ), বড় বারু (১৩৭২ বঙ্গাব্দ), শহর ইয়ার (১৩৭৬ বঙ্গাব্দ), কত না অশ্রুজল (১৩৭৮)	গল্পগ্রন্থ
প্রমেন্দ্র মিত্র	১৯০৪-১৯৮৮	বেনারস, ভারত	দেশে-বিদেশে (১৩৫৬ বঙ্গাব্দ)	ভ্রমণ কাহিনী
			পাঁক (১৯২৬), মিছিল (১৯৩৩), উপনয়ন (১৯৩৪), আগামীকাল (১৯৩৪), প্রতিশোধ (১৯৪১), কুয়াশা, প্রতিধ্বনি ফেরে, মনু দ্বাদশ	উপন্যাস
অন্নদাশঙ্কর রায়	১৯০৪-২০০২	উড়িষ্যা, ভারত	পঞ্চ শর (১৯২৯), বেনামী বন্দর (১৯৩০), পুতুল ও প্রতিমা (১৯৩২)	গল্প
			তারঙ্গ্য (১৯২৮), আমরা (১৯৩৭), জীবন শিল্প (১৯৪১), ইশারা (১৯৪৩), বিপ্লব বই (১৯৪৪), জীবন কাঠি (১৯৪৯), দেশ কাল পাত্র (১৯৪৯), প্রত্যয় (১৯৫১), আধুনিকতা (১৯৫৩), দিশা (১৯৭০), শুভোদয় (১৯৭২), রবীন্দ্রনাথ (১৯৬২), আর্ট (১৯৬৮), গান্ধী (১৯৬৯), নতুন করে বাঁচা (১৯৫৩), খোলা মন খোলা দরজা (১৯৬৫)	প্রবন্ধ

# বাংলা সাহিত্য

গ্রন্থকার	জীবনকাল	জন্মস্থান	গ্রন্থ	গ্রন্থের প্রকৃতি
	১৯০৪-২০০২	উড়িষ্যা, ভারত	প্রকৃতি পরিহাস (১৯৩৪), মনপবন (১৯৪৬), যৌবন জ্বালা (১৯৫০), কামিনী-কাঞ্চন (১৯৫৪)	গল্পসংগ্রহ
			সত্যাসত্য (১৯৩২-৪২), আশুন নিয়ে খেলা (১৯৩০), অসমাপিকা (১৯৩৯), না (১৯৫১), কন্যা (১৯৫৩)	উপন্যাস
আব্দুল কাদির	১৯০৬-১৯৮৪	কুমিল-৭	উত্তর বসন্ত (১৯৬৭), দিলরুবা (১৯৩৩)	কাব্য
			বাংলা সনেট, বাংলা কবিতার ইতিহাস, মুসলিম সাধনার ধারা (১৯৪৪), কবি নজরুল (১৯৭০), মওলানা মোহাম্মদ নঈমুদ্দীন (১৯৭৯), কাজী আবদুল ওদুদ (১৯৭৬), মুহম্মদ এনামুল হক বক্তৃতামালা (১৩৯০ বঙ্গাব্দ), ছন্দ সমীক্ষণ (১৯৭৯), লোকায়ত সাহিত্য (১৯৮৫)	প্রবন্ধ
মুহম্মদ এনামুল হক	১৯০৬-১৯৮২	চট্টগ্রাম	আরাকান রাজসভায় বাংলা সাহিত্য (১৯৩৫), মুসলিম বাংলা সাহিত্য (১৯৫৭), বাংলা ভাষার সংস্কার (১৯৪৪), পূর্ব পাকিস্তানে ইসলাম (১৯৪৮), ব্যাকরণ মঞ্জুরী (১৯৫২)	প্রবন্ধ
			আবাহন (১৯২০-১৯২১)	গীতিসংকলন
			বার্ণাধারা ১৯২৮)	কবিতা-সংকলন
			বাংলাদেশের ব্যবহারিক অভিধান (১৯৭৪), মনীষা মঞ্জুষা (১৯৭৫-৭৬), আদ্য পরিচয়, শেখ জাহিদ	সম্পাদনা
			বুলগেরিয়া ভ্রমণ (১৯৭৮)	ভ্রমণ কাহিনী
হুমায়ুন কবির	১৯০৬-১৯৬৯	ফরিদপুর	ধারাবাহিক (১৯৪০), শরৎ সাহিত্যের মডেলতত্ত্ব (১৯৪২), বাংলার কাব্য (১৯৪৫), মার্কসবাদ (১৯৫১), নয়া ভারতের শিক্ষা (১৯৫৫), শিক্ষক ও শিক্ষার্থী (১৯৫৭), মিরজা আবু তালিব খান (১৯৬১), গঁথরস চড়রগরপং রহ ইবহমধষ (১৯৪৩), জধনরহফংধধঃষ ঞঃধমড্ঃব (১৯৪৫), ঞঃযব ইবহমধধষ ঘড়াবষ (১৯৭৮)	প্রবন্ধগ্রন্থ
			নদী ও নারী (১৯৪৫)	উপন্যাস
			স্বপ্নসাধ (১৯২৮), সাথী (১৯৩০), অষ্টাদশী (১৯৩৮)	কাব্যগ্রন্থ
*বন্দে আলী মিয়া	১৯০৬-১৯৭৯	পাবনা	ময়নামতির চর (১৯৩২), কাকলী, অস্জাচল, অনুরাগ (১৯৩২), কাব্য বীথিকা, নীড় ভ্রষ্ট, পদ্মানদীর চর, ক্ষুধিত ধরিত্রী, রূপবতী রাজকন্যা, অরণ্য গোখলি, অনুরাগ (১৯৩২)	কাব্য
			চোর জামাই (১৯২৭), বোকা জামাই (১৯৩৭), মৃগপরী (১৯৩৭), মেঘকুমারী (১৯৩২), কামাল আতাতুর্ক (১৯৪০), ডাইনী বউ (১৯৫৯), রূপকথা (১৯৬০), শিয়াল পুষ্টিতের পাঠশালা (১৯৬৩), ছোটদের নজরুল (১৯৬০)	শিশুতোষ-গ্রন্থ
			সুরলীলা	গান

# বাংলা সাহিত্য

গ্রন্থকার	জীবনকাল	জন্মস্থান	গ্রন্থ	গ্রন্থের প্রকৃতি
*নূরুল মোমেন	১৯০৬-১৯৯০	যশোর	নেমেসিস (১৯৪৮), রূপাল্ডর (১৯৪৭), যদি এমন হতো (১৯৬০), নয়া খান্দান (১৯৬২), আলোছায়া (১৯৬২), শতকরা আশি (১৯৬৭), আইনের অল্লিরাতে (১৯৬৭)	নাটক
			বহুরূপী (১৩৬৫), নরসুন্দর (১৯৬১), হিং টিং ছট (১৯৭০)	রম্য রচনা
আতাউর রহমান খান	১৯০৭-১৯৯১	ঢাকা	ওজারতির দুই বছর (১৯৬৩), শৈশবাচারের দশ বছর (১৯৬৯), প্রধানমন্ত্রিত্বের নয় মাস (১৯৮৭), অবরুদ্ধ নয় মাস (১৯৯০)	স্মৃতিচারণমণ্ডলক রচনা
সত্যেন সেন	১৯০৭-১৯৮১	মুন্সিগঞ্জ	পাপের সল্ডান (১৯৬৯), সাত নম্বর ওয়ার্ড (১৩৭৬ বঙ্গাব্দ), অভিশপ্ত নগরী (১৩৭৪), বিদ্রোহী কৈবর্ত (১৩৭৬), পদচিহ্ন (১৩৭৫), রুদ্ধদ্বার মুক্তপ্রাণ (১৯৭৩), মহাবিদ্রোহের কাহিনী, ভোরের বিহঙ্গী (১৩৬৬), সেয়ানা (১৩৭৫), পুরুষ মেধ (১৯৬৯), আলবেরগনী (১৩৭৬), একুল ভাঙ্গে ওকুল গড়ে (১৯৭১), মা (১৩৭৭), অপরাধেয় (১৩৭৭)	উপন্যাস
			মহাবিদ্রোহের কাহিনী (১৯৫৮), প্রতিরোধ সংগ্রামে বাংলাদেশ (১৯৭১), বাংলাদেশের কৃষকের সংগ্রাম (১৯৭৬), অভিযাত্রী (১৩৭৬), মানব সভ্যতার উষালগ্নে (১৩৭৭)	ইতিহাস
			বিপ-বী রহমান মাস্টার (১৯৭৩), মনোরমা মাসীমা (১৯৭০), সীমান্ত সঙ্ঘর্ষ আবদুল গাফফার খান (১৯৭৬)	জীবনী গ্রন্থ
			গ্রাম বাংলার পথে পথে (১৩৭২), আমাদের এই পৃথিবী (১৩৭৪), এটমের কথা (১৩৭৬), জীববিজ্ঞানের কথা (১৯৭৩), ইতিহাস ও বিজ্ঞান (১৯৭৭-১৯৭৯)	বিবিধ
			পাতাবাহার (১৩৭৪), অভিযাত্রী (১৩৭৬)	শিশুসাহিত্য
সুফী মোতাহার হোসেন	১৯০৭-১৯৭৫	ফরিদপুর	সনেট সংকলন (১৯৬৫), সনেট মালা (১৯৭০), সনেট সঞ্চয়ন (১৯৬৬)	কাব্য
বুদ্ধদেব বসু	১৯০৮-১৯৭৪	কুমিল-৭	বন্দীর বন্দনা (১৯৩০), পৃথিবীর পরে (১৯৩৬), কঙ্কাবতী (১৯৩৭), দময়ন্তী (১৯৪৩), নির্জন স্বাক্ষর, বই ধার দিয়েনা, মর্মবাণী (১৯২৫), দ্রোপদীর শাড়ী (১৯৪৮), শ্রেষ্ঠ কবিতা (১৯৫৩), স্বাগত বিদায় (১৯৭১), পেরেকের গান (১৯৬৬), একদিন চিরদিন (১৯৭১)	কাব্য
			লালমেঘ (১৯৩৪), তিথিভোর (১৯৪৯), কালো হাওয়া (১৯৪২), সাড়া (১৯৩০), সানন্দা (১৯৩৩), পরিক্রমা (১৯৩৮), মৌলিনাথ (১৯৫২), রাতভর বৃষ্টি (১৯৬৭), গোলাপ কেন কালো (১৯৬৮), বিপ্লবী বিস্ময় (১৯৬৯)	উপন্যাস
			মায়া-মালঞ্চ (১৯৪৪), তপস্বী ও তরঙ্গিনী (১৯৬৬), কলকাতার ইলেকট্রো ও সত্যসন্ধ (১৯৬৮)	নাটক
			রেখাচিত্র (১৯৩১), হাওয়া বদল (১৯৪৩), শ্রেষ্ঠ গল্প (১৩৫৯), প্রেমপত্র (১৯৯৭)	গল্প

# বাংলা সাহিত্য

গ্রন্থকার	জীবনকাল	জন্মস্থান	গ্রন্থ	গ্রন্থের প্রকৃতি
কুমিল্লা	১৯০৮-১৯৭৪	কুমিল্লা	হঠাৎ আলোর বালকানি (১৯৩৫), কালের পুতুল (১৯৪৬), সাহিত্য চর্চা (১৩৬১)	প্রবন্ধ
			জাপানি জার্নাল (১৯৬২), দেশান্তর (১৯৬৬), সব পেয়েছির দেশে (১৯৪১)	ভ্রমণ কাহিনী
			আমার যৌবন (১৯৭৬), আমার ছেলেবেলা	স্মৃতিকথা
			কালিদাসের মেঘদূত (১৯৫৭), বোদলেয়ার ও তার কবিতা	অনুবাদ
			হেন্সলিনের কবিতা (১৯৬৭), আধুনিক বাংলা কবিতা (১৯৬৩)	সম্প্রদান
*মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়	১৯০৮-১৯৫৬		পদ্মানদীর মাঝি (১৯৩৬), পুতুলনাচের ইতিকথা (১৯৩৬), জননী (১৯৩৫), দিবারাত্রির কাব্য (১৯৩৫), শহরতলী (১৯৪০), অহিংসা (১৯৪১), শহরবাসের ইতিকথা (১৯৪৬), চতুষ্কোণ (১৯৪৮), জীৱন্ত (১৯৫০), সোনার চেয়ে দামী (১৯৫১), স্বাধীনতার স্বাদ (১৯৫১), ইতিকথার পরের কথা (১৯৫২), আরোগ্য (১৯৫৩), হরফ (১৯৫৪), হলুদ নদী সবুজ বন (১৯৫৬)	উপন্যাস
			অতসী মামী ও অন্যান্য গল্প (১৯৩৫), প্রাগৈতিহাসিক (১৯৩৭), মিহি ও মোটা কাহিনী (১৯৩৮), সরীসৃপ (১৯৩৯), বৌ (১৯৪৩), সমুদ্রের স্বাদ (১৯৪৩), ছোট বকুলপুরের যাত্রী (১৯৪৯), হলুদ পোড়া, আজ কাল পরশুর গল্প, মাটির মাঙল, ছোট বড় (১৯৪৮), ফেরিওয়ালা (১৯৫৩), শ্রেষ্ঠ গল্প (১৯৫০)	গল্পগ্রন্থ
			লেখকের কথা	প্রবন্ধ
বেগম শামসুন নাহার মাহমুদ	১৯০৮-১৯৬৪	ফেনী	পুণ্যময়ী (১৯৩১), রোকেয়া জীবনী (১৯৩৭), বেগম মহল (১৯৩৮), ছেলেবেলার ব্যর্থ সাধনা (১৯৩১), শিশুর শিক্ষা (১৯৩৯), নজরুলকে যেমন দেখেছি (১৯৫৮)	গ্রন্থাবলি
			ঘুম নেই (১৯৭৯), অন্য রকম অভিযান (১৯৮১), যেমন খুশি সাজো (১৯৮১)	নাটক
			নার্স (ইরমান গার্ড ইবার্লি) ১৯৫৮	অনুবাদ
সুবোধ ঘোষ	১৯০৯-১৯৮০	বিহার, ভারত	তিলাজলি (১৯৪৪), গঙ্গোত্রী (১৯৪৭), ত্রিয়ামা (১৯৫৭), প্রেয়সী (১৯৫৭), শতকিয়া, সুজাতা, বাসবদত্তা	উপন্যাস
			ফসিল (১৯৪১), অযাল্লিক (১৯৪০), জতুগৃহ (১৯৫২), গ্রাম যমুনা (১৯৫২), মণিকণিকা (১৯৫২)	গল্প
কাজী কাদের নেওয়াজ	১৯০৯-১৯৮৩	মুর্শিদাবাদ, ভারত	মরাল (১৩৪১ বঙ্গাব্দ), নীল কুমুদী (১৯৬০)	কাব্য
			দাদুর বৈঠক (১৯৪৭)	শিশুতোষ-গ্রন্থ
			দুটি তীরে (১৩৭৩ বঙ্গাব্দ)	উপন্যাস

# বাংলা সাহিত্য

গ্রন্থকার	জীবনকাল	জন্মস্থান	গ্রন্থ	গ্রন্থের প্রকৃতি
বিষ্ণু দে	১৯০৯-১৯৮২	কলকাতা, ভারত	উর্বশী ও আর্টেমিস (১৯৩৩), চোরাবালি (১৯৩৭), সাত ভাই চম্পু (১৯৪৪), তুমি শুধু পাঁচশে বৈশাখ (১৯৫৮), স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যৎ (১৯৬৩), সেই অন্ধকার চাই (১৩৩৭ বঙ্গাব্দ), ইতিহাসের ঐতিহাসিক উল-সে (১৩৭৭), দিবানিশা (১৯৭৬), চিত্ররূপ মন্ত পৃথিবীর (১৯৭৬), উত্তরে থাকো মৌন (১৯৭৭), আমার হৃদয়ে বাঁচো (১৯৮২), ঘোড় সওয়ার, দিবানিশি, পূর্বলেখ, অনিষ্ট, সন্দ্বীপের চর, নাম রেখেছি কোমল গান্ধার	কাব্য
			সাহিত্যের ভবিষ্যৎ (১৯৫২), মাইকেল রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য জিজ্ঞাসা (১৯৬৭)	প্রবন্ধগ্রন্থ
			ইলিয়টের কবিতা (১৯৫০)	অনুবাদ
মোহাম্মদ নাসির আলী	১৯১০-১৯৭৫	মুন্সিগঞ্জ	লেবু মামার সপ্তকাণ্ড (১৯৬৮), বারোশো বানরের পাল-নয় (১৯৭৬), শেষ রাত্রির তারা (১৯৬৬), পদ্মা মেঘনা যমুনা (১৯৬৪)	শিশুসাহিত্য
আ. ন. ম. বজলুর রশীদ	১৯১৯-১৯৮৮	ফরিদপুর	মরু-সূর্য (১৯৬০), শীতে বসন্তে (১৯৬৭), মৌসুমী মন (১৯৭০), রঙ ও রেখা (১৯৬৯), এক বাক পাখি (১৯৬৯), মেঘ বেহাগ (১৯৭১), রক্তকমল (১৯৭২)	কাব্য
			বাড়ের পাখি (১৯৫৯), যা হতে পারে (১৯৬২), উত্তর ফাল্গুনী (১৯৬৪), সংযুক্তা (১৯৬৫), ত্রিমাত্রিক (১৯৬৬), শিলা ও শৈলী (১৯৬৭), সুর ও ছন্দ (১৯৬৭), উত্তরণ (১৯৬৯), রূপান্তর (১৯৭০)	নাটক
			পথের ডাল (১৯৪৯), অলংকার (১৯৫৮), মনে মনান্তরে (১৯৬২), নীল দিগন্ত (১৯৬৭)	উপন্যাস
			জীবন বিচিত্রা (১৯৬২), রবীন্দ্রনাথ (১৯৬১), আমাদের নবী (১৯৪৬), আমাদের কবি (১৯৫১), ইসলামের ইতিবৃত্ত (১৯৭২), জীবনবাদী রবীন্দ্রনাথ (১৯৭২)	প্রবন্ধ
আবু জাফর শামসুদ্দীন	১৯১১-১৯৮৯	গাজীপুর	দ্বিতীয় পৃথিবীতে (১৯৬০), পথ বেঁধে দিল (১৯৬০), দুই সাগরের দেশে (১৯৬৭), পথ ও পৃথিবী (১৯৬৭)	ভ্রমণকাহিনী
			পরিত্যক্ত স্বামী (১৯৪৭), মুক্তি (১৯৪৮), ভাওয়াল গড়ের উপাখ্যান (১৯৬৩), পদ্মা মেঘনা যমুনা (১৯৭৪), প্রপঞ্চ (১৯৮০), দেয়াল (১৯৮৫)	উপন্যাস
			জীবন (১৯৪৮), শেষ রাত্রির তারা (১৯৬৬), রাজেন ঠাকুরের তীর্থ যাত্রা (১৯৭৮), ল্যাংড়ী (১৯৮৪), নির্বাচিত গল্প (১৯৮৮)	গল্প
*সুফিয়া কামাল	১৯১১-১৯৯৯	বরিশাল	বৈহাসিকের পার্শ্বচিন্তা (১৯৮৯), মধ্যপ্রাচ্য, ইসলাম ও সমকালীন রাজনীতি (১৯৮৫), সোচ্চার উচ্চারণ (১৯৭৭)	প্রবন্ধ
			সাঁঝের মায়া, মায়াকাজল, অভিমাত্রিক, উদাত্ত পৃথিবী	কাব্য
			কেয়ার কাঁটা	গল্প

# বাংলা সাহিত্য

গ্রন্থকার	জীবনকাল	জন্মস্থান	গ্রন্থ	গ্রন্থের প্রকৃতি
আকবর হোসেন	১৯১৭-১৯৮১	কুষ্টিয়া	অবাঞ্ছিত (১৯৫০), কি পাইনি (১৯৫২), মেঘ বিজলী বাদল (১৯৬৮), মোহমুক্তি (১৯৫৩), দুদিনের খেলাঘর ১৯৬৫), ঢেউ জাগে (১৯৬১), নতুন পৃথিবী (১৯৭৪)	উপন্যাস
সমর সেন	১৯১৬-১৯৮৭	কলকাতা, ভারত	আলো ছায়া (১৯৬৪)	গল্প
			কয়েকটি কবিতা (১৯৩৭), গ্রহণ (১৯৪০), খোলা চিঠি (১৯৪৩), তিন পুরুষ (১৯৪৪)	কাব্যগ্রন্থ
*আহসান হাবীব	১৯১৭-১৯৮৫	পিরোজপুর	রাত্রিশেষ (১৯৪৭), ছায়া হরিণ (১৯৬২), আশায় বসতি (১৩৮১ বঙ্গাব্দ), প্রেমের কবিতা (১৯৮১), সারা দুপুর (১৯৬৪), মেঘ বলে চৈত্রে যাবো (১৯৭৬), বিদীর্ণ দর্পণে মুখ (১৯৮৫)	কাব্য
			অরণ্য নীলিমা (১৯৬২), রাণী খালের সাঁকো (১৯৬৫), জাফরানী রং পায়রা	উপন্যাস
			ছুটির দিন দুপুরে (১৯৭৮), বৃষ্টি পড়ে টাপুর টাপুর (১৯৭৭), জোছনা রাতের গল্প, ছোটদের পাকিস্তান (১৯৫৪)	শিশুসাহিত্য
*শওকত ওসমান	১৯১৭-১৯৯৮	হুগলী, ভারত	ক্রীতদাসের হাসি (১৯৬২), রাজা উপাখ্যান (১৯৭০), সমাগম (১৯৬৭), বনি আদম, নেকড়ে অরণ্য (১৯৭৩), চৌরসন্ধি (১৯৬৮), জাহান্নাম হতে বিদায় (১৯৭১), পতঙ্গ পিঞ্জর (১৯৮৩), সাবেক কাহিনী, দুই সৈনিক (১৯৭৩), জলঙ্গী (১৯৭৬), জননী	উপন্যাস
			প্রশ্নের ফলক, জন্ম যদি তব বঙ্গে	গল্প
			আমলার মামলা, তক্ষর ও লক্ষর, ডাক্তার আবদুল-হকর কারখানা, কাঁকর মনি	নাটক
তালিম হোসেন	১৯১৮-১৯৯৯	নওগাঁ	দিশারী, শাহীন, নদীর জাহাজ	কাব্য
*ফররুখ আহমদ	১৯১৮-১৯৭৪	মাগুরা	সাত সাগরের মাঝি (১৯৪৪), নৌফেল ও হাতেম (১৯৬১), সিরাজুম মুনীরা (১৯৫২), মুহুর্তের কবিতা (১৯৬৩)	কাব্য
			হাতেম তাজি (১৯৬৬)	কাহিনী কাব্য
			পাখির বাসা (১৯৬৫), নতুন লেখা (১৯৭০), ছড়ার আসর (১৯৭০), হরফের ছড়া (১৯৭০)	শিশুতোষ-গ্রন্থ
সরদার জয়েন উদ্দীন	১৯১৮-১৯৮৬	পাবনা	আদিগঙ্গা (১৯৫৯), পান্নামতি (১৯৬৪), অনেক সপ্তর্ষের আশা (১৯৬৭), বিধ্বংস রোদের ঢেউ (১৯৭৫), শ্রীমতী ক খ এবং শ্রীমান তালেব আলী (১৯৭৩), নীল রঙ রক্ত (১৯৬৫)	উপন্যাস
	১৯১৮-১৯৮৬	পাবনা	খরস্রোতা (১৯৪৫), নয়ান ঢুলি (১৯৫২), বীরকপ্তীর বিয়ে (১৯৫৫), বেলা ব্যানার্জির প্রেম (১৯৬৮), অষ্টগ্রহর (১৯৭৩)	গল্প
আবু রশাদ	১৯১৯-	কলকাতা, ভারত	ডোবা হল দীঘি (১৯৬৬), এলোমেলো, নোঙর (১৯৬৭), সামনে নতুন দিন (১৯৫৬), অনিশ্চিত রাগিনী (১৯৬৯)	উপন্যাস
			প্রথম যৌবন, শাড়ী বাড়ী গাড়ী, স্বনির্বাচিত গল্প, রাজধানীতে বাড়	গল্প
			আরবী তত্ত্ব	অন্যদিক গ্রন্থ
*মুহম্মদ আবদুল হাই	১৯১৯-১৯৬৯	মুর্শিদাবাদ, ভারত	সাহিত্য ও সংস্কৃতি (১৯৫৪), বিলাতে সাড়ে সাতশ' দিন (১৯৫৮), তোষামোদ ও রাজনীতির	প্রবন্ধগ্রন্থ

# বাংলা সাহিত্য

গ্রন্থকার	জীবনকাল	জন্মস্থান	গ্রন্থ	গ্রন্থের প্রকৃতি
			ভাষা (১৯৬০), ভাষা ও সাহিত্য (১৯৬০), বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (সৈয়দ আলী আহসান সহযোগে) (১৯৬৮)	
সিকানদার আবু জাফর	১৯১৯-১৯৭৫	খুলনা	প্রসন্ন প্রহর (১৯৬৫), তিমিরালঙ্কর (১৯৬৫), বৈরী বৃষ্টিতে (১৯৬৫), কবিতা (১৯৬৮), বৃষ্টিক লগ্ন (১৯৭১)	কাব্য
			সিরাজউদ্দৌলা (১৯৬৫), শকুন্তলা উপাখ্যান (১৯৫৮), মহাকবি আলাওল (১৯৬৫)	নাটক
			পঙ্করবী (১৯৪৪), নতুন সকাল (১৯৪৫), মাটি আর অশ্রু	উপন্যাস
			রবীন্দ্র-ই ওমর খৈয়াম (১৯৬৬), সেন্ট লুইয়ের সেতু (১৯৬১), সিংয়ের নাটক (১৯৭১), বারনাড মালামুডের যাদুর কলস (১৯৫৯)	অনুবাদ
			মালব কৌশিক (১৯৬৯)	গান
			জয়ের পথে (১৯৪২)	কিশোর উপন্যাস
			মতি আর অশ্রু (১৯৪২)	গল্প গ্রন্থ
			নবী কাহিনী (১৯৫১)	জীবনী
জোবেদা খানম	১৯২০-১৯৮৯	কুষ্টিয়া	অভিশপ্ত প্রেম (১৯৫৯), দুটি আঁখি দুটি তারা (১৯৬৩), আকাশের রং (১৯৬৪), বনমর্মর (১৯৬৭), অনন্ত পিপাসা (১৯৬৭)	উপন্যাস
			খুকুর এডভেঞ্চার (১৯৬৭), একটি সুরের মৃত্যু (১৯৭৪), জীবন একটি দুর্ঘটনা (১৯৮১)	গল্পগ্রন্থ
			ঝড়ের স্বাক্ষর (১৯৬৭), ওরে বিহঙ্গ (১৯৬৮)	নাটক
			গল্প বলি শোন (১৯৬৬), মহাসমুদ্র (১৯৭৭), সাবাস সুলতানা	শিশুসাহিত্য
আবদুল গনি হাজারী	২১-এ মে ১৯১৫- ২৩-এ এপ্রিল ১৯৭৬	পাবনা	সপ্তর্ষের সিঁড়ি (১৯৬৫), জাহ্নত প্রদীপ (১৯৭০), স্বর্ণ গর্দভ	কাব্য
			সামান্য ধন (১৯৫৯), কাল পেঁচার ডায়েরী (১৯৭৬)	রম্যরচনা
সত্যজিৎ রায়	১৯২১-১৯৯২	কলকাতা, ভারত	সোনার কেল-া, ফেলুদার গোয়েন্দাগিরি, জন্ম যদি তব বঙ্গে, কৈলাস কেলেকারী, হত্যাপুরী, রয়েল বেঙ্গল রহস্য	কাব্য
			সাবাস প্রফেসর শঙ্কু (১৯৭৪), জয় বাবা ফেলুনাথ (১৯৭৬), ফটিকচাঁদ (১৯৭৬), গোরস্থানে সাবধান (১৯৭৯), যত কাঁঠ কাঠমুড়তে (১৯৮২), ফেলুদা ওয়ান, ফেলুদা টু (১৯৮৫), মোল-া নাসিরুদ্দীনের গল্প (১৯৮৫), তারিণী খুড়োর কীর্তিকলাপ (১৯৮৫), দার্জিলিং জমজমাট (১৯৮৭), একের পিঠে দুই (১৯৮৮)	গদ্যগ্রন্থ
			ভারত রত্ন (১৯৯২)	উপাধি
অনুরূপা দেবী	১৮৮২-১৯৫৮	কলকাতা, ভারত	পোষ্যপুত্র, বাগদত্তা, মহানিশা	উপন্যাস
ইন্দিরা দেবী	১৮৭৩-১৯৬০	কলকাতা, ভারত	নারীর উক্তি	গ্রন্থাবলী
			পুরাতন, বাংলার স্ত্রী অনাচার	সম্প্রদিত গ্রন্থ



# বাংলা সাহিত্য

গ্রন্থকার	জীবনকাল	জন্মস্থান	গ্রন্থ	গ্রন্থের প্রকৃতি
নূরুন্নেছা খাতুন	১৮৯৪-১৯৭৫	মুর্শিদাবাদ, ভারত	স্বপ্নদ্রষ্টা, অন্ধান, ভারতে মুসলেম বীরত্ব	উপন্যাস
*আহমদ শরীফ	১৯২১-১৯৯৯	চট্টগ্রাম	বিচিত্র চিন্তা (১৯৬৮), জীবনে সমাজে সাহিত্যে (১৯৬৯), স্বদেশ অশেষা (১৯৭০), যুগ যন্ত্রণা (১৯৭৪), কালিক ভাবনা (১৯৭৪) লায়লী মজনু (১৯৫৭), পুঁথি পরিচিতি (১৯৫৮), সয়ফুল মূলক বদিউজ্জামান (১৯৭৫)	প্রবন্ধ সম্প্রদিত গ্রন্থ
*সৈয়দ আলী আহসান	১৯২২-২০০৩	মাগুরা	একক সন্ধ্যায় বসন্ত, অনেক আকাশ, সহসা সচকিত, আমার প্রতিবেদনের শব্দ হুইটম্যানের কবিতা, ইডিপাস	কাব্য অনুবাদ
*সৈয়দ ওয়ালীউল-হ	১৯২২-১৯৭১	চট্টগ্রাম	কবি মধুসূদন, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (মুহম্মদ আবদুল হাই সহযোগে লিখিত)	গবেষণা
			লালসালু (১৯৪৮), চাঁদের অমাবস্যা (১৯৬৪), কাঁদো নদী কাঁদো (১৯৬৮)	উপন্যাস
			নয়নচারা (১৯৫১), দুই তীর (১৯৬৫), গল্প সমগ্র (১৯৭২)	গল্প
			বহিপীর (১৯৬০), তরঙ্গভঙ্গ (১৩৭১ বঙ্গাব্দ), সুড়ঙ্গ (১৯৬৪), উজানে মৃত্যু	নাটক
সানাউল হক	১৯২৪-১৯৯৩	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	বিচর্ণি আর্শিতে (১৯৭৩), পদ্মিনী শঙ্কিনী (১৯৭৬), সর্গ্য অন্যতর (১৯৬৩), সম্ভাব্য অনন্যা (১৯৬২), কাল-সমকাল (১৯৭৫), প্রবাস যখন (১৯৮১), উল্লীর্ণ পঞ্চগণেশ (১৯৮৪)	কাব্য
			বন্দর থেকে বন্দরে, ইচ্ছা ব্যাপ্তি আনন্দ (১৯৭২)	ভ্রমণ কাহিনী
*মুনীর চৌধুরী	১৯২৫-১৯৭১	মানিকগঞ্জ	রক্তাক্ত প্রান্তর (১৯৬২), চিঠি (১৯৬৬), কবর (১৯৬৬), দস্কারণ্য (১৯৬৬), পলাশী ব্যারাক ও অন্যান্য (১৯৬৯)	নাটক
			মীর-মানস (১৯৬৫), ড্রাইডেন ও ডি. এল. রায় (১৯৬৩), তুলনামূলক সমালোচনা (১৯৬৯), বাংলা গদ্যরীতি (১৯৭০)	প্রবন্ধ
			কেউ কিছু বলতে পারে না (১৯৬৭), রূপার কৌটা (১৯৬৯), মুখরা রমণী বশীকরণ (১৯৭০)	অনুবাদ নাটক
শাহেদ আলী	১৯২৫-	সিলেট	জিব্রাইলের ডানা, একই সমতলে	গল্প
*আবু ইসহাক	১৯২৬-২০০২	শরীয়তপুর	সর্গ্য দৌঘল বাড়ী (১৯৫৫), পদ্মার পলি দ্বীপ	উপন্যাস
			মহাপতঙ্গ, হারেম	গল্প
*সুকান্ত ভট্টাচার্য	১৯২৬-১৯৪৭	কলকাতা, ভারত	ছাড়পত্র (১৩৫৪ বঙ্গাব্দ), ঘুম নেই (১৩৫৭ বঙ্গাব্দ), পূর্বাবাস (১৩৫৭ বঙ্গাব্দ), মিঠে কড়া, গীতিগুচ্ছ (১৩৭২ বঙ্গাব্দ)	কাব্যগ্রন্থ
			অভিযান (১৩৬০ বঙ্গাব্দ)	কাব্যনাট্য
			হরতাল (১৩৬৯ বঙ্গাব্দ)	গল্প
			আকাল (১৩৫১ বঙ্গাব্দ)	কাব্য সম্প্রদনা
গোলাম সাকলায়েন	১৯২৬-		বাংলার মর্সিয়া সাহিত্য, মুসলিম সাহিত্য ও সাহিত্যিক	প্রবন্ধ
*শামসুদ্দীন আবুল কালাম	১৯২৬-১৯৯৭	বরিশাল	কাশবনের কন্যা (১৯৫৪), কাঞ্চনমালা (১৯৫৬), আলম নগরের উপকথা (১৯৫৪), আশিয়ানা (১৯৫৫), জীবন কাব্য (১৯৫৬)	উপন্যাস

# বাংলা সাহিত্য

গ্রন্থকার	জীবনকাল	জন্মস্থান	গ্রন্থ	গ্রন্থের প্রকৃতি
*শহীদুল-াহ কায়সার	১৯২৬-১৯৭১	ফেনী	শাহেরবানু, পথ জানা নাই	গল্প
			সংশ্লিষ্টক (১৯৬৫), সারেং বৌ (১৯৬২)	উপন্যাস
			রাজবন্দীর রোজনামাচা (১৯৬২)	স্মৃতিকথা
			পেশোয়ার থেকে তাসখন্দ (১৯৬৬)	ভ্রমণ কাহিনী
আব্দুস সাত্তার	১৯২৭-	টাঙ্গাইল	অরণ্য জনপদ, অরণ্য সংস্কৃতি	গবেষণা
			অস্পৃশ্য ধ্বনি, বৃষ্টি মুখর	কাব্য
আশরাফ সিদ্দিকী	১৯২৭-	টাঙ্গাইল	তালেব মাস্টার ও অন্যান্য কবিতা, সাত ভাই	কাব্য
			চন্দ্র, কুঁচবরণ কন্যা	কাব্য
			লোকায়ত বাংলা, লোক সাহিত্য	গবেষণা
			উত্তম পুরুষ (১৯৬১), প্রসন্ন পাষণ (১৯৬৩), আমার যত গানি ৯১৯৭৩, প্রেম একটি লাল গোলাপ (১৯৭৮), একালের রূপকথা (১৮০), সাধারণ লোকের কাহিনী (১৯৮১)	উপন্যাস
আতাউর রহমান	১৯২৭-১৯৯৯	বগুড়া	দুই ঋতু, একদিন প্রতিদিন	কাব্য
			কবি নজরুল, কাব্য সমীক্ষা	প্রবন্ধ
আনোয়ার পাশা	১৯২৮-১৯৭১ ১৯২৮-১৯৭১	মুর্শিদাবাদ, ভারত মুর্শিদাবাদ, ভারত	নদী নিঃশেষিত হলে (১৩৭০ বঙ্গাব্দ), সমুদ্র শৃঙ্খলতা উজ্জয়িনী ও অন্যান্য কবিতা (১৯৭৪)	কাব্য
			নৌড় সন্ধানী (১৯৬৮), নিশ্চিন্ত রাতের গাঁথা (১৯৬৮), রাইফেল রোটি আওরাত (১৯৭৩)	উপন্যাস
			নিরুপায় হরিণী (১৯৭০)	গল্পগ্রন্থ
			রবীন্দ্র ছোটগল্প সমীক্ষা (১৯৬৯, ১৯৭৮), সাহিত্য শিল্পী আবুল ফজল (১৯৬৭)	সমালোচনা
লায়লা সামাদ	১৯২৮-১৯৮৯	কলকাতা, ভারত	দুঃস্বপ্নের অন্ধকার (১৯৬৩), কুয়াশার নদী (১৯৬৫), অরণ্যে নক্ষত্রের আলো (১৯৭৫)	গল্পগ্রন্থ
*শামসুর রাহমান	১৯২৯-২০০৬	ঢাকা	প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে (১৯৫৯), বিধ্বস্ত নীলিমা (১৯৬৫), নিজ বাসভূমে (১৯৬৯), বন্দী শিবির থেকে (১৯৭২), নিরালোকে দিব্যরথ (১৯৭৫), দুঃসময়ের মুখোমুখি (১৯৭৩), এক ধরনের অহঙ্কার (১৯৮১), আদিগল্প নগ্ন পদধ্বনি (১৯৭৪), ফিরিয়ে নাও ঘাতক কাঁটা, আমি অনাহারী (১৯৮২), প্রতিদিন ঘরহীন ঘরে (১৯৭৮), শূন্যতায় তুমি শোকসভা (১৯৭৭), বাংলাদেশ স্বপ্ন দ্যাখে, মাতাল ঋতিকা, উদ্ভট উটের পিটে চলেছে স্বদেশ (১৯৮২), যে অন্ধ সুন্দরী কাঁদে	কাব্য
			ধান ভানলে কুঁড়ো দেব, এলাটিং বেলাটিং, গোলাপ ফুটে খুকীর হাতে	শিশুসাহিত্য
			ফ্রস্টের কবিতা (১৯৬৫), মার্কোমিলিয়ানস (১৯৮৪)	অনুবাদ
			শখের পুতুল (১৯৬৮), সরোবর (১৯৬৭), সৌরভ ও ঐ রকম একজন (১৯৬৮)	উপন্যাস
আনিস চৌধুরী	১৯২৯-১৯৯০	কলকাতা, ভারত	সুদর্শন ডাকছে (১৯৭৮), মধুগড় (১৯৭৪)	ছোটগল্প
			মানচিত্র (১৩৭০ বঙ্গাব্দ) অ্যালবাম (১৯৬৫)	নাটক
*জাহানারা ইমাম	১৯২৯-১৯৯৪	মুর্শিদাবাদ, ভারত	গজ কচ্ছপ, সাত তারার বিকিমিকি	শিশুসাহিত্য
			একাত্তরের দিনগুলি (১৯৮৬)	স্মৃতিকথা
			নিঃসঙ্গ পাইন (১৯০৯), ক্যান্সারের সাথে বসবাস (১৯৯১), প্রবাসের দিনগুলি (১৯৯২)	অন্যান্য গ্রন্থ

# বাংলা সাহিত্য

গ্রন্থকার	জীবনকাল	জন্মস্থান	গ্রন্থ	গ্রন্থের প্রকৃতি
*আব্দুল-হ আল মুতি শরফুদ্দীন	১৯৩০-১৯৯৯	সিরাজগঞ্জ	এসো বিজ্ঞানের রাজ্যে, অবাক পৃথিবী, রহস্যের শেষ নেই, সোনার এই দেশে, জানা অজানার দেশে, আবিষ্কারের নেশায়, সাগরের রহস্যপূরী, বিজ্ঞান ও মানুষ, এ যুগের বিজ্ঞান	শিশুসাহিত্য
			শিক্ষা ও জাতীয় উন্নয়ন	অনুবাদ
*আব্দুল গাফ্ফার চৌধুরী	১৯৩৪	বরিশাল	চন্দ্র দ্বীপের উপাখ্যান (১৯৬০), শেষ রজনীর চাঁদ (১৯৬১), নাম না জানা ভোর (১৯৬২), নীল যমুনা (১৯৬৪), সুন্দর হে সুন্দর, বাংলাদেশ কথা কয়	উপন্যাস
			কৃষ্ণপক্ষ, সম্রাটের ছবি সেকাল ও একালের সেরা গল্প (১৯৬৩)	গল্প-সম্প্রদানা
বদরুদ্দীন ওমর	১৯৩১	বর্ধমান, ভারত	সাম্প্রদায়িকতা, সংস্কৃতির সংকট, সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতা, পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও বাংলাদেশের কৃষক, যুদ্ধপূর্ব বাংলাদেশ, যুদ্ধ উত্তর বাংলাদেশ, ভাষা আন্দোলন	প্রবন্ধ-গবেষণা
*আলাউদ্দীন আল আজাদ	১৯৩২	নরসিংদী	লেলিহান পাঁচলিপি, মানচিত্র	কবিতা
			কর্ণফুলী (১৯৬২), তেইশ নম্বর তৈলচিত্র, শীতের শেষ রাত, বসন্তের প্রথম দিন, ক্ষুধা ও আশা	উপন্যাস
			জেগে আছি, ধানকন্যা, মৃগনাভি, উজান তরঙ্গ	গল্প
			শিল্পীর সাধনা	প্রবন্ধ
			মায়াবী প্রহর, মরক্কোর যাদুকর, ইহুদীর মেয়ে, ধন্যবাদ, সংবাদ শেষাংশ	নাটক
*হাসান হাফিজুর রহমান	১৯৩২-১৯৮৩	জামালপুর	বিমুখ প্রাঙ্গণ (১৯৬৩), ভবিষ্যতের বাণিজ্যতরী (১৯৮৩), অশ্লীল শরের মতো (১৯৬৮), আর্ত শব্দাবলী (১৯৬৮), যখন উদ্যত সংগীন (১৯৭২), বজ্রে চেরা আঁধার আমার (১৯৭৬), শোকার্ত তরবারী (১৯৮২), আমার ভেতরের বাঘ (১৯৮৩)	কাব্য
			আধুনিক কবি ও কবিতা (১৯৬৫), মণ্ডল্যবোধের জন্য (১৯৭০), সাহিত্য প্রসঙ্গ (১৯৭৩), আলোকিত গহবর (১৯৭৭)	প্রবন্ধ
			সীমান্ত শিবির	গল্প
			আরো দুটি মৃত্যু (১৯৭০), প্রতিবিম্ব	পত্র
আবু জাফর ওবায়দুল-হ	১৯৩২-২০০১	বরিশাল	সাতনরীর হার, আমি কিংবদন্তীর কথা বলছি, কখনও রং কখনও সুর, সহিষ্ণু প্রতিক্ষা, প্রেমের কবিতা, আমার সময়	কাব্য
আবুল খায়ের মুসলেহ উদ্দীন	১৯৩৪	কুমিল-৭	সালমান ফারসী	জীবনী
			চিরকুট, ওম শালি, শাল বনের রাজা, নেপথ্য নাটক, নল খাগড়ার সাপ	গল্প
*জহির রায়হান	১৯৩৫-১৯৭২	ফেনী	বরফ গলা নদী (১৩৭৬ বঙ্গাব্দ), আরেক ফাল্গুন (১৩৭৫ বঙ্গাব্দ), হাজার বছর ধরে (১৩৭১ বঙ্গাব্দ), শেষ বিকেলের মেয়ে (১৩৬৭ বঙ্গাব্দ), আর কত দিন (১৩৭৭ বঙ্গাব্দ), কয়েকটি মৃত্যু (১৩৮২ বঙ্গাব্দ), তৃষ্ণা (১৩৬২ বঙ্গাব্দ)	উপন্যাস
			সত্ত্ব গ্রহণ (১৩৬২)	গল্পগ্রন্থ
সৈয়দ শামসুল হক	১৯৩৫	কুড়িগ্রাম	একদা এক রাজ্যে, প্রতিধ্বনিগণ	কাব্য

# বাংলা সাহিত্য

গ্রন্থকার	জীবনকাল	জন্মস্থান	গ্রন্থ	গ্রন্থের প্রকৃতি
			নবীনদীনের সারা জীবন, পায়ে আওয়াজ পাওয়া যায়	কাব্যনাট্য
			আনন্দের মৃত্যু, শীত বিকেল	গল্প
			খেলারাম খেলে যা (১৯৭৩), সীমানা ছাড়িয়ে (১৯৬৪), নিষিদ্ধ লোভান (১৯৮১), অনুপম দিন (১৯৬২), এক মহিলার ছবি (১৯৫৯), দেয়ালের দেশ (১৯৫৯), নীল দংশন (১৯৮১), দত্তরত্ন (১৯৮১)	উপন্যাস
মমতাজ উদ্দিন আহমদ	১৯৩৫	মালদহ, ভারত	নাট্যত্রয়ী, হৃদয়ঘটিত ব্যাপার স্যাপার, স্বাধীনতা আমার স্বাধীনতা, বিবাহ ও কী চাহ শব্দ খচিল, সাত ঘাটের কানাকড়ি, রান্ধুসী	নাটক
রাবেয়া খাতুন	১৯৩৫	—	ফেরারী সঙ্ঘর্ষ (১৯৭৪), রাজবাগ (১৯৫৪), মধুমতী, মন এক শ্বেত কপোতী, সাহেব বাজার, শালিমার রাগ, অনল অশেষা, জীবনের আর এক নাম	উপন্যাস
*আল মাহমুদ	১৯৩৬	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	লোক লোকান্তর, কালের কলস, সোনালী কাবিন, মায়াবী পর্দা দুলে ওঠে, বখতিয়ারের ঘোড়া	কাব্য
			পানকৌড়ির রক্ত	গল্প
			পাখির কাছে ফুলের কাছে, না ঘুমানোর দল	শিশুসাহিত্য
মোহাম্মদ মাহফুজউল-হ	১৯৩৬	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	জুলেখার মন (১৯৫৯), অন্ধকারে একা (১৯৬৬), রক্তিম হৃদয়	কাব্য
			নজরুল কাব্যের শিল্পরূপ, বাংলা কাব্যে মুসলিম ঐতিহ্য, নজরুল ইসলাম ও আধুনিক বাংলা কবিতা	প্রবন্ধ
আবু হেনা মোস্তাফা কামাল	১৯৩৬–১৯৮৯	সিরাজগঞ্জ	আপন যৌবন বৈরী (১৯৭৪)	কাব্য
			দি বেঙ্গল প্রেস অ্যান্ড মিলিটারী রাইটিং (১৯৭৭)	গবেষণা-গ্রন্থ
*শওকত আলী	১৯৩৬	দিনাজপুর	লেলিহান সাধ, উন্মুল বাসনা	গল্প
			পিঙ্গল আকাশ (১৯৬৩), যাত্রা (১৯৭৬), প্রদোষে প্রাকৃতজন (১৯৮৪) সীমান্তের যাত্রী	উপন্যাস
আনিসুজ্জামান	১৯৩৭	—	মুসলিম শাসন ও বাংলা সাহিত্য (১৯৬৪), মুসলিম বাংলায় সাময়িক পথ (১৯৬৯), স্বরূপের সন্ধানে, পুরানো বাংলা গদ্য	প্রবন্ধ
*রিজিয়া রহমান	১৯৩৯	—	ঘর ভাঙ্গা ঘর (১৯৭৪), উত্তম পুরুষ (১৯৭৭), রক্তের অক্ষর (১৯৭৮), অরণ্যের কাছে (১৯৭৯), শিলায় শিলায় আগুন (১৯৮০), অলিখিত উপাখ্যান (১৯৮০), ধবল জ্যোৎস্না (১৯৮১), সঙ্ঘর্ষ সবুজরক্ত (১৯৮১), একাল চিরকাল (১৯৮৪)	উপন্যাস
মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান	১৯৩৯	যশোর	প্রত্ন প্রত্যাশা (১৯৭১), সংগীবিহীন, দুর্লভ দিন (১৯৬১), শঙ্কিত আলোকে (১৯৬৮), বিপন্ন বিষাদ (১৯৬৮), ভালোবাসার হাতে (১৯৭৬)	কাব্য
			এমিলি ডিকেন্সের কবিতা (১৯৭৪), অশান্ত অশোক (১৯৭৬)	অনুবাদ

# বাংলা সাহিত্য

গ্রন্থকার	জীবনকাল	জন্মস্থান	গ্রন্থ	গ্রন্থের প্রকৃতি
মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান	১৯৩৯	যশোর	আধুনিক বাংলা কাব্যে হিন্দু মুসলমান সম্ভর্ক (১৯৭৬), আধুনিক বাংলা সাহিত্য (১৯৬৫), বাংলা কবিতার ছন্দ (১৯৭০), বাংলা সাহিত্যে উচ্চতর গবেষণা (১৯৭৮), মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী (১৯৭৮), বাংলা সাহিত্যে বাঙালি ব্যক্তিত্ব (১৯৭৪), সাময়িক পত্রে সাহিত্য চিন্তা সঙ্গীত (১৯৭৪)	গবেষণা
			অচেনা প্রহর (১৯৬৮), জাম্বুবান (১৯৬৭)	কিশোর - সাহিত্য
			কবি আলাওল (১৯৬০), তথ্যাবলী (১৯৭৪)	সম্প্রদান
			প্যারীচাঁদ রচনাবলী (১৯৭০), মধুসুন্দর নাট্য গ্রন্থাবলী (১৯৬৯)	
নাজমা জেসমিন চৌধুরী	১৯৪০-১৯৮৯	কলকাতা, ভারত	সামনে সমান (১৯৮১), ঘরের ছায়া (১৯৮৪)	উপন্যাস
			অন্য নায়ক (১৯৮৫), বাড়ি থেকে পালিয়ে (১৯৮৭)	গল্পগ্রন্থ
শহীদ কাদরী	১৯৪২	ঢাকা	উত্তরাধিকার (১৯৬৭), তোমাকে অভিবাদন প্রিয়তমা, কোথাও কোন ক্রন্দন নেই	কাব্য
আব্দুল মান্নান সৈয়দ	১৯৪৩	চব্বিশ পরগনা, ভারত	জন্মান্ত কবিতা গুচ্ছ, কবিতা কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড, নির্বাচিত কবিতা	কাব্য
			সত্যের মত বদমাশ, মৃত্যুর অধিক লালক্ষুধা	গল্প
			পোড়া মাটির কাজ	উপন্যাস
			করতলে মহাদেশ, দশ দিগন্তের দৃষ্টা	প্রবন্ধ
রফিক আজাদ	১৯৪৩	টাঙ্গাইল	সীমাবদ্ধ জলে সীমিত সবুজ, সশস্ত্র সূন্দর, অসম্ভবের পায়ে, চুনিয়া আমার আর্কেডিয়া, এক জীবনে, হাতুড়ির নিচে জীবন	কাব্য
আখতারুজ্জামান ইলিয়াস	১৯৪৩-১৯৯৭	গাইবান্ধা	অন্য ঘরে অন্য স্বর (১৯৭৬), খোঁয়ারী (১৯৮২), দুধেভাতে উৎপাত (১৯৮৫), দোষখের ওম (১৯৮৯)	গল্প
			খোয়াবনামা (১৯৯৬), চিলেকোঠার সেপাই (১৯৮৭)	উপন্যাস
*আবদুল-হা আল মামুন	১৯৪৩	জামালপুর	মানব তোমার সারাজীবন	উপন্যাস
			সুবচন নির্বাসনে, এখন দুঃসময়, সেনাপতি, শাহজাদীর কাল নেকাব	নাটক
*নির্মলেন্দু গুণ	১৯৪৫	নেত্রকোনা	প্রেমাংগুর রক্ত চাই, না প্রেমিক না বিপ-বী, কবিতা ও অমীমাংসিত রমণী, দুর্গহ দুঃশাসন, রক্ত আর ফুলগুলি, তার আগে চাই সমাজতন্ত্র	কাব্যগ্রন্থ
*সেলিনা হোসেন	১৯৪৭	রাজশাহী	হাঙর নদী গ্রেনেড (১৯৭৬), জলোচ্ছ্বাস (১৯৭২), জ্যোৎস্নায় সূর্য জ্বালা (১৯৭৩), মগ্ন চৈতন্যে শিশু (১৯৭৯), যাপিত জীবন (১৯৮১), নীল ময়ূরীর যৌবন (১৯৮৩), পদশব্দ (১৯৮৩), চাঁদবেনে (১৯৮৪)	উপন্যাস
আবুল হাসান	১৯৪৭-১৯৭৫	গোপালগঞ্জ	রাজা যায় রাজা আসে (১৯৭২), ওরা কয়েকজন (১৯৮৮), পৃথক পালংক (১৯৭৫)	কাব্য
*হুমায়ুন আজাদ	১৯৪৭-২০০৫	বিক্রমপুর	অলৌকিক ইষ্টিমার, জ্বলে চিতা বাঘ	কাব্য
			রবীন্দ্র প্রবন্ধ, রাষ্ট্র ও সমাজ চিন্তা, বাক্যতত্ত্ব	প্রবন্ধ
			ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইল, নারী, কবি এবং দলিত পুরুষ, সবকিছু ভেঙ্গে পড়ে	উপন্যাস

# বাংলা সাহিত্য

গ্রন্থকার	জীবনকাল	জন্মস্থান	গ্রন্থ	গ্রন্থের প্রকৃতি
*সেলিম আল দীন	১৯৪৮-২০০৮	নোয়াখালী	কিউনখোলা, কেরামত মঙ্গল, চাকা, হাত হুদাই, জন্মিস ও বিবিধ বেলুন, যৈবতী কন্যার মন	নাটক
*হুমায়ূন আহমেদ	১৯৪৮-২০১২	নেত্রকোনা	শখীনীল কারাগার (১৯৭৩), নন্দিত নরকে (১৯৭২), বহুব্রীহি (১৯৯০), আগুনের পরশমণি (১৯৮৬), আমাদের সাদা বাড়ি (১৯৯০), সবাই গেছে বনে (১৯৮৪), অয়োময় (১৯৯০), এইসব দিনরাত্রি (১৯৯০), তোমাদের জন্য ভালবাসা, শ্রাবণ মেঘের দিন (১৯৯৫), দুই দুয়ারী (১৯৯১), দারুচিনি দ্বীপ (১৯৯১), সমুদ্র বিলাস (১৯৯০), কোথাও কেউ নেই (১৯৯০), নিশীথিনী (১৯৮৭), আকাশজোড়া মেঘ (১৯৮৮), দেবী (১৯৮৬), মহাপুরুষ (১৯৮৬)	উপন্যাস
*রুদ্দ মুহাম্মদ শহীদুল-হা	১৯৫৬-১৯৯১	খুলনা	উদ্ভূত উপকূল (১৯৭৯), ফিরে চাই স্বর্ণ গ্রাম (১৯৮১), মানুষের মানচিত্র (১৯৮৬), ছোবল (১৯৮৬), মৌলিক মুখোশ (১৯৯০)	কাব্য গ্রন্থ
			বিষ বিরক্তির বীজ (১৯৯২)	কাব্যনাট্য
মইনুল আহসান সাবের	১৯৫৮	ঢাকা	পরাস্পদ সহিস	গল্প